Contents

চতুর্থ বর্ষ

৪ র্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

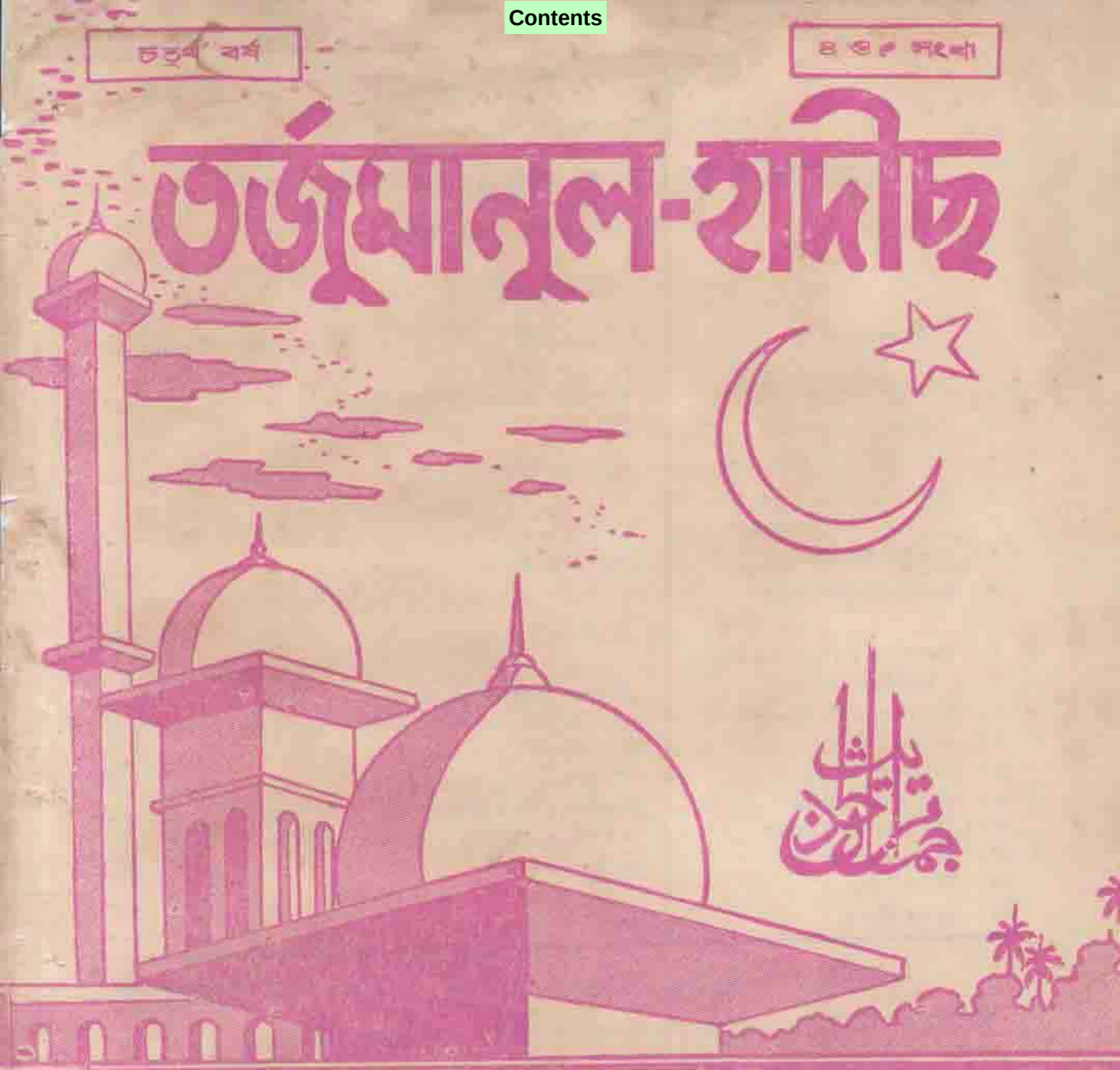

• সম্পাদক •

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

চতুর্থ বর্ষ—চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা

রামাযানুল মুবারক ও শওওয়াল—১৩৭২ হিঃ।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় বাং ১৩৫৯ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ফির্কাবন্দীর ভয়াবহ পরিণতি	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১৪৭
২। পাকিস্তান কোন পথে?	ঐ	১৫৬
৩। অগ্রগতির পথে ইন্দোনেশিয়া	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৫৯
৪। জাগিয়াছে মদিনার যুগ আনছার (কবিতা)	আঃ কাঃ শঃ নূরমোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	১৭০
৫। মানুষ মুহম্মদ (দঃ)	সৈয়দ রেজা কাদের	১৭১
৬। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর—এম, এ	১৭৬
৭। গুজরাতে হাদীছ (কোরআন ও হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসরণ)	মোহাম্মদ মিজুর রহমান আনছারী	১৮১
৮। ইমাম বোখারীর ইন্তেকাল	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন বাসুদেবপুরী	১৮৪
৯। অ হ্বান (কবিতা)	কবি শেখর জহির-বিন-কুদ্দুছ	১৮৮
১০। সোওয়ার (কবিতা)	মোহাম্মদ কে, এম, আবদুর রহীম	১৮৮
১১। তওহীদ এর মর্মবাণী	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	১৮৯
১২। মছল্লা চতুষ্টয়ের ইতিহাস	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১৯৫
১৩। সাময়িক প্রসংগ	সহ-সম্পাদক	১৯৭
১৪। বিশ্ব পরিক্রমা	ঐ	২০৩
১৫। প্রাপ্তি স্বীকার	সেক্রেটারী	২০৬

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া, অনিদ্রা, কেশ পতন, প্রভৃতি নিবারণ করিয়া কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুশীতল রাখিতে দি এন, কেমিক্যালের রেজিষ্টার্ড ১২১ নম্বর

শিরঃশান্তি তৈল

ব্যবহার করুন। আরামদায়ক স্থায়ী গন্ধে ও গুণে ইহা অতুলনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

প্রোঃ—এম, হাফিজুর রহমান খান।
দি এন, কেমিক্যাল ওয়ার্কস,
আটুয়া, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ | রামাযানুল-মুবারক ও শও-ওয়াল—১৩৭২ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—বাং ১৩৬০ সাল। | ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

ফির্কাবন্দীর ভয়াবহ পরিণতি

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী।

ফিরকাবন্দীর যে মহাব্যাধি মুছলমানগণের জাতীয় জীবনে প্রবেশলাভ করিয়াছিল তাহাতে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শিয়া সম্প্রদায় ও দলপন্থী ছুন্নীগণ। উত্তর কালে এই শিয়া ছুন্নীর লড়াই যার মযহব চতুষ্টয়ের অন্ধ অনুগামীগণের উদ্দাম, অবিশ্রান্ত ও নির্মম গৃহযুদ্ধের ফলেই মুছলিমগণের জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল দিবাকর অবশেষে অস্তমিত হইয়া যায়।

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা (৬৭২—৭৩২) ৩১৭ হিজরীর ঘটনাসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, কোরআনের আয়ত : শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে মুকামে মাহ্‌মুদে উন্নীত করিবেন— বনী-ইছ-রায়ীল, ৭৯ আয়ত। আয়তের অন্তর্ভুক্ত মুকামে-মাহ্‌মুদের ব্যাখ্যা লইয়া বাগদাদ নগরে হাম্বলী ও অপর মযহবত্রয়ের—অনুসারীগণের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায় এবং সৈন্য বাহিনী ও জনসাধারণও এই সংগ্রামে যোগদান করে এবং শত সহস্র লোক হতাহত হয়—(২) ৭৪ পৃঃ।

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا –

৩২৩ হিজরীর ঘটনা সমূহের আলোচনায় বলিতেছেন, পুলিশের বড়কর্তা হাম্বলীদিগকে শাফেয়ীগণের পদ্ধতিতে নমায পড়িবার জন্য বাধ্য করেন এবং নমাযে বিছমিল্লাহ উচ্চ কণ্ঠে পাঠ না করিলে হাম্বলীদের কাহাকেও ইমামত করার অধিকার দেওয়া হইবেনা বলিয়া আদেশ জারী করেন। খলীফা রযীবিল্লাহ (মৃ ৩২৯ হিঃ) হাম্বলীদিগকে তাহাদের মতবাদ পরিহার করার আদেশ দেন এবং তাহাদিগকে তুলনাবাদী বা 'মুশাব্বিহা' বলিয়া তিরস্কার

www.ahlehadeethbd.org

করেন। খলীফা স্বীয় বিজ্ঞপ্তিতে শপথ করেন যে, হাম্বলীগণ নিরস্ত না হইলে তরবারির দ্বারা তাহাদিগকে নিহত এবং তাহাদের আবাস গৃহ জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করা হইবে। ৭ বৎসর পর্যন্ত এই হাম্বলী ও শাফেয়ী সংঘর্ষ চলিতে থাকে—আবুল ফিদা (২) ৮২ পৃঃ।

ঐতিহাসিক যহবী লিখিয়াছেন, ৩৯৮ হিজরীতে বাগদাদ সহরে ছুন্নী ও শিয়াগণের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে অসংখ্য লোক নিহত হয়—দুওয়ালুল ইছলাম (১) ১৮৬ পৃঃ।

ইবনে-খল্লাকান বলেন, ইমাম কুশয়রী (৩৭৬—৪৬৫) ৪৪৮ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং আকীদা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি লইয়া তিনি হাম্বলীদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, কারণ তিনি স্বয়ং আশা-এরী মতবাদে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। এই বিবাদ পরিশেষে সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে এবং উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়—(১) ৩০০ পৃঃ।

ছুবকী (৭২৭—৭৭১) তাঁহার তাবাকতে লিখিয়াছেন যে, ইমাম ইব্নুছ্ছম্আনী মন্ছুর বিনে মোহাম্মদ মরওয়াযী (৪২৬—৪৮৯) হানাফী মযহব পালন করিতেন। ৪৬২ হিজরীতে হজ্জ করিতে গিয়া তিনি হানাফী মত পরিত্যাগ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তিত হইলে মযহব পরিবর্তন করার দরুন তিনি বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত ও বিপন্ন হন, হানাফীরা তাঁহাকে কঠোর ভাবে দণ্ডিত করেন— (৪) ২২ পৃঃ। ছৈয়েদ রশীদ রিযা তাঁহার তফ্ছীরে লিখিয়াছেন যে, ইব্নুছ্ছম্আনী শাফেয়ী মযহব অবলম্বন করায়—শাফেয়ী ও হানাফীগণের মধ্যে ভীষণ লড়াই শুরু হইয়া যায় এবং ইহার ফলে মরুও নগরী এবং খোরাছানের রাজধানী শ্মশানে পরিণত হয়—আল্মানার (৩) ১১ পৃঃ।

যহবী লিখিয়াছেন, ৪৮৩ হিজরীতে বাগদাদ নগরে শিয়া ও ছুন্নীর মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধে, বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং শাসন কর্তৃপক্ষ অবস্থা আয়ত্বে আনিতে অসমর্থ হন— দুওয়ালুল ইছলাম (২) ৮ পৃঃ।

আফীফ ইয়াফেয়ী (৭৬৮ হিঃ) তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন— ৫৫৪ হিজরীতে নেশাপুর শহরে—হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। শিয়ার দল হানাফী পক্ষে যোগদান করেন। প্রথমে শাফেয়ীরা পরাস্ত এবং তাঁহাদের বহু লোক নিহত হন। হানাফীরা হাটবাজার এবং শাফেয়ীদের মাদ্রাছা ও কলেজগুলি পোড়াইয়া দেন। শাফেয়ীরা পরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রবলতর ভাবে পাল্টা আক্রমণ চালান। নেশাপুর হানাফীরা কলেজের বিরাট প্রাসাদ ভস্মীভূত করা হয় এবং শাফেয়ীদের যতগুলি লোক হানাফীরা নিহত করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হানাফীকে শাফেয়ীরা হত্যা করেন—(৩) ৩০৭ পৃঃ। পুনশ্চ ৫৬০ হিজরীতে হানাফী শাফেয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, আট দিন পর্যন্ত লুট তারাজ ও নরহত্যা ব্যাপক ভাবে চলিতে থাকে এবং বহু বাসগৃহ দগ্ধীভূত করা হয়—ঐ (৩) ৩৪৩ পৃঃ।

ইয়াফেয়ী ও ইব্নুল ইমাদ লিখিয়াছেন যে, ৫৮২ হিজরীতে বাগদাদ নগরের রাজপথে ছাই বিছানো হয় আর ১০ই মুহাররম তারীখে চট টাঙ্গানো হয়। কর্খের অধিবাসীরা মাতম শুরু করেন আর শেষ পর্যন্ত ব্যাপার ছাহাবাগণের গালাগালীতে—গড়ায়। শিয়ারা উচ্চ কণ্ঠে ছাহাবীদিগকে গালি গালাজ করিতে থাকে, ফলে শিয়া ও ছুন্নীদের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং বহু প্রাণ হানি ঘটে। এই সকল কাণ্ডের মূলে ছিলেন খলীফা মুছ্তায্যীর (মৃঃ ৫৭৫ হিঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারী। খলীফা নাছেরের (৬২২ হিঃ) সময়ে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যায়। তিনি রাফেযী শিয়া ছিলেন এবং ইমামীয়াগণের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, তিনি ৫৮৩ হিজরীতে নিহত হন— ইয়াফেয়ী (৩) ৪২৪ পৃঃ; শযরাত (৪) ২৭৯ পৃঃ।

৫৯৫ হিজরীতে ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ) হীরায় আগমন করেন এবং ছুলতানের নিকট বিপুল সম্মানের অধিকারী হন। এই স্থানে কর্‌রামীয়াগণের নেতা তাপস প্রবর কাযী মজদুদ্দীন ইব্নুল কদ্ওয়ার সহিত ইমাম রাযী বিতর্কে প্রবৃত্ত

www.ahlehadeethbd.org

হন এবং তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। ইহার ফলে কর্‌রামীয়ারা চতুর্দিক হইতে আসিয়া সহরে সমবেত হন এবং শাফেয়ীগণের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দেন। এই অরাজকতার নিবৃত্তি কল্পে ছুলতানকে সেনাবাহিনী আহ্বান করিতে হয়— ইয়াফেয়ী (৪) ৯ পৃঃ।

৫৮৭ হিজরীতে মিছরে হাম্বলী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং বহু লোকক্ষয়ের পর ইহার বিরত্তি ঘটে— ঐ (৩) ৪৩৪ পৃঃ।

৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে শিয়া ও ছুন্নীগণের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে এবং ভয়াবহ লুটতারাজ ও হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে এবং নগরের বহু স্থান বিধ্বস্ত হয়— তুওয়ালুল ইছলাম (২) ১২২ পৃঃ।

মোটের উপর জষ্টিস্ আমীর আলী ছাহেবের ভাষায় এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী যুগে বাগদাদে শিয়া ছুন্নী, হানাফী শাফেয়ী ও হানাফী হাম্বলীদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। এই সংগ্রামগুলি শুধু বাগদাদেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। মহামারীর মত উহা ইছলাম জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলমে-ইছলামের প্রধানতম কেন্দ্র বাগদাদের পতন ও খেলাফতে ইছলামীয়ার বিলুপ্তি এবং মুছ্‌লিম সভ্যতার সাত শত বৎসরের বিরচিত সৌধের বিধ্বস্তি প্রকৃত প্রস্তাবে এই শিয়া ছুন্নী আর দলপন্থীদের গৃহ যুদ্ধের ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল।

পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক এবং রাজনীতি-বিশারদ বিদ্বানগণ সকলেই সমস্বরে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, চারি মযহবের অন্ধ অনুসারীগণের গোঁড়ামী, শিয়াদের স্বভাব-সিদ্ধ ইছলাম বিদ্বেষ এবং মুক্ত বুদ্ধির অবলুপ্তি তাতারী রাক্ষসদিগকে মুছ্‌লিম সাম্রাজ্যের নিধন কল্পে প্ররোচিত করিয়াছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মুজাদ্দিদ শায়খুল ইছলাম ইমাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ তাতারী অভিযান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশ সমূহে তাতারীগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার— কারণ হইতেছে মযহব লইয়া ফির্‌কাপরস্তগণের অতিমাত্রায় গোঁড়ামী ও দলাদলি।

وبلاد المشرق من اسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم فى المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب الى الشافعى يتعصب لمذهبه على مذهب ابى حنيفة حتى يخرج عن الدين والمنتسب الى ابى حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعى وغيره حتى يخرج من الدين - والمنتسب الى احمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا وهذا - وفى المغرب تجد المنتسب الى مالك يتعصب لمذهبه على هذا وهذا -

ইমাম শাফেয়ীর— সহিত সম্পর্কিত দল স্বীয় মযহবের অন্ধ গোঁড়ামীর জন্য ইমাম আবু হানীফার সহিত সম্পর্কিত দলের উপর মহা বিদ্বিষ্ট, এমনকি তাহারা হানাফী— দিগকে দীনে ইছলাম হইতেই খারিজ — করিয়া রাখিয়াছে। আবার ইমাম আবু হানীফার সহিত— সম্পর্কিত দলটিও স্বীয় মযহবের গোঁড়ামীর জন্য ইমাম শাফেয়ীর সহিত সম্পর্কিত দলের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে, এমনকি তাহাদিগকে হানাফীরা দীনে ইছলাম হইতেই খারিজ করিয়া রাখিয়াছে! পুনশ্চ ইমাম আহমদের সহিত সম্পর্কিত দলটিও অন্যান্য ফিরকার মুছলমানগণের সঙ্গে সমভাবে — বিদ্বেষ পরায়ণ? আবার পশ্চিম দেশসমূহে ইমাম মালেকের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিরা স্বীয় মযহবের অন্ধ গোঁড়ামীর ফলে অপরাপর মযহব সমূহের লোকদের সহিত অনুরূপ ভাবে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে আর অপরাপর মযহবপন্থীদের বিদ্বেষও মালেকীদের প্রতি কিছুমাত্র কম নয়— রাছায়েলে-কুবরা, পঞ্চদশ রিছালা (২) ৩৫২ পৃঃ।

ومن جملة اسباب تسليط الفرنج على بعض بلاد المغرب والتتر على

ইমাম ইব্‌নুল ইয্ হানাফী (মৃঃ ৭৯২ হিঃ) তদীয় তম্বিহাত নামক হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ হেদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, পশ্চিম দেশসমূহে ফিরিঙ্গীদের, আর পূর্ব দেশ সমূহে তাতারীগণের মুছলিম রাজ্য সমূহের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بلادالشرق كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم فى المذاهب ۔ وكل ذلك من اتباع الظن وما تهوى الانفس وقد جاءهم من ربهم الهدى ۔

প্রতিষ্ঠা লাভ করার অন্যতম কারণ মযহব লইয়া দলপন্থীগণের বিদ্বেষ এবং কলহ— বিবাদে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। এই সকল হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনার— কারণ হইতেছে কল্পনার অনুসরণ এবং প্রবৃত্তির অর্চনা, অথচ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের কাছে সুস্পষ্ট হিদায়ত আসিয়া পড়িয়াছে— দরাছাতুললবীব, ১২৬ পৃঃ।

চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত মনীষী ও কোরআনের ভাষ্যকার মিছরের আল্লামা ছৈয়েদ রশীদ রিযা হুছায়নী মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে তাতারী ফিতনার প্রচণ্ড আঘাতে ইছলামের ভিত্তি শুদ্ধ নড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ হানাফী ও শাফেয়ী বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, ছুন্নী শিয়া ও খারেজী এমন কি স্বয়ং ছুন্নীগণের ভিতরকার দলগুলি পরস্পর কলহ বিবাদে আত্মনিয়োগ করিয়া যে মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে, আশ্‌আরী হাম্বলীর সাথে, হানাফী শাফেয়ীর সাথে আর হাম্বলী শাফেয়ীর সাথে যেসকল সংঘর্ষ বাধাইয়াছে, যদি তাহার বিবরণ তোমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িয়া দেখ, তাহা হইলে আমার কথার সত্যতা তোমরা নিজেরাই উপলব্ধি করিবে যে, তাতারী অভিযান দ্বারা মুছলিম সাম্রাজ্যসমূহের বিধ্বস্তির প্রধানতম কারণ ছিল হানাফী ও শাফেয়ীদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। তাতারীগণের আক্রমণের ফলে ইছলামী শক্তির বুনয়াদ যে ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে পরবর্তী কালে আর তাহার সংশোধন হয় নাই। তাতারীগণের অভিযানকেই অনেকে ইয়াজুজ মাজুজের [Gog-Magog] অভ্যুদয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—মুহাবিরাৎ ৫৬ পৃঃ।

ছৈয়েদ ছাহেব তাঁহার অমূল্য তফছীর আল মানারে লিখিয়াছেন যে, বাগদাদের ইতিহাস পাঠ কর— তাতারী অভিযানের দুর্ঘটনা, যাহার ফলে পৃথিবীতে মুছলিম গৌরবের ভিত্তি প্রকম্পিত হয় এবং মুছলিম সাম্রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহার অন্যতম কারণ ছিল হানাফী শাফেয়ী কলহ এবং খলীফার শিয়া মন্ত্রী ইবনুল আলকামী। এই মন্ত্রী পুঙ্গব ছুন্নীগণের নিধনকল্পে তাতারী নর-রাক্ষসদিগকে ৬৫৮ হিজরীতে খিলাফতে ইছলামীয়ার রাজধানী বাগদাদে ডাকিয়া আনে। কিন্তু তাতারীরা যখন বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল তখন তাহারা শিয়া অ-শিয়া সকলকেই নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। ইবনুল আলকামীকে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য স্বয়ং হালাকু খঁ তিরস্কার করিয়াছিল এবং ইবনুল আলকামী তাহার অভিশপ্ত জীবনের দুর্ভাবনায় অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল— তফছীর (৩) ১০ পৃঃ।

সাধক প্রবর শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী (৮৯৮—৯৭৩) হানাফী ও শাফেয়ীদের গৃহ বিবাদ সম্পর্কে এক চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন যে, হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে যাহাতে প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক বিতর্ক ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করার শক্তি কমিয়া না যায়, তজ্জন্য উভয় ফিরকার লোকেরা তাহাদের মণ্ডলবীগণের ফতওয়া সূত্রে রামাযান মাসে রোযা রাখিত না। মীযান (১) ৪৩ পৃঃ।

ঐতিহাসিক আফীফ ইয়াফেয়ী (মৃঃ ৭৬৮ হিঃ) ইছলাম জগতের তৎকালীন দুরবস্থায় মর্মাহত হইয়া লিখিয়াছেন, হায় দুরদৃষ্ট! ইছলাম কি ভয়াবহ বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে! এবং হানাফী-শাফেয়ী ও অনুরূপ কলহ সমূহের কি হৃদয়-বিদারক পরিণতি ঘটিয়াছে! প্রত্যেকটি দল যে মযহবের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহার গোঁড়ামীতে অন্ধ হইয়া স্বীয় দলভুক্ত দুশ্চরিত্রদিগকে অকপট সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে, আর অন্য মযহবের যাহারা প্রকৃত সাধুসজ্জন, তাহাদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াগিয়াছে অথচ দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দুষ্কার্য্যকে তাহারা সত্যপরায়ণতা ও সত্যের সহায়তা বলিয়া ধারণা করিতেছে। কিন্তু আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ـ

www.ahlehadeethbd.org

ভাবে ধারণ করিয়া শক্তিমান হও এবং বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত হইওনা— আলে ইমরান ১০৩ আয়ত। আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, যেসকল ব্যক্তি তাহাদের দীনকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে এবং নিজেরা বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, হে রছুল (দঃ) তাহাদের কার্যকলাপের সহিত আপনার কোন সংশ্রব নাই—আল্ আনআম ১৫৯। ইয়াফেয়ী বলিতেছেন, আমাদের যুগে এই মহাঅনর্থ অধিকাংশ দেশে—ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহার জন্য আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فى شئ –

বাগদাদের পতন কাহিনী

তাতারী নর-রাক্ষসদের সেনাপতি তিমুজেন ৬০১ হিজরীতে চেঙ্গীস্ খান উপাধি ধারণ করেন। ৬১৪ হিজরীতে তিনি খোওয়ার্যম অধিকার করিয়া লন এবং ৬২২ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চীনের মঙ্গোলিয়া হইতে উত্থিত হইয়া এই নর-রাক্ষসরা পঙ্গপালের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় সমগ্র এশিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। চেঙ্গীস্ মধ্য-এশিয়ার উপরিভাগে খোওয়ার্যম বা খীবা পর্যন্ত হানা দিবার পর মুছলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। চেঙ্গীসের সাম্রাজ্য যখন তদীয় পৌত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হয় তখন মধ্য এশিয়া ও তৎসংলগ্ন দেশগুলি হালাকু খাঁর ভাগে পড়ে কিন্তু হালাকু খানও তাঁহার নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে পা বাড়াইতে সাহসী হন নাই। দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত "খিলাফতে ইছলামীর" গৌরব ও প্রতাপের প্রভাব তখনও কাহারও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই কিন্তু আকস্মিক ভাবে এমন এক কাণ্ড মুছলিম সাম্রাজ্যের ভিতর সংঘটিত হইল যে, মুছলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ভূমির রুদ্ধ দ্বার হালাকুর সম্মুখে আপনা আপনি খুলিয়া গেল! খোরাছানে বাগদাদের মত হানাফী ও শাফেয়ীদের ভিতর তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছিল। তুছ সহরের হানাফীরা শাফেয়ীদের জিদে পড়িয়া হালাকু খাঁকে আমন্ত্রিত করিল এবং নিজেরাই নগরের সিংহদ্বার তাতারী বাহিনীর জন্য মুক্ত করিয়া দিল কিন্তু তাতারীদের তরবারি যখন নিষ্কাশিত হইল তখন তাহারা শাফেয়ীদের সঙ্গে হানাফীদিগকেও রেহাই দিলনা, হানাফী ও শাফেয়ী সকলকেই তাহারা তুল্য ভাবে নিঃশেষিত করিয়া—ফেলিল – তরজুমানুল কোরআন (শরহে নহ্জুল বালাগত, ইবনে আবিল হদীদ (২) ৪৯৩ পৃঃ।

খোরছানের পতন বাগদাদ অভিযানের পথ মুক্ত করিয়া দিল।

হালাকুর মন্ত্রী ছিলেন খওয়াজা নছীরুদ্দীন তুছী (মৃঃ ৬৭২ হিঃ) আর বাগদাদে খলীফা মুছ্তাছ'ম বিল্লাহ্র (৫৮৮—৬৫৬) মন্ত্রী ছিলেন ইব্নুল আল্কামী (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ)। উভয় মন্ত্রী অত্যন্ত গোঁড়া শিয়া এবং ছুন্নীগণের প্রতি ভীষণ ভাবে বিদ্বিষ্ট ছিলেন। নছীরুদ্দীন তুছী ইতিপূর্বে আলমুৎ দুর্গে ইছমায়ীলী রাফেযীদের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কুখ্যাত ইছলাম বিদ্বেষ হালাকুর নৈকট্য লাভের পক্ষে তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল। তাহাদের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় একদিকে যেমন হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য বিরাট আকারে প্রস্তুত হইতেছিলেন, অন্যদিকে ইব্নুল আলকামীর বিশ্বাসঘাতকার ফলে বাগদাদে সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা কমাইয়া মাত্র দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত করা হইয়াছিল— ইব্নে কছীর (১৩) ২০১ পৃঃ। প্রফেসর ব্রাউন তবাকাতে নাছেরীর বরাতে খলীফার মোট সৈন্য সংখ্যা ২ লক্ষ লিখিয়াছেন, Literary History (২) ৪৬১ পৃঃ। ইব্নে খলদুন লিখিয়াছেন, ইব্নুল আলকামী তদীয় বন্ধু আরবলের ছুলতান ইব্নুছ-ছলায়াকে লিখেন যাহাতে তিনি হালাকু খাঁকে বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেন। হালাকু আলমুৎ দুর্গ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অব্যবহিত কাল পূর্বে ইব্নুল আলকামীর এই পত্র তাঁহার হস্তগত হয়— ইব্নে খলদুন (৫) ৫৪ পৃঃ। ব্রাউন লিখিয়াছেন বাগদাদ অভিযানে যে সকল ব্যক্তি হালাকুর সাহচর্য্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে—সিরাজের আবু বকর বিনে ছা'দ জঙ্গী (শেখ ছা'দী

www.ahlehadeethbd.org

যাঁহার নামে তদীয় গুলিস্তাঁ নামক গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন), মছুলের বদরুদ্দীন লুলু, তদীয় মন্ত্রী আতা মালিক জোওয়ায়নী এবং নছীরুদ্দীন তুছী প্রভৃতি— ব্রাউন (২) ৪৬০ পৃঃ। মছুলের শাসনকর্তা লুলু হালাকুর জন্য অভিযানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে গোপনে খলীফাকেও হালাকুর দুরভিসন্ধির কথা জানাইয়াছিলেন কিন্তু ইবনুল-আলকামী সে কথা খলীফাকে আদৌ জ্ঞাপন করেন নাই। তিনি হালাকুর নিকট স্বীয় ভ্রাতা ও জনৈক ক্রীতদাসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হালাকুর সহিত তাঁহার শর্ত হইয়াছিল যে, হালাকুর প্রতিনিধি স্বরূপ বাগদাদের সিংহাসনে তিনি স্বয়ং উপবেশন করিবেন। এই শর্ত মানিয়া লইলে বাগদাদ অধিকার করার জন্য হালাকুকে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না বলিয়া ইবনুল আলকামী তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সমস্ত আয়োজন ঠিক ঠাক হওয়ার পর ইবনুলখোয়ার্যমীর পুত্র হালাকুর নিকট অর্থ ও খাদ্য প্রাণী সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া লোক প্রেরণ করেন। মছুলের ছুলতানের সঙ্গে তদীয় পুত্র ছালেহ ইছমায়ীলও হালাকুর সহযাত্রী হইয়াছিলেন—ইবনুল ইমাদ (৫) ২৭০ পৃঃ। ইবনে কছীর ইবনুল ইমাদ ও ছৈয়ূতী প্রভৃতি তাতারী সৈন্য দলের সংখ্যা দুই লক্ষ বলিয়াছেন কিন্তু শিয়া ঐতিহাসিক ইবনে তবাতবা, যিনি ইবনুত্‌তিক্‌তিকী নামে—প্রসিদ্ধ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, তাতারী সৈন্য দলের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার ছিল—ইবনে কছীর (১৩) ২০০ পৃঃ, ফখরী ৩০০ পৃঃ। ব্রাউন এক লক্ষ দশ হাজার সৈনিকের কথা লিখিয়াছেন— History (২) ৪৬১ পৃঃ। হালাকুর সৈন্যদল কাঁচির আকারে দুই দিক দিয়া বাগদাদের উপর চড়াও করে। হালাকু স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী লইয়া পূর্ব দিক দিয়া সোজাসুজি অগ্রসর হইতে থাকেন। আর এক দল বায়ুনয়ানের সেনাপতিত্বে পশ্চিম দিক হইতে বাগদাদের উপর চড়াও করার উদ্দেশ্যে—তক্‌রীতের পথ ধরিয়া আগুয়ান হইতে থাকে। খলীফার পক্ষ হইতে হালাকুর প্রতিরোধকল্পে খলীফার সেক্রেটারী মুজাহেদুদ্দীন আইবেক, যিনি দওয়েদার ছগীর নামে প্রসিদ্ধ তিনি এবং মালীক ইযযুদ্দীন বিনে ফতহুদ্দীন অগ্রসর হন এবং মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে হালাকুর অগণিত ধ্বংস বাহিনীর প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু রাত্রিযোগে তাতারীরা চৈনিক ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে দজলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার ফলে বাগদাদ নগরী প্লাবিত এবং খলীফার সৈন্য বাহিনী পরাভূত হয়।

দওয়েদার ও ইযযুদ্দীন প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া খলীফাকে নৌকাপথে বহরায় পলায়ন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ইবনুল আলকমী তাহাতেও বাধা প্রদান করিলেন—ব্রাউন (২) ৪৬১ ও ৪৬২ পৃঃ।

যহবী ও ইবনুল ইমাদ লিখিয়াছেন যে, হালাকুর সহিত সন্ধির কথা আলোচনা করিবেন এইরূপ ভান করিয়া ইবনুল আলকামী একক ভাবে হালাকুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু ইবনেকছীর তাঁহার ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, ইবনুল আলকামী স্বীয় পরিবারবর্গ ও দাস দাসী সমভিব্যহারে হালাকুর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে কোন ক্রমেই সন্ধি স্থাপিত হইতে না পারে খওয়াজা—নছীরুদ্দীন তুছী সহ তিনি হালাকুকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলে—দুওয়ালুল ইছলাম (২) ১২২ পৃঃ; শযরাত (৫) ২৭১ পৃঃ; ইবনে কছীর (১৩) ২০১ পৃঃ।

যহবী ও ইবনুল ইমাদ লিখিয়াছেন যে, ইবনুল আলকামী হালাকুর নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খলীফা মুছতা'ছিমকে বলিলেন যে, হালাকু খাঁ সন্ধির জন্য সম্মতি দিয়াছেন এবং খলীফার পুত্র আমীর আবুবকর আহমদের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। সন্ধির শর্ত এই যে, খলীফার পূর্ব পুরুষগণ যেরূপ 'ছেলজুকী'দের অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, খলীফাকেও তদ্রূপ হালাকুর অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইবনে কছীর বলিয়াছেন যে, সন্ধি শর্তের মধ্যে ইরাক প্রদেশের অর্ধেক রাজস্ব হালাকুকে প্রদান করিবার কথাও ইবনুল আলকামী খলীফাকে শুনাইয়াছিলেন। ইবনুল—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আলকামীর প্রস্তাব অনুসারে বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খলীফা তাঁহার নিকট আত্মীয় এবং কাযী, মুফ্‌তী, ছুফী ও নেতৃস্থানীয় উমারা এবং রাজ-প্রতিনিধিগণের মোট সাত শত অশ্বারোহী সহ—হালাকুর দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন কিন্তু ১৭ জন ছাড়া খলীফার সহিত কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইল না, পক্ষান্তরে খলীফা হালাকুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উল্লিখিত সাত শত বিশিষ্ট ও নির্বাচিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে হত্যা করা হইল, স্বয়ং খলীফার সহিত হালাকু খাঁ অতিশয় অপমান সূচক ব্যবহার করিলেন। খলীফা লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তিত হইলেন। খওয়াজা নাছীরুদ্দীন তুছী ও ইবনুল—আলকামীও খলীফার সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদে আসিলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে খলীফা রাজ-কোষের সমুদয় স্বর্ণ, হীরক এবং মূল্যবান সামগ্রীসহ পুনরায় হালকুর নিকট উপস্থিত হইলেন— ইবনে কছীর (১৩) ২০১ পৃঃ।

ঐতিহাসিক ইবনেকছীর লিখিয়াছেন যে, শিয়া মন্ত্রীদ্বয়ের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার ফলে খলীফা মুছ্‌তা'ছিমের শত অনুনয় বিনয় ও অনুরোধ উপরোধ স্বত্বেও হালাকু তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেননা। মন্ত্রীরা হালাকুকে বুঝাইয়াছিলেন যে, সন্ধি কদাচ স্থায়ী হইবেনা এবং দুই এক বৎসর যাইতে না যাইতেই খলীফা বিদ্রোহ করিবেন। উক্ত দুই ইছলাম-বিদ্বেষী শিয়া মন্ত্রীর উস্কানীর ফলেই শেষ পর্যন্ত হালাকু খলীফা মুছতা'ছিমের প্রাণ ভিক্ষা দিতেও রাজী হইলেন না, ইছলাম জগতের খলীফাকে অতিশয় নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইল। যহবী, ইবনে কছীর, ইবনুল ইমাদ, ছৈয়ূতী প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, হিংস্র তাতারীগণ লাথি মারিতে মারিতে খলীফা মুছতা'ছিমকে হত্যা করিয়াছিল। ইবনে খলদুন বলিয়াছেন, খলীফাকে চটের বস্তায় পুরিয়া কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল— ইবনে-খলদুন (৫) ৫৪৩ পৃঃ।

৬৫৬ হিজরীর ১২ই মুহাররম হালাকুর সৈন্য দল বাগদাদে প্রবেশ করে এবং ১৪ই ছফর বুধবার—খলীফাতুল মুছলেমীন শহীদ হন। ইব্‌নুত্ তিক্‌তিকীর মতে শাহাদতের তারীখ ছিল ৪ঠা ছফর। খলীফার দুই পুত্র আমীর আবুবকর আহমদ ও আবুল ফাযায়েল আবদুর রহমানকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়া তাতারী নর পিশাচের দল খলীফার কন্যা ও পুর মহিলাগণকে দাসীতে পরিণত করে—ফখরী, ৩০১পৃঃ।

প্রফেসার ব্রাউন লিখিয়াছেন যে, বাগদাদে তাতারীদের হত্যা-উৎসব আটদিন পর্যন্ত চলিতে থাকে ও আটলক্ষ নাগরিক নিহত হয়। হালাকুর বাগদাদে প্রবেশের দিন হইতে খলীফার শাহাদত পর্যন্ত ৩৩ দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল কিন্তু ইবনে কছীর ও ইব্‌নুল ইমাদ লিখিয়াছেন ৪০ দিবস আর যহবী বলিয়াছেন ৩৪ দিবস। দিবস এবং রাত্রি সকল সময় অবাধ ভাবে হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। নিহতদের সংখ্যা ইব্‌নে খলদুনের বর্ণনা সূত্রে তেইশ লক্ষ, যহবী ও ইব্‌নুল ইমাদের কথাসূত্রে আটাশ লক্ষ, ইব্‌নেকছীর তাঁহার ইতিহাসে আট লক্ষ হইতে চল্লিশ লক্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ উক্তি উধৃত করিয়াছেন। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। যাহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহকোণে লুকাইয়া ছিল দুয়ার ভাঙ্গিয়া অথবা গৃহে আগুন লাগাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। উচ্চ দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে নালী দিয়া রক্তের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। হযরত আব্বাছের বংশধরগণের সকল সন্তানকে কবরস্তানে সমবেত করিয়া ছাগলের মত যবেহ্ করা হইয়াছিল। খলীফার কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক এবং তিন কন্যা ফাতিমা, খাদিজা, মরিয়ম এবং রাজ প্রাসাদ হইতে সহস্রাধিক কুমারীকে নর পিশাচের দল দাস দাসীতে পরিণত করিয়া ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পথে ঘাটে সম্ভ্রান্ত মুছলিম পুরমহিলাগণের সহিত নর পশু—তাতারী সৈন্য প্রকাশ্য ভাবে বলাৎকার করিয়া বেড়াইতেছিল। হত্যাকাণ্ড ও বলাৎকারে তাহারা শিয়া ছুন্নী ও হানাফী শাফেয়ী কাহাকেও বাদ দেয় নাই। ইমাম ইবনে জওযীর পুত্র ইমাম মহীউদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইউছুফ এবং তাঁহার তিন পুত্র আবদুল্লাহ, আবদুর-রহমান ও আবদুল করিম, মুজাহেদুদ্দীন আইবেক, শিহাবুদ্দিন ছুলায়মান শাহ এবং খলীফার উছতায্ শায়খুশ্ শয়খ ছদরুদ্দীন আলী এবং ছুন্নী উলামা, ফকীহ, মুহাদ্দেছ, হাফিয ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া বাছিয়া হত্যাকরা হইয়াছিল। সমস্ত নগর অগ্নিদগ্ধ, মছজিদ, মাদরাছা, কলেজ ও খানকা প্রভৃতি শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। ছয় শতাব্দী ধরিয়া বাগদাদে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে অমূল্য গ্রন্থ ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছিল, তাতারী বর্বরের দল এক সপ্তাহের ভিতর সমস্তই দজলার বুকে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষ পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কছীর লিখিয়াছেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ছিল যখন তাহা ঘটিয়া শেষ হইল এবং চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল তখন ইছলাম জগতের কেন্দ্র মহানগরী বাগদাদ শুধু ধ্বংসস্তূপের আকারে অবশিষ্ট ছিল, কদাচিৎ লোক দৃষ্টিগোচর হইত। পথে ঘাটে শব দেহগুলি ঢিপির মত থাক্ লাগিয়া পতিত ছিল। বৃষ্টির দরুণ লাশগুলি পচিয়া আকাশ ও বাতাস দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। বায়ু দূষিত হওয়ায় ভীষণ মড়ক দ্রুত বেগে বিস্তার লাভ করিতে-ছিল এবং ছিরিয়া পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইরাক ও শামের অধিবাসীবৃন্দ একযোগে দুর্ভিক্ষ, মহা-মারী এবং মৃত্যুর কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—ইবনে-কছীর ২০২—২০৫ পৃঃ; শযরাত (৫) ২৭০ পৃঃ; ইবনে খলদুন (৫) ৫৪৩ পৃঃ ও দুওয়ালুল ইছলাম (২) ১২২ ও ১২৩ পৃঃ।

প্রফেসর ব্রাউনের ভাষায় বাগদাদের পতন কাহিনী শেষ করিব :— বাগদাদের লুণ্ঠন কার্য ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারীখে আরম্ভ হয় এবং সপ্তাহকাল চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আট লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে বাগদাদ মহানগরী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আব্বাছী খলীফাগণের বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তাহার সমুদয় ধনসম্ভার এবং সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ যাহা দীর্ঘকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল সমস্তই লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তাতারীদের দ্বারা মুছলিম সংস্কৃতির যে মহা সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল পরবর্তী যুগে তাহা কখনও পূরণ হইতে পারে নাই। এই ক্ষতির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব এবং কল্পনার অতীত! কেবল যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজী সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়া-ছিল তা নয়, অগণিত বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর বিনাশ সাধন দ্বারা অথবা রিক্ত হস্তে শুধু প্রাণ লইয়া তাঁহাদের পলায়ন করার দরুণ মৌলিক গবেষণার পদ্ধতি এবং সঠিক রেওয়াত সমূহের ছনদগুলি যাহা আরাবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিরাট ও মহান সভ্যতাকে এত শীঘ্র আগুনে ভস্মীভূত ও রক্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবেনা।

বাগদাদের বাহিরে

তাতারী অভিযানের ফলে ইছলামী সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহার মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

৬১৭—৬১৮ হিজরীতে নিম্নলিখিত দেশ ও নগরগুলি বিধ্বস্ত হয়। ছমরকন্দ, বুখারা, খোরাছান, খোওয়ারযম, রয়, হমদান, আযরবাইজান, দরবন্দ-শিরওয়ান, কযবীন, তবরেয, মরাগান, মরাগা, আর-বল্, ছলফান, তিরমিয, বলখ নাছা, নেশাপুর, মরও, হিরাত, বামীয়ান।

৬২০—৬২১ হিজরীতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি আক্রান্ত ও পুনরাক্রান্ত হয় :—কিপচাপ, কুম, কাশান, তুরিয, রয়, হমদান।

৬২৪ হিজরীতে ইস্ফাহান বিধ্বস্ত হয়। ৬২৮ হিজরীতে খোরাছান, আযরবাইজান ও মুরাগা পুনরাক্রান্ত হয় এবং মার্দীন ও আছআর্দের পতন ঘটে। ৬২৯ হিজরীতে শহরযোরের পতন হয়।

৬৩৩—৬৩৪ হিজরীতে নিম্নলিখিত নগরগুলি পুনরাক্রান্ত এবং নূতনভাবে আক্রান্ত হয় : ছমরকন্দ শিরওয়ান, আবরন, মছুল।

৬৩৫ হিজরীতে দকুকা বিজিত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

৬৪১ হিজরীতে ইউরোপের কতকঅংশ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

৬৫০ হিজরীতে দেয়ারে বক্‌রের নছিবয়েন ও সঞ্জার প্রভৃতি অধিকৃত হয়।

৬৫৫ হিজরীতে মছুল পুনরাক্রান্ত হয়।

৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের পতন হয়।

৬৫৭ হিজরীতে আরবল পুনরাক্রান্ত, ময়াফার্কিন ও হাররান বিধ্বস্ত হয়।

৬৫৮—৬৫৯ হিজরীতে বিরা ও হলব অধিকৃত হয়।

৬৬০ হিজরীতে মছুল পুনরাক্রান্ত হয়।

ইছলাম জগতের বিধ্বস্তির উপরিউক্ত তালিকা হালাকুর মৃত্যু পর্যন্ত শেষ করা হইল। ৬৬২ হিজরীতে হালাকুর মৃত্যু ঘটে। যতগুলি স্থান তাতারী নর রাক্ষস দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল সমস্ত গুলিই সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত এবং নরনারী নির্বিশেষে সমুদয় অধিবাসী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। খোওয়ার্যম সহরে বারলক্ষ মুছলিম নরনারীকে হত্যা করা হয়, ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত সাধক শায়খুল ইছলাম নাজিমুদ্দিন কুবরা অন্যতম। ৬২৮ হিজরীতে খোরাছানে জন প্রাণীর বসবাস করার উপায় ছিলনা। নেশাপুরে নিহত অধিবাসী বর্গের মস্তক ছেদন করিয়া স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের মাথার খুলির পৃথক পৃথক তিনটি পিরামিড প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মর্‌ও নগরে তের লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়, যাহারা পলায়ণ করিয়া বাঁচিয়াছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাদিগকে নিঃশেষিত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিহতদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। বামীয়ান নগরীতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত ঘাস জন্মিতে পারে নাই, সমস্ত সহর জনমানব শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন আতা মালিক জুওয়ায়নী তাঁহার 'জাহাঁকুশা' নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুছলমান দেশ সমূহে হাজার করা একজন লোকেরও প্রাণ রক্ষা হয় নাই— Brown's History (২) ৪৩৯ পৃঃ।

জাতীয় জীবনের উল্লিখিত ভয়াবহ বিপর্যয় এবং সংকটের মূল কারণ ছিল মুছলমানদের গৃহ বিবাদ এবং এই গৃহ বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল মযহবী কোন্দল এবং তক্‌লীদ পরস্তদের গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ! দুঃখের বিষয় এত বড় আঘাতের পরও মুসলমানগণ সমবেত ভাবে চৈতন্য লাভ করিতে পারেন নাই এবং ইহার নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ আজ তাতারী অভিযানের স্থানে নাস্তিকতা ও জড়বাদের যে ছয়লাব সমগ্র ইছলাম জগতকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার প্রতিকার কল্পে মুছলমানগণ কোরআন ও ছুন্নতের মর্মকেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাতীয় জীবনকে সংহত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হইতেছেননা। والله المستعان

ভ্রম সংশোধন

প্রুফ সংশোধনের ত্রুটি নিবন্ধন ৪র্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় **ফির্কাবন্দীর উত্থান** নিবন্ধের এক স্থানে বড় অক্ষরে ছাপা হইয়াছে **জন্মগ্রহণ করেন নাই**—১২৮ পৃঃ; ২য় কলাম, ২৯ পংক্তি। কিন্তু সঠিক ভাবে পাঠ করিতে হইবে—**মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই**। মুদ্রা-রাক্ষস কর্তৃক সংঘটিত এই প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত—সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তান কোন্ পথে ?

মোহম্মদ আব্‌দুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী

نه هرکه طرف کلاه کج نهاد و تند نشست'
کلاه داری و آئین سروری داند !

টুপির পার্শ্বদেশ বংকিম ভংগীতে
মস্তকে স্থাপন করিলে আর গাল
ফুলাইয়া বসিতে পারিলেই যেকোন
ব্যক্তি মুকুট ধারণের উপযোগী আর
শাসন সংবিধানের পণ্ডিত
রূপে গন্য হয়না —হাফেয।

পাকিস্তান ডিক্টেটরশিপের পথে আগাইয়া চলিয়াছে না ডিমোক্রেসীর পথে, ইহা উপলব্ধি করা কিছুদিন হইতে সত্যই অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে মরহুম কায়েদে আ'যমের নেতৃত্বে মুছলমানরা পাকিস্তানের যে লড়াই জিতিয়া লইয়াছিল পাকিস্তানের কোন কোন শাসনকর্তা ও নেতাদের কাছে এতদিন পর আজ তার ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অনেকের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইতেছে। রাজ্যশাসনের ছকে দাবার গুটিগুলি যে কাহার নিপুণ ও অদৃশ্য হস্ত চালাইয়া যাইতেছে, তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছেনা। কারণ যে তেলেছমাতি শাসনপদ্ধতি পাকিস্তানে অবলম্বিত হইয়াছে তাহা যেমন ইছলামী সমাজ-ব্যবস্থার বিপরীত, তেমনি পৃথিবীর সুপরিচিত গণতান্ত্রিক বিধানের সংগেও তার সামঞ্জস্য নাই।

মুআবিয়ার আক্রোশে পড়িয়া যেমন কতকগুলি লোক হয্রত আলীর পংক্তিতে দাঁড়াইয়াছিল, অথচ হয্রত আলীর প্রতি তাহাদের তিলার্ধ পরিমাণও মমত্ববোধ ছিলনা, ঠিক সেইরূপ কতকগুলি লোক বর্তমান সরকারের পিঠ চাপড়াইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা ইহা উত্তমরূপে অবগত আছি যে, বর্তমান সরকার ও তাহার কার্যকলাপে তাঁহারাও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন।

জনপ্রিয় সরকার (Popular Government) বলিতে কি বুঝায় ? জনগণের মনোনীত যে সরকারের উপর এবং যাহার কার্যকলাপের উপর জনগণমনের পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে, রাজনীতির ভাষায় তাহাকেই জনপ্রিয় সরকার বলা হয় আর আস্থা বা বিশ্বাসের লক্ষণ স্বরূপ সরকারের কার্যকলাপে জনগণের পূর্ণ সম্মতি থাকা আবশ্যক। যে সরকারের পিছনে জনমণ্ডলীর এই সম্মতি ও সমর্থন নাই, যে সরকারের আদেশ নিষেধ এবং আইন কানুন জনগণের আশা ও আকাংখার বিপরীত, সে সরকার আর তাহার রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্যে নৈকট্য, সহানুভূতি ও অংগাংগি সহযোগের পরিবর্তে ক্রমশঃ দূরত্ব, — ঔদাসীন্য আর অসন্তোষের ভাব বাড়িয়া চলিবেই। দূরত্ব ও বিরোধের কারণগুলি সুদূর প্রসারী কিন্তু সূচনা মনস্তাত্ত্বিক আকারেই সংঘটিত হয় এবং সাধারণ দৃষ্টিতে উহা পরিলক্ষিত হয়না। যে সরকার অসন্তোষের অদৃশ্যমান বিষয়বস্তুগুলি দূরদৃষ্টির সাহায্যে নিরীক্ষণ করিতে এবং সময় থাকিতে প্রতিকার করিতে সক্ষম হন, সে সরকার প্রকৃতই জনপ্রিয় ও সুযোগ্য আর যাহারা জনগণের মনের স্পন্দন বুঝিতে পারেননা, তাহাদের করুণ ক্রন্দনকে ঢাক ঢোল, শান শওকৎ, বাহ্বাড়ম্বর, ভাড়াটিয়া জয়ধ্বনির কলরব, রকমারি অর্ডিন্যান্স আর মিলিটারী শাসনের জগদ্দল দিয়া ডুবাইয়া রাখিতে চান, সে সরকার শুধু— মোহাম্মদ শাহ রঙ্গীলারই বংশাবতংশ নহেন, বরং অত্যন্ত দুর্ভাগা ও নির্বোধও বটেন! নিজের মনকে চোখ ঠারা কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়! জনগণের উদাসীনতা ও নৈরাশ্যের সুযোগ লইয়া যে সরকার যদৃচ্ছ কার্যকলাপে ব্রতী হন তাঁহারা নিজেদের পায়েই কুঠারাঘাত করেন। অসন্তোষ ও নৈরাশ্যের দুষ্ট ব্রণ যখন পুরাপুরি পাকিয়া উঠে, তখন

www.ahlehadeethbd.org

সরকারের সংগে জনগণের পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধিত হয় আর একের আওয়ায অন্যের আদৌ শ্রুতিগোচর বা বোধগম্য হয়না। এমনি অশুভ পর্যায়ে এক আকস্মিক সন্ধায় রাষ্ট্রের বিশাল সৌধ বাত্যাহত শিকড়হীন মহীরুহের ন্যায় মাটির বুকে লুটাইয়া—পড়ে।

পাকিস্তানের জনক মরহুম কায়েদে আযম এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী শহীদে মিল্লতের সফল নেতৃত্বের নিগূঢ় রহস্য কি? জাতির মানসলোক যুগ যুগান্তর ধরিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া যে বিলাপ করিতেছিল, তাঁহারা সেই নিঃশব্দ ক্রন্দনকে সবাক আর্তনাদে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। জাতির হৃদয়ের মূক আশাকে তাঁহারা ভাষার রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। নৈরাশ্যের তমসাচ্ছন্ন নিশীথে — কায়েদে আযম দিশাহারা জাতির হস্তধারণ করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"মুছলিম জাতির মনস্তত্ব ও ঐতিহ্য, তাহাদের জাতীয়তার স্বরূপ, তাহাদের হছ্‌তীর উদ্দেশ্য এবং তাহাদের ধর্ম সমস্তই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধরণের! অন্যান্য জাতির মানসিক কাঠাম ও দৃষ্টিভংগীর সহিত মুছলমানদের ভাবধারা ও দৃষ্টিভংগীকে খাপ খাওয়াইবার উপায় নাই। অতএব মুছলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে হিন্দুস্থান রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পৃথক পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য!"

১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ তারীখে মরহুম লিয়াকত আলী খান বিশ্ববিশ্রুত **"উদ্দেশ্যপ্রস্তাব"** গণপরিষদ উপস্থিত করার সময়ে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার ভিতর জাতির হৃদয়বীণার সুর আরও উচ্চতর গ্রামে অনুরণিত এবং স্পষ্টতর ভাষে ঝংকৃত হইয়াছিল। তিনি—বলিয়াছিলেন—

You would also notice, Sir, that the state is not to play the part of a neutral observer, wherein the Muslims may be merely free to profess and practice their religion, because such an attitude on the part of the state would be the very negation of the ideals which prompted the demand of Pakistan and it is these ideals which should be the corner stone of the state which we want to build. The state will create such Conditions as are conducive to the building up of a truly Islamic society, which means that the state will have to play a positive part in this effort. You would remember, Sir, that the Quaidi Azam and other Leaders of the Muslim League always made unequivocal declarations that the Muslim demand for Pakistan was based upon the fact that the Muslims had a way of life and a code of conduct. They also reiterate the fact that Islam is not merely a relationship between the individual and his God, which should not in any way, affect the working of the state. Indeed, Islam lays down specific directions for social behaviour and seeks to guide society in its attitude towards the problems which confront it from day to day. Islam is not just a matter of private beliefs and conduct, it expects its followers to build up a Society for the purpose of " Good life " as the Greeks would have called it, with this difference that Islamic Good life is essentially based upon spiritual values. For the purpose of emphasizing these values and to give them validity, it will be necessary for the state to direct and guide the activities of the Muslims in such a manner as to bring about a social order based upon the essential principles of Islam including the principles of democracy, freedom, tolerence and social justice "

[Fundamentals of Freedom, produced by the Govt. of Pakistan. Karachi.]

" মুছলমানরা স্বীয় ধর্মের প্রচার ও আচরণের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিনা, রাষ্ট্রের কর্তব্য—কেবল সেইটুকু নিরপেক্ষ দর্শকের মত দেখিয়া যাওয়া নয়। কারণ যে সকল মতবাদের ফলে পাকিস্তান লাভ করা সহজসাধ্য হইয়াছিল, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ দর্শকের অভিনয় দ্বারা উক্ত মতবাদসমূহের অস্বীকৃতিই সাব্যস্ত হয়। অথচ যে পাকিস্তান আমরা নির্মাণ করিতে চাই, উল্লিখিত মতবাদ গুলিকেই তার—ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে একটি সত্যকার ইছলামী সমাজ গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয়। একথার তাৎপর্য এই যে, এই প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রকে—সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে, মরহুম কায়েদে আযম এবং মুছলিম লীগের

www.ahlehadeethbd.org

নেতৃবর্গ সর্বদা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন মুছলমানদের পাকিস্তান দাবীর বুনিয়াদী কথা — হইতেছে, মুছলমানদের জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি এবং তাহাদের নীতি নৈতিকতার কতকগুলি নির্দিষ্ট সংবিধান। তাঁহারা বারম্বার একথাও বলিয়াছেন যে, মানুষের তাহার সৃষ্টিকর্তার সহিত— শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম ইছলাম নয় আর রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সহিত ইছলামের কোন সম্পর্ক থাকিবেনা, ইহাও সত্যকথা নয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ইছলাম সামাজিকতার কতকগুলি বাঁধাধরা নির্দেশ প্রদান করিয়াছে এবং নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে জাতির আচরণ কিরূপ হইবে তাহার পথও প্রদর্শন করিয়াছে। ইছলাম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের নাম নয়। গ্রীকদের ভাষায় হয়তো বলা যাইতে পারে যে,— "উন্নত জীবনের" উদ্দেশ্যে ইছলাম তাহার অনুসরণকারীগণের নিকট একটি সমাজ গঠন করার দাবী জানাইয়াছে তবে গ্রীক আর ইছলামী উন্নত জীবনের মধ্যে তফাৎ এই যে, ইছলামে উন্নতজীবনের মূল্যমান হইতেছে আধ্যাত্মিক। এই সকল মূল্যমানের গুরুত্ব এবং বৈধতা সাব্যস্ত করিতে হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে মুছলমানগণের আচরণ ও তৎপরতাকে এমনভাবে পরিচালিত করা আবশ্যক হইবে যাহাতে অদূর— ভবিষ্যতে ইছলামী ভিত্তির উপর একটী নূতন সমাজ-ব্যবস্থা রূপপরিগ্রহ করিতে পারে, ইহার সহিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক সুবিচারের নীতিগুলি যুক্ত হইবে।"

ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়া মরহুম লিয়াকত আলী খানের সর্বশেষ বাক্যটীকে আমরা অসংলগ্ন মনে করি, কারণ গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং— সামাজিক সুবিচার ইছলামী জীবন দর্শনের হয় অন্তরভুক্ত না হয় উহার বহির্ভূত বিষয়বস্তু।— এসকল বিষয়ে ইছলামের নিজস্ব কোন দৃষ্টিভংগী থাকিলে ইছলামী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যদিয়াই এ গুলিও রূপায়িত ও সার্থক হইয়া উঠিবে, আর ইছলামী আদর্শের পরিপন্থী হইলে ইছলামের সহিত ওগুলির সংযোগ সাধনের অপচেষ্টা দ্বারা প্রকৃত ইছলামী আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে মাত্র।

উল্লিখিত অসংলগ্নতার হেতুবাদ ইছলামী আদর্শ সম্বন্ধে শহীদে-মিল্লতের রুচিবিকার নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যেসকল কূটনৈতিক ইছলামের "দছতুরে হায়াত" সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ফলে উহার প্রতি বিদ্বিষ্ট, তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ ও আশ্বস্ত করার জন্যই শহীদেমিল্লতকে তাঁহাদের পারিভাষিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দের স্বতন্ত্রভাবে জয়গান করিতে হইয়াছিল, অথচ শহীদে মিল্লতের ন্যায় আমরা এবং সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইহা অবগত আছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইছলামী সমাজের জীবন-দর্শন গণতান্ত্রিকতা, সহিষ্ণুতা, আযাদী ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের যে আদর্শ পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ হাতে কলমে যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখান হইয়াছে এবং যাহার সক্রিয়তা ও সফলতা সম্বন্ধে দ্বিমতের সুযোগ নাই, পৃথিবীর অন্য কোন প্রচলিত বা অপ্রচলিত সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র সংবিধান উহার সহিত তুলনীয় হইবারও যোগ্য নয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, কায়েদে আযম ও শহীদে মিল্লত পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে ইছলামী রূপের কথা পুনঃ পুনঃ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহারই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া এই উপমহাদেশের অখণ্ড মুছলিম জাতি তাহাদের প্রিয় নেতৃবর্গকে সম্মিলিত ভাবে হৃদয়বল্লভ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আশ্বাসবাণীকে বিশ্বাস করার প্রতিফল স্বরূপ লক্ষ লক্ষ মুছলমান কে জীবন ও সম্ভ্রমের কুরবানী প্রদান— করিতে হইয়াছে, অর্বুদ ও শংখ টাকার অর্থ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। এমনকি আজ পর্যন্ত হাজার হাজার নরনারী আশ্রয়হীন ও কপর্দকহীন অসহায় জীবন যাপন করিতেছে।

জাতির মহামাননীয় নেতৃবর্গের পরিত্যক্ত— আসনে উপবেশন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আজ যাঁহারা "ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র মনঃপুত নয়" এবং "ইছলামী

(অবশিষ্টাংশ ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

অগ্রগতির পথে ইন্দোনেশিয়া

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজ

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর আইনানুগ ক্ষমতা হস্তান্তরের পরই স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় শুরু হইয়া যায় প্রকৃত কাজের পালা, আরম্ভ হয় পুনর্গঠন এবং আদর্শের রূপায়ণের দুরূহ কার্য। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাতে বাধা এবং স্বাভাবিক কাজকর্মেই বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই, সমাজদেহের পরতে পরতে নিদারুণ আঘাত হানিয়া সংক্রামক ক্ষত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে যাহা উহার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া গভীরে গিয়াও পৌছিয়াছে। ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, আঘাতের চিকিৎসা এবং ক্ষতের আরোগ্য সাধনের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক পরিকল্পনা লইয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। দেশের লোকদিগকে সমস্যা অবহিত করাইয়া উপযুক্ত কাজে উদ্বোধিত করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সহকর্মীদিগকে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অহরহ ঘুরিতে হইয়াছে। জাতির নিকট প্রেসিডেন্টের "কাজ, কাজ আর কাজের বাণী" পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে। দেশের আপামর জনগণের একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং প্রেরণার উৎস, অসাধারণ বাগ্মি ও অদ্ভুতকর্মা--প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহীম সোয়েকার্ণো বিশেষ ভাবে দেশের প্রতি প্রান্তে, প্রতি কোণে ঘুরিয়াছেন, অন্তর ঢালা দরদ লইয়া জনগণের সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাদের সমস্যা এবং দুঃখের কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনিয়াছেন, সাহস দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, সতর্ক করিয়াছেন, তিরস্কার করিয়াছেন আর সর্বোপরি কাজ আর কাজের উপদেশ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পথও বাৎলইয়া দিয়াছেন। ফলে লোকেরা সত্যই কাজ করিয়াছে, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কাজে জনগণ শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত অকপটে হাত মিলাইয়াছে। এই কাজ ও অগ্রগতির কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নের বর্ণনাগুলিতে পাওয়া যাইবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

জনগণের আর্থিক উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আধুনিক কালে জলে স্থলে এবং নভোমণ্ডলে যানবাহনের সুব্যবস্থা যে কত প্রয়োজন সে কথা বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন করে না। এই যুগে সবদেশেই ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে এই প্রয়োজনের তীব্রতা অনেক বেশী। ইন্দোনেশিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৩০ সহস্রাধিক দ্বীপমালার সমবায়ে গঠিত একটী অদ্ভুত দেশ। দুই একটী বৃহৎ দ্বীপ ব্যতীত প্রায় সমস্তগুলিই খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহে পরস্পর নির্ভরশীল। এই সব দ্রব্যের আদান প্রদান এবং আমদানী রফতানীর জন্য উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম রাখা অপরিহার্য। বিশ্ব সমরের ডামাডোলে এবং স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণের যুদ্ধে এই দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয় তাহার সংস্কার এবং চলাচল লাইন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যে কত প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। ইন্দোনেশিয়ার নূতন গবর্ণমেণ্ট এই তিন চারি বৎসরের মধ্যেই বিধ্বস্ত সেতু এবং রেলওয়েগুলির মেরামত কার্য সম্পন্ন করিয়া নিয়মিত রেল চলাচলের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে যে সব রেলওয়ে বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে ছিল তাহা জাতীয়করণ সম্পন্ন করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় মোট ১০৮২টী ইঞ্জিন চালু ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেখা গেল মাত্র ৪৬৫টি ইঞ্জিন কার্যকরী রহিয়াছে, বাকীগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ এই অল্প সংখ্যক ইঞ্জিন প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সরকার শীঘ্রই এই অভাব পরিপূরণের জন্য চেষ্টিত হন এবং প্রথম কিস্তিতে নেদারল্যাণ্ড হইতে ১০০ খানি ইঞ্জিন ক্রয় করিয়া আনেন। ১০০ খানা প্যাসেঞ্জার গাড়ীও তৎসহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সরবরাহ করেন এবং ১০০০টী ফ্রেইট ক্যাবিনের অর্ডার প্রদান করেন। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে ২৭টী ডিজেল ইলেকট্রিক লকোমোটিভ Disel Electric Locomotive আনয়ণের ব্যবস্থাও করা হয়।

যে সব স্থানে রেল লাইন চালু নাই অথবা করা সম্ভব হয় নাই সরকার সেই সব স্থানে মোটর চলাচলের ব্যবস্থার জন্য প্রাইভেট ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে দেশের উৎসাহী ধনিক শ্রেণী কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বহু মোটর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব কোম্পানী রেলওয়ের ফিডার লাইনগুলি ছাড়াও আভ্যন্তরীণ শড়ক সমূহে যানবাহনের কার্য চালাইতে থাকে। সরকার নিজেও একটি লাইনে তাহাদের নিজস্ব গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে যুদ্ধ ও বিপ্লবপূর্ব কাল অপেক্ষাও দ্বিগুণ সংখক মোটর এখন ইন্দোনেশিয়ার দিকে দিকে চলাচল পূর্বক জনগনের যাতায়াতের সুবিধা ও ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে জাহাজ কোম্পানী গুলি। কারণ মহাসাগরের বুকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য দ্বীপের সমবায়ে গঠিত এই দেশের চলাচল ও আমদানী রফতানির কাজ একমাত্র জাহাজ যোগেই সম্ভব। ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দাগণকে স্বাভাবিক ভাবেই এক দ্বীপ হইতেই অন্য দ্বীপে যাতায়াত এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য সামুদ্রিক যানবাহনের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। দীর্ঘকাল হইতে নৌকা এবং জাহাজ এই যানবাহনের কাজ সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। অতীতে এই দেশবাসী অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। সপ্তদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইন্দোনেশীয় বণিকরা দূরতম বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক কায়েম করিয়াছিল। তাহাদের অর্ণবপোতগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর—মহাসাগরের বুক চিরিয়া পণ্যের আদান প্রদান করিয়া বেড়াইত, এমন কি সুদূর মাদাগাস্কার পর্যন্ত এই সব জাহাজ চলাচল করিত। কালক্রমে বৈদেশিক বাণিজ্য ইন্দোনেশীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অধীনতার যুগে সাড়ে তিনশত বৎসর পর্যন্ত ওলন্দাজ বণিকগণ নিজেদের হাতে এই দেশের বহির্বাণিজ্যের চাবিকাঠি সংরক্ষিত করিয়া রাখে। শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যেই নহে, দেশীজ বাণিজ্যেও দেশীয় বণিকগণ কোণ ঠাসা হইয়া পড়ে। দ্বীপসমূহের মধ্যে পণ্য বিনিময় ব্যবসার পরিচালন ব্যাপারেও সুবিধার বৃহত্তম বখরা শাসকগোষ্ঠির বণিকরাই লুটিয়া লয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্দ্বীপ পণ্য বিনিময়ের দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। দেশীয় সরকার ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যুদ্ধ ও বিপ্লব যুগের অব্যবস্থাগুলি সংশোধনের দিকে তাহারা সর্বাগ্রে মনোযোগ প্রদান করেন। এই ব্যাপারে জনগণের সুবিধা এবং সমগ্র দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনই হয় জাতীয় সরকারের একমাত্র লক্ষ।

এই জন্য সরকার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষায় নিরত প্রধানতম জাহাজ কোম্পানী K. P. M. এর শতকরা ৫১ অংশ নিজেরাই ক্রয় করিয়া লন। সমুদ্রের উপকূল ভাগের জাহাজ চলাচলের দায়িত্ব আপাততঃ প্রাইভেট ফার্মের উপরই ন্যস্ত রাখা হয়। সরকার জাহাজের নাবিকদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য দেশের ভিতর কতিপয় শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া দেন আর উচ্চ টেকনিকাল শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল লোকদিগকে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বশেষ বাহন বিমানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আধুনিক কালে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশীয়ার ন্যায় একটি সুবিস্তীর্ণ দেশের পক্ষে। আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের দায়িত্ব Garude Indonesian Air ways এর উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহার ভিতর সরকারের শেয়ার রহিয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ। কিছু দিন পূর্বে উপস্থিত বিমান সংখ্যার উপর আরও ১৪টি বিমানের অর্ডার প্রদান করা হইয়াছে। বিমান সংক্রান্ত টেকনিক্যাল অভিজ্ঞ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তার জন্য দেশে এবং বিদেশে যোগ্য এবং উৎসাহী যুবকবৃন্দকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খাস করিয়া এই উদ্দেশ্যেই দেশের ভিতর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান প্রতিষ্ঠান International civil aviation organisation (I. C. A, O,) আন্তর্জাতিক কারিগরি সাহায্য সমিতি International Committee of technical Assistance নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় এই ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়াকে প্রভূত সাহায্য করিতেছে।

দেশরক্ষা ব্যবস্থা নৌবাহিনী

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৩০ হাজার দ্বীপের সমবায়ে গঠিত এবং ২২৩০ সামুদ্রিক মাইলের উপকূল বেষ্টিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই যে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী নৌবাহিনীর একান্ত প্রয়োজন, এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রয়োজন সম্পর্কে আর একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার অবস্থিতি সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের আশঙ্কিত বিশ্বযুদ্ধ যদি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও ছড়াইয়া পড়ে (এবং উহা পড়ার সম্ভাবনাই সমধিক,) সে অবস্থায় ইন্দোনেশিয়া উহার নিজস্ব রক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে না পারিলে যে কোন পক্ষ আপন সুবিধার জন্য উহা দখলভুক্ত করার চেষ্টা করিবে ফলে উহার বে-এন্‌তেহা নাজেহাল হওয়ার এমন কি কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা হারাইবারও সমূহ আশঙ্কা দেখা দিবে।

ইন্দোনেশিয়ার শাসকবর্গ এই গুরুতর আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং তাঁহারা তাঁহাদের এতৎসম্পর্কীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও পূর্ণরূপে সজাগ। এই জন্যই তাহাদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী রূপে গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর প্রথম গোড়া পত্তন হয় ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে, যখন পরাজিত জাপানীদের নিকট হইতে কতিপয় ক্ষুদ্রকায় জাহাজ নব গঠিত ইন্দোনেশীয় সরকার ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হন। তারপর হইতে নৌবাহিনীর শক্তি বর্ধনের দিকে তাঁহারা তৎপর হন। কিন্তু পর পর ওলন্দাজদের সহিত যুদ্ধে বৃহত্তর শক্তির মোকাবেলায় পরাজয় বরণের ফলে এই গঠিত নৌ শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। অতঃপর হল্যাণ্ডের নিকট হইতে সরকারী ভাবে স্বাধীনতা হস্তান্তরের সময় হেগের গোল টেবিল বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রের উপর তাহাদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া উহার ওলন্দাজ শাসকগণের নিকট হইতে ৪০টি যুদ্ধ জাহাজ প্রাপ্ত হয়। নেদারল্যাণ্ডের মিলিটারী মিশন নৌ যুদ্ধের কলকৌশল এবং তৎ সম্পর্কীয় কারিকরী শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫১ খৃঃ নেদারল্যাণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে আরও ১৫টি যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করিয়া ইন্দোনেশিয়া তাহার নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। বর্তমানে নৌ-বাহিনীতে বিভিন্ন—সাইজ ও ধরণের ১০০টি যুদ্ধ জাহাজ সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহা আরও বাড়ানর চেষ্টা চলিতেছে। দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র নৌ-বিভাগের ছোট বড় বহু দফ্‌তর স্থাপন করা হইয়াছে। বর্তমানে উহার একটি বৃহৎ অংশ সমুদ্র উপকূলে শান্তিরক্ষা ও স্মাগলিং বন্ধের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। এখন এই নৌবিভাগের মোট দশ হাজার লোক রহিয়াছে। নূতন লোক নিয়োগ ও তাহাদের উপযুক্ত ট্রেণিং এর কাজ অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। দেশের ট্রেণিং ছাড়াও ৫০ জন অফিসার বর্তমানে নেদারল্যাণ্ডে উন্নততর নৌযুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় একটি সুবৃহৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এবং আধুনিক যুদ্ধ সাজের প্রতিযোগিতার যুগে যথেষ্ট বিবেচিত না হইলেও মাত্র কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টায় ইহার বেশী আর কি আশা করা যাইতে পারে?

কৃষি সম্পদ

এইবার ইন্দোনেশিয়ার কৃষি সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাওক। পাক-ভারতের ন্যায় ইহাও—প্রধানতঃ একটি কৃষি প্রধান দেশ। উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের মধ্যে চাউল, তামাক, বেত্র, চা, কাফি, কুইনাইন, টিম্বার, রাবার, নারিকেলের আঁশ, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, আঁক ও মৎসই প্রধান। যে কোন

www.ahlehadeethbd.org

দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে পূর্ণ ভাবে উপকৃত হইতে হইলে, মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা প্রকৃতির—উৎপাদন শক্তির উৎকর্ষতা সাধনের প্রয়োজন হয়। প্রায় চারি শতাব্দী পর্যন্ত সহানুভূতিহীন বিদেশী শাসকবর্গ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে দেশের জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজে লাগানর বিন্দুমাত্রও কোন তাকিদ বা প্রয়োজন বোধ করে নাই। আজ দেশের নিজস্ব সরকার দেশের কৃষি সম্পদসমূহের প্রতি এই রূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রকৃতির অবদান হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে মানুষ লাভবান হতে পারে সে দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ এবং চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইন্দোনেশীয় সরকার তাই এদিকে সর্বপ্রথম যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করেন এবং সাধ্যমত সুবিধা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা সহকারে অগ্রসর হন। কিন্তু কোন দেশের শুধু কৃষিসম্পদ বাড়াইবার চেষ্টাতেই সেই দেশের সমস্যা মিটিয়া যায় না। তাতে বরং নূতন সমস্যাও মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারে। দেশের প্রয়োজন মিটানর পর উদ্বৃত্ত মালগুলি বিদেশে রফতানি করিয়া উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা বিদেশী মুদ্রা অর্জন এবং উহা দ্বারা দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। রফতানি বিদেশের চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর আর আমদানি দেশের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উপরই কমবেশী নির্ভরশীল। সুতরাং বিদেশের চাহিদা ও পণ্য মূল্যের বিষয় না ভাবিয়া দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কেবলই বাড়াইয়া যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শিতার কাজ নহে। কিন্তু যদি কোন দেশে শিল্প গড়িয়া তুলা সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই সম্ভাব্য শিল্পের চাহিদা অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত। ইন্দোনেশীয়া এ পর্যন্ত বড় রকম শিল্পের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। ছোট শিল্প এবং কুটির শিল্পগুলির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকেই বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। উৎপাদন ও শিল্পবিস্তার এবং আমদানি ও রফতানির নীতি ও কার্যক্রম উপরোক্ত বিবেচনায় বাস্তবতার দৃষ্টি কোন হইতেই নির্ধারিত হইতেছে। কিন্তু চাউল ও মৎস্যের ন্যায় ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দুই আহার্য বস্তুর বিবেচনা স্বতন্ত্র। দেশবাসীর নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিপুষ্টির জন্য এই দুই বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। আমাদের সহিত এই দুই প্রধান আহার্য দ্রব্যের পূর্ণ মিল—রহিয়াছে, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধান্য চাষ

ইন্দোনেশিয়ার ধানচাষের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে আমাদের দেশের ন্যায় বছরের শুধু একটা নির্দিষ্ট সময়েই উহার চাষ হয় না। কারণ ধান চাষের জন্য যে পানির প্রয়োজন, তা সারা বছরেই পাওয়া যায়। এই দেশের সুমাত্রা, বোর্ণিও সেলিবাস ও মালাক্কার উপর দিয়া বিষুব রেখা চলিয়া যাওয়ায় এটাকে বিষুব রৈখিক অঞ্চল বলা হয় এবং এই বিষুব অঞ্চলে কমবেশী বার মাসই বৃষ্টি হয়। সুতরাং আইল বাধা ধান ক্ষেতগুলিতে সারা বছরই পানি আটকাইয়া রাখা সম্ভব হয় যাহার ফলে রোপা—ধানের চাষ সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এখানকার আর একটি সুবিধা এই যে অতিরিক্ত বর্ষায় ধান ক্ষেত ডুবিয়া যাওয়ার কিম্বা অনাবৃষ্টিতে শুকাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা নাই। কোন কারণে যদি পানির অভাব কিছুটা ঘটিয়াও যায়, তাহা হইলে চতুর্দিকে ছড়ান পহাড়ের ঝর্ণা হইতে সেচের সাহায্যে পানি আনার এবং দরকার মত উহার নিষ্কাষণের ব্যবস্থাও করা সম্ভব। দেশের চাষীরা সাধারণতঃ প্রাচীন পদ্ধতিতেই এই সব জমিতে চাষবাস করিয়া থাকে। এত দিন উৎপাদিত ধান্য দ্বারা দেশের প্রয়োজন কোন মতে মিটিয়াছে—কিন্তু ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার চাপে এখন ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

এই প্রয়োজন মিটানর জন্য সরকার সাধ্যমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের বিশেষজ্ঞ অভিমত এবং সহায়তা গ্রহণের জন্যও সরকারের আগ্র-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হের অন্ত নাই। কিছু দিন পূর্বেও যাভায় উক্ত কমিশনের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উহাতে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উৎকৃষ্ট ধান্য বীজ সরবরাহ ও উত্তম সংরক্ষণ পদ্ধতির—বিষয়ও আলোচিত হয়। এ জন্য প্রত্যেক দেশে ট্রেনিং সেন্টার ও গবেষণাগার স্থাপন এবং এক দেশের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল ও তথ্য আদান প্রদান দ্বারা অন্য দেশকে সমভাবে উপকৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের সঙ্গেই সর্বপ্রকার কৃষি জাত দ্রব্য, বনজ সম্পদের নমুনা, মৎস্য, গোজাতীয় পশু প্রজনন প্রভৃতির বিরাট, অভিনব ও আকর্ষণীয় প্রদর্শনী খোলা হয়। উহাতে ধান্য চাষের আধুনিকতম যন্ত্রাদি এবং চাউল হইতে মানুষের আহার যোগ্য বিচিত্র প্রকরণের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীও প্রদর্শন করা হয়।

সরকার কর্তৃক চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাগ্রহ সহায়তা ও সহযোগিতার ফলে চাউলের উৎপাদন এবং জমির উৎকর্ষতা কি পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহা আমাদের জানার সুযোগ না ঘটিলেও এই সব প্রচেষ্টা ও আগ্রহ যে সত্যই প্রশংসনীয় তা বলাই বাহুল্য।

মৎস্য সম্পদ

চাউল যে দেশের প্রধান খাদ্য, মৎস্য সেখানে উহার অপরিহার্য একটি পরিপূরক খাদ্য হিসাবেই চিরদিন গণ্য হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গণ বলিয়া থাকেন চাউলে মানুষের জন্য আবশ্যক যে খাদ্যগুণ ও খাদ্যপ্রাণের অভাব রহিয়াছে, মৎস্যের ভিতর ঠিক তাহাই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় চাউলের পরিপূরক আহার্য হিসাবে ভাতের সহিত মৎস্যের উপযোগিতা অন্য সব কিছু হইতে অনেক বেশী। সেই জন্যই চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, বার্মা, বাঙ্গালা প্রভৃতির সব অন্নভোজী অধিবাসীরা স্বাভাবিক ভাবে মৎস্যকেই ভাতের সহিত অবশ্য গ্রহণীয় প্রিয়তম খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহর অনন্ত কুদরতের অন্যতম খেলা এই যে, যেখানে যাহা প্রয়োজন তাঁহার নির্দেশে বিশ্ব প্রকৃতি সেখানে ঠিক তাহাই দিয়া থাকে। তাই চাউল যেখানে উৎপন্ন হয় মৎস্যও সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবেই। মৎস্য যাহাদের প্রিয় খাদ্য নয়, প্রকৃতি অযাচিত ভাবে তাহাদের দ্বারপ্রান্তে তাহা পৌঁছাইয়া দিতে যাইবেনা। ইহা আল্লাহর জ্ঞান-যথার্থের সুস্পষ্ট পরিচয় চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া তাঁহার ন্যায়-বিধানের মহিমাকেই ঘোষণা করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা বুঝেনা অথবা বুঝিয়াও বুঝিতে চায়না।

ইন্দোনেশিয়ার মৎস্য সম্পদকে আমাদেরই দেশের ন্যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম মিঠাপানির মৎস্য, দ্বিতীয় লোনাপানির মৎস্য। শেষোক্ত মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর কোন কোন সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের অঞ্চল বিশেষে কৃত্রিম ও ব্যয় বহুল উপায় অবলম্বিত হইলেও সাধারণ ভাবে মানুষ ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয় নাই অথবা সে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। ইন্দোনেশিয়াতেও সে চেষ্টায় কেহ অগ্রসর হয় নাই।

লোনাপানির মৎস্য সমস্যা শুধু মোহনা, সমুদ্র-উপকূল এবং গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৎস্য-ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক অবস্থা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে, দুঃখের বিষয়, আমরা ভালরূপে ওয়াকেফহাল নই। কিন্তু মিঠাপানির মৎস্য চাষ ব্যাপারে এবং আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে পুকুর ও জলাশয় সমূহে মৎস্য চাষ বিষয়ে সে দেশের অধিবাসীরা বিশেষ আগ্রহশীল এবং খুবই উৎসাহী। এই মৎস্য চাষে আমাদের চেয়ে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ রকম সুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সুবিধার জন্যই সাধারণ লোকেরা এখন অনায়াসে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মৎস্য-সংগ্রহ এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির একটি চমৎকার উপায় হিসাবে পুকুর এবং ধানক্ষেত সমূহে নিয়মিত মৎস্য চাষের দিকে ক্রমেই অধিকতর

www.ahlehadeethbd.org

মনোযোগ প্রদান করিতেছে। এই মৎস্য চাষ ছোট বড় সমস্ত পুকুর এবং উচ্চ আইল বিশিষ্ট পানিভরা ধান ক্ষেতগুলিতে সমভাবেই হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে সরকার জনসাধারণকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান এবং সর্বোপায়ে সহায়তা করিতে সদা উন্মুখ। কিছুদিন পূর্বে যাভায় আন্তর্জাতিক ফিশ সেমিনার ও তৎসহ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের পূর্বপাকিস্তান মৎস্য বিভাগের দুইজন ফিশারী অফিসারও উহাতে যোগদান করেন।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

কোন দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এবং শক্তিবন্ত ও বিত্তবান জাতি গড়িয়া তোলার নিমিত্ত উহার অধিবাসীদের নিরোগ ও সুস্থ্য দেহ এবং উত্তম স্বাস্থ্যের যে একান্ত প্রয়োজন সে কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করেনা। সরকার পক্ষ হইতে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার এন্তেজাম আধুনিক উন্নত রাষ্ট্র সমূহের অপরিহার্য কর্তব্যরূপে আজ পরিগণিত। ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সরকার ক্ষমতা হস্তগত করার পর হইতেই এদিকেও যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। সমগ্র জাতির ভিতর স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম এবং রোগের প্রতিষেধক উপায় আর রোগ আক্রমণ করিয়া বসিলে উহার সহিত সংগ্রাম করার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিভিন্ন উপায়ে সারা দেশময় ছড়ানর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। রোগের প্রতিরোধ, নিরাকরণ ও বিতাড়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা স্বয়ং সরকার কার্যকরী করিতেছেন। এই ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O) সাহায্যও রীতিমত পাওয়া যাইতেছে। এই সংস্থার নেতৃত্বে কয়েকটি আন্তর্জাতিক দক্ষিণ পূর্ব্বীয় স্বাস্থ্য সম্মেলনও ইন্দোনেশিয়াতে হইয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার অধিক প্রাণ-হানিকর কতিপয় বিশেষ রোগ, উহার আঞ্চলিক প্রকৃতি ও প্রতিবিধান উপায় এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

শিক্ষা সমস্যা

জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বিদেশী শাসকদের ঔদাসীন্যের কারণ সহজেই অনুধাবন করা যায়। কারণ অধীনস্থ ও শোষিত জাতির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা মানেই নিজেদের মৃত্যুবাণ তাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। আমাদের দেশে ইংরেজরা একথা যতটুকু বুঝিয়াছিলেন ঐ দেশে ওলন্দাজরা উহা ততোধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই ইন্দোনেশিয়াবাসীর ব্যাপক শিক্ষার কথা তারা কোনদিনই আন্তরিকভাবে হৃদয়কোণে স্থান দান করেন নাই।

এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। দেশবাসী অজ্ঞানতার তিমির অন্ধকারে আর ডুবিয়া থাকিতে পারে না। শিক্ষার জন্য এখন জনগণের মধ্যে যেমন উৎসাহের বাণ ডাকিয়া উঠিয়াছে, দেশের শাসকবৃন্দও তেমনি পূর্ণ আগ্রহে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইতে পারিতেছে না। জন শিক্ষার সামনে এখন বহু অসমাধ্য সমস্যা ও দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত। তন্মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষায়তনের সংখ্যল্পতা এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও আবশ্যক পাঠ্য পুস্তকের অভাবই প্রধান। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াও ব্যাপকভাবে উহা কার্যকরী করিতে পারিতেছেন না তবু এই সব অসুবিধাগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া সরকার এবং জনসাধারণ যে ভাবে ইহার সমাধানের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন তাতে তাহাদের জন্য সাধুবাদ উচ্চারণ না করিয়া পারা যায় না।

প্রথমে শিক্ষায়তনের কথাই ধরা যাউক। প্রত্যেক স্কুলেই উপস্থিত ক্লাসগুলিতে যে পরিমাণ ছাত্রের সঙ্কুলান হইতে পারে তদপেক্ষা অনেক বেশী ছাত্র আসিয়া ভিড় জমায়। অনেক ছেলে ভর্তি হইতে না পারিয়া ফিরিয়া যায়। যারা ভর্তি হয় তাদের অনেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ ও ডেস্কের অভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লাস করে। যেখানে বোর্ড ও লেখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই সেখানে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শুধু পড়ার উপরই জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, শিক্ষকের অভাব মিটানর জন্য উপর ক্লাসের ছেলেরা নীচের ক্লাসের ছাত্র পড়ানর দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। পরিকল্পনা অনুসারে সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী হাইস্কুলের ছেলেরা প্রাইমারী স্কুলে এবং কলেজের ছেলেরা হাইস্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন।

সরকার তাঁহাদের আর্থিক ক্ষমতানুসারে বিধ্বস্ত ও পুরাতন জীর্ণ স্কুল গৃহগুলির সংস্কার করিয়াছেন, কোথাও কোথাও নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে নিছক সাময়িক অভাব পূরণের জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিতেছেন। যোগজাকার্তার গাজামাদাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আপাততঃ সুলতানের বাস ভবনে কোন মতে চালাইয়া লওয়া হইতেছে। নূতন ভবন তৈরীর কাজ অবশ্য শুরু হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষার মান উন্নত এবং ছেলেদেরকে আধুনিক উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। সরকার এদিকে বিশেষ রকম মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। এজন্য সল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনানুসারে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিরক্ষর বয়স্ক জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা বিরোধী অভিযানও শুরু করা হইয়াছে। ১৪ বৎসরের উর্ধ বয়স্ক অজ্ঞ ও নিরক্ষর প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বল্প সময়ে অক্ষর জ্ঞান, প্রাথমিক অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ৩ মাসের মেয়াদে সহজ পদ্ধতিতে অশিক্ষা বিরোধী কোর্স এবং ১ বৎসরের মেয়াদে সাধারণ জ্ঞানের কোর্স শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্যবসায় বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সরকার অবহিত হইয়াছেন।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নিম্নোধৃত তথ্য হইতে অনুমান করা যাইবে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণী,	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
শিশু বিদ্যালয়	৩০৬	২৪, ১৮০	৫০৬
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬,৬৭০	৫,৩১৮০১৪	৮৯৮২৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭৬৮	২৮১৩.৯	১৩৯১৯
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় (কারিগরি বিদ্যালয় সমূহ সহ)	১৫	৫৬০১	৫৭৩

লোক সংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয় এবং ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে যথেষ্ট উৎসাহজনক না হইলেও ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষার প্রসারের পথে অন্তরায়গুলি ক্রমে ক্রমে যতই অপসারিত হইতে থাকিবে শিক্ষার প্রচার ততই বাড়িয়া চলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার মানও বর্ধিত হইতে থাকিবে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিয়মিত ভাবে প্রতি বছর কিছু সংখক ছাত্রকে বিদেশেও পাঠান হইতেছে। ইহাদের প্রত্যাবর্তন শুরু হইলেই উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যার অধ্যাপকের পদগুলি দেশীয় লোক দ্বারাই পূর্ণ হইতে থাকিবে। বর্তমানে এই সব পদের একটি বৃহৎ অংশ বিদেশী অধ্যাপক দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা সুনির্ধারিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের বুনিয়াদও ঐ একই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি পান্তজাশীলা নীতি রূপে পরিচিত। উক্ত পাঁচ দফা নীতির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

প্রথম, আল্লাহর উপর বিশ্বাস, দ্বিতীয়, গণতন্ত্র, তৃতীয়, জাতীয় সচেতনতা, চতুর্থ, সামাজিক ন্যায় বিচার, পঞ্চম মানবতা।

শিক্ষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উৎসাহদানের জন্য এখানে সরকারী উদ্যোগে ১৯৫২ সনের গোড়ার দিকে একটি বিরাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীতে ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের বই পুস্তকই অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা শুধু ইন্দোনেশিয়ার মধ্যেই নহে, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি অভিনব ও অনুপম লাইব্রেরী। গত দুই শত বৎসরের পৃথিবীর এবং বিশেষ করিয়া ইউরোপ এশিয়ার ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞাতব্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও উহার ক্রমবিকাশের ধারা অবগত হওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ এই লাইব্রেরীতে বসিয়াই পাওয়া যাইবে। ইহাতে বর্তমানে ১২০০০ পুস্তক স্থান পাইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এবং বিশেষ করিয়া ইছলাম সম্বন্ধে জরুরী পুস্তকাদি ও বিশ্ব কোষও এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার সংবাদ পত্র

বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাজ্য শাসন এবং দেশের মঙ্গল ও অগ্রগতি সম্বন্ধে জনসাধারণের দায়িত্ব অসীম। দেশের শাসন ব্যাপারে তাহাদিগকে ওয়াকেফহাল রাখিতে, তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিয়া—তুলিতে, তাহাদের আশা আকাঙ্খা, অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওয়াগুলিকে রূপ দিতে সংবাদ পত্র শ্রেষ্ঠতম বাহনরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও বৈষয়িক ব্যাপারে জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রচারে সংবাদ পত্র ও সাময়িকীগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে। এই জন্যই প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশে দিন দিন সংবাদ পত্রের কদর শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। একটি দেশের জনমনের সচেতনতার খবর সেই দেশের সংবাদ পত্রের প্রচার সংখ্যা হইতেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ইন্দোনেশীয়া স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই সাংবাদিকতার দিক দিয়া বেশ উন্নত ছিল। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং পাক্ষিক ও মাসিক ম্যাগাজিনগুলিই জাতীয় চেতনা সঞ্চার করিয়াছে, স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা জাগাইয়াছে এবং কর্মপ্রেরণা অহরহ যোগাইয়া আসিয়াছে—কোন কোন সাময়িকী ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার এবং দীনি যোশ পয়দার দায়িত্বও বহন করিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রকার পত্রিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা শুধু ১৯৫২ সনের দৈনিক পত্রিকাসমূহের কথাই উল্লেখ করিতেছি। এই দৈনিক পত্রিকা ও উহাদের প্রচারসংখ্যা হইতেই ইন্দোনেশিয়ার সংবাদপত্র—জগতের অগ্রগতির পরিচয় মিলিবে।

	পত্রিকা সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা
ইন্দোনেশীয় ভাষায়—	৭৪	৩৯০,০০০
ওলন্দাজ ভাষায়—	১১	৭৯০০০
চীনা ভাষায়—	১৬	৯০৫০০
মোট দৈনিক—	১০১	৫৫৯,৫০০

লোক সংখ্যায় পাকিস্তান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র একটি দেশে দৈনিক পত্রিকার এই সংখ্যা বাস্তবিকই সেই দেশের জনমনের জাগ্রতচিত্ততার পরিচয় চিহ্ন বহন করে। অন্য দিক দিয়া ভাবিতে গেলে এতে কিছুটা চিন্তার উদ্রেক না হইয়াও পারে না। দেখা যাইতেছে প্রতিটি দৈনিকের প্রচার সংখ্যা গড়ে মাত্র কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার। এক দিকে ইহা পত্রিকা সমূহের আর্থিক উন্নতির পক্ষে নিরাশব্যাঞ্জক অন্য দিকে পত্রিকা সংখ্যার এই আধিক্য দেশের মত বৈচিত্র্যের এবং রাজনৈতিক অনৈক্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহক।

ইন্দোনেশিয়ার পত্রিকা সমূহ আযাদী পূর্ব যুগে যেমন স্বাধীনতার আন্দোলনে অকপটে অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও জনগণকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া মুক্তিসংগ্রামে আগাইয়া নিয়াছে, তেমনি আযাদীলাভের পর দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছে। পত্রিকা ব্যবসায়ীগণ Association of Newspaper business স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনকল্পে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করিতেছেন, আবার পারস্পারিক খেদমত স্পৃহায় উদ্বোধিত সংবাদপত্রসেবী ও জনপ্রতিনিধিগণ সহযোগিতার ভিত্তিতে The National Press foundation and the Institute of the Press & the Public opinion—প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সরকারও সংবাদপত্র ব্যবসায়ীদিগকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহে পূর্ণ আগ্রহ দেখাইয়া আসিতেছেন। অন্যদিকে দেশের প্রতি প্রান্তের ও প্রতি কোণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকেফ হাল করাণর উদ্দেশ্যে সাংবাদিকগণকে সরকারী খরচে ব্যাপক স্বদেশ ভ্রমণের সুযোগ করিয়া দিতেছেন এবং বিদেশে সাংবাদিক মিশন প্রেরণ করিয়া আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও পারস্পরিক পরিচয় লাভের ব্যব-

www.ahlehadeethbd.org

স্থাও করিতেছেন। সরকার বৈদেশিক প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় সাময়িকী ও প্রচার পত্র—প্রকাশের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আমাদের পরিবেশিত বক্ষমান প্রবন্ধের তথ্যাবলির অধিকাংশ ঐসব প্রচারপুস্তক হইতেই চয়ন করা সম্ভব হইয়াছে। সরকার সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই যোগজাকার্তার গাজাহ্মাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে (Gadjahmada University) উক্ত উদ্দেশ্যে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও খোলার চেষ্টা চলিতেছে।

ধর্ম ও জাতীয়তা

ইন্দোনেশিয়ার মুছলিম অধিবাসীবৃন্দ সাধারণতঃ ধর্মপ্রবণ। পাশ্চাত্য শিক্ষিত দলের এক অংশ ছাড়া দেশের আপামর জনসাধারণ তাহাদের আকিদা ও আমলে—বিশ্বাস ও আচরণে ইছলামের পুরাপুরী অনুসরণের চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর ইন্দোনেশিয়ার মত দূর দেশে হইতে বিপুল সংখ্যক লোক হজ্বব্রত পালনের জন্য পবিত্র হেজাজ ভূমিতে আগমন করিয়া থাকেন। সমগ্র পৃথিবী হইতে আগত হাজীগণের প্রায় এক তৃতীয়াংশই আসেন ইন্দোনেশিয়া হইতে। আমাদের দেশ ও ইন্দোনেশিয়ার হজ্বব্রতীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এ দেশে সাধারণতঃ বাধক্যেই লোকে হজ করিতে যান আর সে দেশে যৌবনে এমন কি বিবাহেরও পূর্বে লোকে বেশীর ভাগ হজ্বব্রত সমাপন করেন। শুনা যায় বর হাজী না হইলে কোন পিতাই তাহার কন্যাকে তাহার নিকট সম্প্রদান করিতে চাহেন না। হজের মওছুমে মক্কা শরীফের দোকান ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলি যাভা সুমাত্রার হাজীদের আগমণেই অধিক সরগরম হইয়া উঠে। গত ১৯৫২ সনে মোট ২৫০০০ সহস্র হাজী একমাত্র ইন্দোনেশীয়া হইতেই আগমন করেন। যুদ্ধের পূর্বে কোন কোন বৎসর ইহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক লোক হজ্ব করিতে আসিতেন। সরকার জাহাজ এবং যাতায়াতের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন।

শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে ইছলামের বৈজ্ঞানিক প্রচার এবং উহার পুনর্জাগরণের বার্তা পৌছানর জন্য অনেকগুলি সাময়িকী দীর্ঘ দিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নলিখিত কতিপয় নাম হইতেই উহাদের ধর্মীয় প্রকৃতির পরিচয় মিলিবে—

১। ইত্তেফাক ও ইফ্তেরাক (Agreement & Dis-agrement) ইহাই মুছলিম ধর্মীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন।

২। ইছলামের জ্যোতিঃ (Light of Islam)

৩। ইছলামের পুনর্জাগরণ (Revival of Islam)

৪। ইছলামের রঙ্গভূমি (Arerna of Islam) প্রভৃতি।

বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে যে সব প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে শরিকতে ইছলামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এই প্রতিষ্ঠানের আন্দোলন পরিচালিত হয়। উহার ধর্মীয় নীতি ও প্রোগ্রাম জনগণের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ইহার পর মছজুমী পার্টির নাম করিতে হয়। এই পার্টির পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক দলের প্রভাব মুক্ত শুধু ধর্মীয় প্রচারণার জন্য সেখানে কি কি প্রতিষ্ঠান আছে দুর্ভাগ্যবশতঃ সে তথ্য আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তবে জন সাধারণের মধ্যে ওলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের যে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য ভাব ধারায় গড়িয়া উঠা দেশের সাধারণ শিক্ষিতের দল এবং আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র সহর সমূহ যে অনেকটা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী হইয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এ ব্যাপারে এই দলটি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষিতদের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছেদে, আচরণ ব্যবহারে, চাল চলনে, কায়দা কানুনে, নারী পুরুষের মেলামেশায়, দরবারে ময়দানে, ক্লাবে সিনেমায়, খেলাধূলায় ও নৃত্যক্রীড়ায় পাশ্চাত্যকেই হুবহু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সাফল্য অর্জনকারী এবং বর্তমান সময়ে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত তরুণ দলটি যে ধর্মভাবশূন্য এমন কথা বলা মহা অন্যায় হইবে। বস্তুতঃ তাঁহারা যে আদর্শের উপর রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে দাঁড় করাইয়াছেন তাহার প্রথম কথাই হইল আল্লাহর উপর বিশ্বাস। কিন্তু তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যক্রম ইছলামের পরিবর্তে জাতীয়তার ভাবধারাতেই হয় বেশীরভাগ নিয়ন্ত্রিত। যে দ্বীপপুঞ্জের সমবায়ে ভৌগলিক ইন্দোনেশিয়া গঠিত উহা একটি অখণ্ড দেশ এবং উহার অধিবাসীগণ মিলিত ভাবে একটি জাতি। এই দেশ তাদের জন্মভূমি, তাদের গৌরবস্থান, এই জাতির স্বার্থ সর্বস্বার্থের ঊর্ধ—উহার মান ইয্যত ও স্বার্থ বজায় রাখা সকল ইন্দোনেশীয়াবাসীর জাতীয় কর্তব্য। ইহাই তাহাদের জাতীয়তার মূল কথা—অন্তর্নিহিত মর্ম। ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় সঙ্গীতে এই কথা, এই মর্মই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে উহার ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ উধৃত হইল :

Merdeka—
The National Anthem of Indonesia.

Indonesia is my country,
It is the land of my birth,
There I stand,
Guarding my motherland.

Indonesian is my nationality,
Are my nation and my country,
Let us call together:
Long live my motherland.

Long live my country,
My nation, my people, all of them.
Awake her soul,
"Indonesia be one"
Arise herself
for glorious Indonesia

REFRAIN:
Glorious Indonesia, Independent & free,
My motherland, my country, which I sincerely love.
Glorious Indonesia, Independent and free,
Long live glorious Indonesia,

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত

ইন্দোনেশিয়া আমার দেশ,
ইহাই আমার জন্ম-ভূমি,
এখানেই আমি দণ্ডায়মান,
মাতৃ ভূমির আমি প্রহরী।

ইন্দোনেশীয় আমার জাতীয়তা,
আমার দেশ, আমার জাতি।
চল আমরা সমস্বরে বলিঃ
দীর্ঘজীবী হউক আমার মাতৃভূমি।

দীর্ঘজীবী হউক আমার দেশ,
আমার জাতি, আমার লোক, সকলে—তাদের প্রত্যেকে।
জাগ্রত কর তার আত্মাকে,
"এক হও অখণ্ড ইন্দোনেশিয়া"।
উত্থিত কর তাকে
গৌরব-উজ্জ্বল ইন্দোনেশিয়ার জন্য।

মহিমাময় ইন্দোনেশিয়া—স্বাধীন ও মুক্ত,
আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ,
ভালবাসি থাকে অকপটে, সরল অন্তঃকরণে,
গরিমা-দীপ্ত ইন্দোনেশিয়া, আযাদ এবং বন্ধনমুক্ত,
দীর্ঘজীবী হউক মহিমান্বিত ইন্দোনেশিয়া।

ইন্দোনেশিয়া, বহির্বিশ্ব ও মুছলিম জগৎ।

ভৌগলিক জাতীয়তার প্রতি এই গুরুত্ব আরোপ সত্ত্বেও বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গেই তাঁহাদের বিরোধ নাই। ইন্দোনেশিয়া বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভ্য। প্রত্যেক দেশ এবং বিশেষ করিয়া প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে উহার সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ। কমুউনিযমকে তাহাদের রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধী মনে করিয়াও রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে তাঁহারা মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন। দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িতে কিম্বা অনুরূপ অন্য কোন কাজে বিদেশী মূল ধন নিয়োগের সুযোগ দিতেও তাঁহারা সমুৎসুক। ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র অভিযোগ তাহাদের প্রাক্তন শাসক ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ৩টি সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। ১ম, ওলন্দাজগণ এই দেশ ও উহার শাসন কর্তৃত্ব ছাড়িতে বাধ্য হইলেও এই দেশকে তারা 'ডাচ কমনওয়েলথের' অন্তর্ভুক্ত রাখিতে চায়, ২য়, ওলন্দাজ ব্যবসায়ীগণ তাহাদের পুরাতন একচেটিয়া সুবিধাভোগের সুযোগে দেশকে এখনও শোষণ করিতে চায়। ৩য়, ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম অচ্ছেদ্য অঙ্গ

www.ahlehadeethbd.org

পশ্চিম নিউগিনির উপর তাহারা না-হক শাসনকর্তৃত্ব কায়েম রাখিতে চায়। জনগণ ইহার কোনটিতেই ওলন্দাজদিগকে সহ্য করিতে রাজি নহে। বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বিষয়সমূহে জনগণের সমর্থক হইলেও আপোষ আলোচনার পথেই উহার সমাধান খুঁজিতে চান। উগ্রপন্থী দলগুলি আপোষ মনোভাবকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী—বলিয়া মনে করে। তারা কোন ব্যাপারেই বিদেশীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্ব, হস্তক্ষেপ এবং সুবিধা-ভোগ এমন কি ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের সামরিক মিশনের অস্তিত্ব ও বিভিন্ন ব্যাপারে নেদারল্যাণ্ডের উপর ইন্দোনেশিয়ার নির্ভরশীলতা ও অনুরাগের নীতি কোনটিই বরদাশ্‌ত করিতে প্রস্তুত নয়। এই জন্যই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই সব চরমপন্থী দল মাঝে মাঝে গোলমাল, বিক্ষোভ ও সামরিক অভ্যুত্থানেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

মুছলিম জগতের সহিত বিশেষ করিয়া পাকিস্তান ও আরব লীগের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং জাতিসঙ্ঘের আপোষ মীমাংসার আলোচনায় পাকিস্তান ও আরব রাষ্ট্রসমূহের সক্রিয় সহানুভূতি, কার্যকরী সমর্থন এবং রাজনৈতিক চাপের কথা ইন্দোনেশিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে এবং চিরদিন করিতে থাকিবে।

বিশ্ব মুছলমানের সামগ্রিক কল্যাণ ও সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে এবং মুছলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মিলন-সেতু ও ঐক্যসূত্র স্থাপনেও ইন্দোনেশিয়া উদাসীন নহে। মু'তামেরে আ'লমে ইছলামের সম্মিলনীগুলিতে ইন্দোনেশিয়া আগ্রহের সঙ্গেই যোগদান করিয়াছে এবং ইছলাম জগতের সঙ্গে তাহাদের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বার বার ঘোষণা করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ওলামা সম্প্রদায়ও বসিয়া নাই। সম্প্রতি মাদানে অনুষ্ঠিত নিখিল ইন্দোনেশিয়া ওলামা ও মুবাল্লেগে ইছলাম কংগ্রেসের নীতি নির্ধারক কমিটীর এক অধিবেশনে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে উহাতে সমগ্র মুছলিম রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে একটি কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা, উহার সমস্ত মুছলমানদিগকে সম নাগরিক অধিকার প্রদান ও ভিসা প্রথার উচ্ছেদের দাবী, সমস্ত মুসলিম দেশসমহের জন্য শরিঅতি আইন বিধিবদ্ধ করণ (Codification) উদ্দেশ্যে বিশ্বের খ্যাতনামা ওলামা ও ফকীহ্‌বৃন্দের সমবেত হওয়ার অনুরোধ এবং শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মুছলমানের মধ্যে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তৎসহ লাদ্বীনি কমুউনিষ্‌মের স্রোত প্রতিরোধ কল্পে কোরআন ও হাদীছের শাশ্বত সাম্য-বিধানের উপর অর্থনীতি ও সমাজনীতির কাঠামোকে গড়িয়া তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান হইয়াছে।

মোট কথা, বিরোধী ভাবধারার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দোনেশিয়ায় ইছলাম ঘুমন্ত নয়, রীতিমত জাগ্রত। ইছলামকে স্বদেশে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহ, ইন্দোনেশিয়া ও বিশ্ব মুছলমানের মধ্যে ঐক্যসূত্র দৃঢ়ীভূত করার একাগ্র বাসনা এবং সমগ্র জগতে ইছলামকে জীবন্ত ও জাগ্রতরূপে দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্খা বৃহত্তর জন সমষ্টির মধ্যে সক্রিয় ভাবেই বিদ্যমান।

ইন্দোনেশিয়া ও বিশ্বের সমস্ত মুছলমানের এই আন্তরিক বাসনা পূর্ণ হউক! আফ্রিকার সর্বশেষ পশ্চিম প্রান্ত হইতে ইন্দোনেশিয়ার সর্বশেষ পূর্ব প্রান্তের সমস্ত মুছলমান দৃঢ়তম ঐক্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক অখণ্ড শক্তিবন্ত মিল্লতে ইছলামিয়া, এক বীর্যবন্ত অবিভক্ত উম্মতে মোহাম্মদীয়া রূপে জগতের বুকে গরিমাদীপ্ত অস্তিত্ব লইয়া উত্থিত হোক, — বিশ্ব জনীন ইছলাম পুনঃ উহার অনুসারীবৃন্দের আকিদায় ও আচরণে, কথায় ও কার্যে, চিন্তায় ও প্রচারণায় প্রতিফলিত, রূপায়িত ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক. আমীন !! ছুম্মা আমীন !!!

---

* "দ্বিতীয় বৃহত্তম মুছলিম রাষ্ট্র—ইন্দোনেশিয়া" ও "অগ্রগতির পথে ইন্দোনেশিয়া" প্রবন্ধদ্বয়ের উপকরণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ, সাময়িকী ও পত্রিকা সমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে ঃ—

Across the World of Islam, [S. M. Jwemer] Encyclopaedia of Britanica ও অন্যান্য বিশ্বকোষ, Pictures from Indonesia, Indonesian Affairs, The New Indonesia প্রভৃতি প্রচার সাময়িকী এবং বিগত ৪বৎসরের Dawn, Morning News ও আজাদে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাবলী। —লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

জাগিয়াছে মদিনার যুগ-আন্‌সার

—আঃ কাঃ শঃ নুর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ

এইবার ! শুধু এইবার—
বেজেছে নহবৎ-ধ্বনি, ভাঙিয়াছে বেদনা-পাহাড়
জাগিয়াছে মদিনার যুগ-আন্‌সার.....
জ্বেলেছে আলোক ভাতি
কাটিয়াছে অমারাতি
অলক্ষ্যে প্রভাত এলো
খুলি দিয়া কাবাগৃহদ্বার !!

তোমার 'ওয়াতন' আজ পূর্ণ স্বাধীন ঃ
শত শোক... শত দুঃখ... হয়েছে বিলীন,
পাপের তাণ্ডবলীলা কেটেছে দুর্দিন.....
আয়ত উজ্জ্বল চোখে বিচ্ছুরিত জ্যোতিস্নিগ্ধ হাসি
এবার ছড়াও আলো অসংকোচে—
তোমার হৃদয় খানি
উঠুক উদ্ভাসি' ;
ছিঁড়ে ফেল সর্ব গ্লানিভার—
এইবার ! শুধু এইবার !!

সোনার পাকিস্তান ঃ ইচ্ছামত গড়ে তোল
তব খেলাঘর
এক আল্লাহ.....
এক কোরাণ—
একই দ্বীন 'পর !
জীবন ভাসায়ে চলো সেই একস্রোতে
আজিকার হ'তে—
তিলে তিলে মহাশক্তি করিয়া সঞ্চয়
হে আন্‌সার ! তুমি লহ সব ভার—
তব দেশ লভুক বিজয়।

তোমরা বিজয়ী বীর—
জিতিবে কাশ্মীর.....
মিশরের পিড়ামিডে, ইরাক-ইরাণে
ইন্দোনেশিয়া আর আরব-'শিস্তানে
তোমাদের জয়গাঁথা ভেসে যাবে তুর্ক, তাতার—
সুধার পরশ লেগে, চারিদিকে জয়জয়াকার !!

আধো চাঁদ আঁকা তব বিজয় নিশান,
সোনা ফল তব দেশ জিন্দা পাকিস্তান,
তিনশ' বরষ পরে জেগেছে আবার—
তুমি জাগো, তুমি জাগো শুধু এইবার
মুখে বলো ঃ আল্লাহু-আক্‌বার.....
চলে গেলে এইদিন দিগন্তের পার,
জাগিবার অবসর পাবেনাক, জাগো এইবার !
মদিনার যুগ-আন্‌সার—
জেগে উঠো,, মুখে বলো ঃ আল্লাহু-আক্‌বার !
আল্লাহু-আক্‌বার !!

www.ahlehadeethbd.org

মানুষ মুহম্মদ (দঃ)

—সৈয়দ রেজা কাদের।

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা এই পৃথিবীর অন্ধ কুসংস্কার সমাচ্ছন্ন মানব জাতিকে সত্যের সুষ্ঠু ও কল্যাণময় পথ নির্দ্দেশ দিবার জন্য যাঁহাকে প্রেরণ করিলেন তিনিই নরোত্তম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বিশ্বনবি হজরত মুহম্মদ (দঃ)। হজরতের (দঃ) আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র আরবভূমি তথা সমগ্র বিশ্বের লোক অজ্ঞানতার কুহেলী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার নীতি-বিগর্হিত কার্য্যের প্রচলন ছিল। হিংস্র দানব হিংসার মূর্ত্তিতে সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া কুপ্রবৃত্তির প্রেরণা যোগাইত। সত্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছিল, ফলে প্রাক-ইস্‌লামী যুগে সমুদয় আরবভূমিতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল নিরবচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলার কায়েমী রাজত্ব। দূষিত সামাজিক আবহাওয়ার চাপে নৈতিক মানুষ হইয়া পড়িয়াছিল মূর্ছাহত। দুঃস্থ, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানবাত্মার বিরামহীন ক্রন্দন আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া আল্লাহর আরশে পৌছিয়াছিল। সত্যই সৃষ্টি সেইদিন মৃতখানা-চোয়া শরাব পান করিয়া কাঁসর ঘণ্টা রোলে ধ্বংসের কোলে অতি নিশ্চুপে ঢলিয়া পড়িতেছিল। মানব সমাজের ঠিক এই বিভৎস আবেষ্টনির মধ্যে সত্যের সুউজ্জ্বল দীপ বর্তিকা লইয়া নিখিল বিশ্বের জন্য মূর্ত আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আবিভূত হইলেন দিল-দরদী ও কল্যাণ-ব্রতী মহামানুষ মুহম্মদ (দঃ)।

সমাজের দুর্য্যোগপূর্ণ আকাশে বিশ্ব মানব সচকিত হইয়া কাহাকে যেন বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিতে শুনিল 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রছুলুল্লাহ'। অসুরের দোর্দণ্ড প্রতাপের মধ্যে আল্লাহর একক স্বরূপ সুর বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এই সুর আলোড়িত হইতে লাগিল, সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্যের রুদ্র আঘাতে মিথ্যার লৌহ-জিনজির ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। শান্তি ও সাম্যের দূত হজরত (দঃ) সমগ্র মানব সমাজকে তৌহিদের মহাচুম্বকে আকৃষ্ট করিলেন— বহু শতব্দীর উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে ইসলামের মহামন্ত্রের যাদুস্পর্শে একত্রিত করিয়া সুশৃঙ্খল মানব সমাজের পত্তন করিলেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) তথা ইস্‌লামের পূর্ণ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ সত্যের আলোক-উদ্ভাসিত পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে মুক্তি অভিসারে যাত্রা করিল। বিশ্ব মানব সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একান্ত সমাজগত, সংহত ও সংযত জীবন যাপনের ঈঙ্গিত পাইল। মুহম্মদের (দঃ) তথা পবিত্র কোরআনের আদর্শে গঠিত সুসম্বদ্ধ নিয়মতন্ত্রের অধীনে—এতদিনে নিপীড়িত মানবতা বন্ধন মুক্ত অবস্থায় সোজা সত্যপথে চলিবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিল।

হজরত মুহম্মদ (দঃ) ইস্‌লামের প্রচার ও উহার সত্য স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিশ্বমানবের চক্ষু খুলিয়া দিলেন— বিশ্বের বুক হইতে অজ্ঞানতার তিমির জাল অপসারিত হইল— মরুর বুকে যেন শতদল পাপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া উঠিল। মিথ্যার বিরুদ্ধে তুঙ্গ তরঙ্গের প্রবল আঘাতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বহুশতাব্দীর সুউচ্চ প্রাকার ভাঙ্গিয়া বিলুপ্তির অঙ্কে আশ্রয় লইল— মানব মুকুট হজরত মুহম্মদ (দঃ) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "মানুষে মানুষে ভেদ নাই— সমস্ত মানব একক আল্লার সৃষ্ট— একই আদমের সন্তান— সকলেই সমান।" বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হইয়াছে, كان الناس امة واحدة সমস্ত মানব মণ্ডলীই ছিল এক জাতি।" ইসলামের এই এনকেলাবী দাওয়াতকে সারাজাহান সাদর সম্ভাষণ জানাইল। বসুধা বিভক্ত মানব মণ্ডলী এক মুখী হইয়া উঠিল, বিভিন্ন-গতি স্রোত এক সত্য সাগরের দিকে প্রবাহিত হইল। ইছলামের সঞ্জীবনী আদর্শে বিশ্ব নব

www.ahlehadeethbd.org

বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া নতুন রূপ পরিগ্রহ করিল— 'খাতামান্নবীয়িন. চূড়ান্ত সংশোনকারী, সত্যের রাহনামা, আল্লার প্রেরিত শেষ রছুল হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ) মনুষ্যত্বের বিকীর্ণ বিমল আলোতে সমগ্র ধরিত্রীকে সমুদ্ভাসিত করিয়া এই বিরাট— ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই মহা পরিবর্ত্তনের মধ্যেই হজরত চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল তাহাদের নাম হইল মুছলমান। নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই ঐক্যবদ্ধ মুসলমানগণ দুর্জ্জয় শক্তিতে দুনিয়ার বুকে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়া দুনিয়ার চির অভীপ্সিত শান্তি আনয়ন করিল। ধরণীর চির লাঞ্ছিত ও চির উপেক্ষিত জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বঁ চিল। সমগ্র ধরিত্রী বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে চাহিয়া রহিল।

বস্তুতঃ গোমরাহীর পঙ্কিল খাদে ডুবন্ত মানব গোষ্ঠিকে সত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিশ্বপালক আল্লাহর রাহে আনিবার নিমিত্তই হজরত মুহম্মদ (দঃ) এই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মানব সেবায় নিজে আত্মনিয়োগ করিয়া এই বিশ্বের বুকে মনুষ্যসেবার অতুলনীয় ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন— তাই কবি কণ্ঠেও বিঘোষিত হইয়াছে.—

"You bowed before God & made a request,
"O God" command me to serve mankind
with Zest."

বস্তুতঃ হজরত-চরিত্রে মহামানোবচিত সমস্ত সদ্ গুণরাজির আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। অন্য কোন মহাপুরুষের চরিত্রে একাধারে এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ দৃষ্টিগোচর হয় না। হজরত (দঃ) ছিলেন এই সৃষ্টি নাট্যের সর্বপ্রধান অভিনেতা। হজরতের (দঃ) দীপ্তিমান চেহ্‌রা মোবারকের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেই প্রভাত সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় তাঁহার সর্ব্বগুণ সমন্বিত ও সর্বক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত এক মহিমময় রূপ পরিস্ফুট হইয়া দর্শকের মন প্রাণ ভরিয়া দিত। রাখাল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট পর্যন্ত অর্থাৎ সর্ব্বলোকের জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে বিরাজমান। সারল্য, সৌজন্য, বিনয়, ঔদার্য্য ও পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে মুহম্মদ (দঃ) মর্ত্ত্যলোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিখিল বিশ্বের একক স্রষ্টার উপর অগাধ বিশ্বাস ও অটল নির্ভরশীলতার জন্য তাঁহার বিশ্বজনীন মানবতা সুউজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে— যাহার নির্ম্মল দীপ্তিতে সারা জাহান স্নাত। পবিত্র কোরাণে আল্লাহ স্বয়ং রছুল-চরিত্রের মাধুর্য্য এই একটি মাত্র চুম্বক কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন— انك لعلى خلق عظيم "নিশ্চয়ই তুমি মহিয়সী চরিত্রের অধিকারী।" অন্য জায়গায় তিনি বলিতেছেন,—

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة —

"(হে মুসলমানগণ) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লার রছুল (মুহম্মদ) শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বিরাজমান।" সৃষ্টির ধ্রুব নক্ষত্র, সর্ব্বগুণের কেন্দ্র মানুষ মুহম্মদের (দঃ) মাধ্যমেই সমগ্র সৃষ্টির পূর্ণ পরিণত বিকাশ সাধিত হইয়াছে— এইরূপে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনেই স্বীয় উক্তির দ্বারা রছুল-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাহাকে আদর্শ চরিত্র ও সকলের অনুকরণীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যদাতা, তিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যদাতা কেহ নাই। এখন আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির সাহায্যে তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ পূর্ব্বক মানুষ মহম্মদের (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইব এবং আল্লাহর সাক্ষ্যের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করিব।

ক্ষমা ছিল হজরত-চরিত্রের প্রধান ভূষণ—অসীম করুণার আধার এই মহাপুরুষের অনুগ্রহ ও অবারিত করুণা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আপনপরভেদে বিশ্বজনীন ভাবে সর্ব্বলোকের উপর সমভাবে বর্ষিত হইত। শত শত কোরায়েশ যাহারা মুহম্মদকে (দঃ) সত্য প্রচারে বাধা দিয়া অকথ্য লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, আল্লাহর অনুগ্রহে মক্কা বিজয়ের পর মুহম্মদ (দঃ) সেই প্রাণঘাতী শত্রুদলকেও নির্ব্বিচারে ক্ষমা করিয়া বিশ্বসমাজে ক্ষমা-ধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুনিয়ার ইতিহাসে এত বড় মহা ক্ষমার নজীর আর দ্বিতীয়টি নাই। তাঁহার সমস্ত জেহাদই ছিল আত্ম-রক্ষামূলক কিম্বা সংশোধন-উদ্দেশক—মানুষকে মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠরূপ দান করিবার নিমিত্ত— কোনক্রমেই প্রতিশোধমূলক নয়। জিঘাংসার মূর্তপ্রতীক মক্কার কোরায়েশবৃন্দের শত অত্যাচার মহাপুরুষ নীরবে সহ্য করিয়াছেন— কাহাকেও অভিশাপ দেন নাই। নিষ্ঠুর পাপাচারী তায়েফবাসীর প্রস্তরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া এবং ওহোদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হইয়াও মুহম্মদ (দঃ) শত্রুদের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিশাপ বর্ষণ করেন নাই—অভিশাপ দেওয়া তো দূরের কথা শত্রুদের উপর শেষে আল্লার গজব নাজেল হয় এই ভয়ে করুণাময় মুহম্মদ (দঃ) তাহাদের জন্য আল্লার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেন। মুহম্মদ (দঃ) কত সুন্দর! কত মহান। তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পাপীকে নয়, এই জন্যইত শত শত শত্রুকে বিনা বিচারে ক্ষমা করিয়া আপন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হজরতের ক্ষমাগুণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল :— (১) বীরবর হামজার হত্যাকারী ছিল ওয়াশী। শাস্তির ভয়ে পলাতক এই ওয়াশীকে হজরত অভয় দান করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। (২) পরম শত্রু আবু সুফিয়ান ও হজরত হামজার হৃদপিণ্ড চর্ব্বণকারী হেন্দাকে হজরত ক্ষমা করিয়াছিলেন। (৩) অন্যতম প্রধান শত্রু ওবায়দাকে হজরত ক্ষমা করিয়াছিলেন। (৪) জননী আয়েশার (রাঃ) চরিত্রে কলঙ্ক লেপনকারী গণের মধ্যে অন্যতম মিস্তাকেও হজরত ক্ষমা করিয়াছিলেন।

হজরত (দঃ) রহমতুল্লীল আলামীন রূপে—সমগ্র বিশ্বের রহমত ও শান্তির দূতরূপে দুনিয়ার বুকে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া উহার আদর্শ সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।

দারিদ্র্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া হজরত দরিদ্রের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন; তাই দুঃস্থ ও নিপীড়িত জনগণকে দরাজ হস্তে সাহায্য দান করিয়া বদান্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় সম্পত্তি দরিদ্র জনগণের জন্য ওয়াকফ করিয়া যান— তিনি বলিয়া যান,— "পয়গম্বরদিগের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই, যাহা কিছু থাকিবে সমস্তই ছাদকা—দানের বস্তু।" তিনি আরও বলিয়াছেন, 'দারিদ্র্যই আমার গৌরব।'

জীবে দয়া হজরত-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। তিনি বলিয়াছেন, এই সব পশু-পক্ষীদের সম্বন্ধে আল্লাকে ভয় করিও। সুস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর চড়িয়া বেড়াও, সুস্থ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখো। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, ভ্রষ্টা একটি স্ত্রী লোকের গোনাহ্ আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়াছিলেন, এই কারণে যে সে একটি তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরকে পানি খাওয়াইয়াছিল।

হজরত আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না--পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্যে তিনি অতি সাধারণ ছিলেন— অনেক সময় সামান্য খর্জুর বা শুষ্ক রুটি ভক্ষণ করিয়াই তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধিত করিতেন।

শ্রমের মর্য্যাদাকে তিনি অভিনব দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তিনি মজুর সাজিয়া মাটি কাটিয়াছেন, জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছেন, পানি টানিয়াছেন; নিজ হস্তে জুতা মেরামত করিয়াছেন, দর্জ্জি সাজিয়া জামা সিলাই করিয়াছেন, বিনা দ্বিধায় অপরের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন।

জ্ঞান সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে হজরত বিশিষ্ট আদর্শে বিরাজমান। হজরতকে প্রথমেই গায়েব হইতে গম্ভীর ভাষায় বলা হইয়াছিল, "পাঠ কর।" বৈপ্লবিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে ইহা জ্ঞান সাধনারই উদাত্ত আহ্বান। হজরতের আবির্ভাবের পূর্ব-যুগে বিশ্ব মানব বিশ্ব রহস্যকে দুর্জ্ঞেয় ভাবিয়া নানা প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা— করিত। কিন্তু হজরত (দঃ) ইসলামের বাণী ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে, মানুষ জড় বস্তুর আয়ত্বাধীন নয়— জড় বস্তুই মানুষের আয়ত্বাধীন। বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এই সত্য প্রতিপন্ন করিতেছেন, "এবং তিনি (আল্লাহ) নিজ নিজ কক্ষ পরিভ্রমণকারী সূর্য্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অধীন করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

দিয়াছেন এবং অধীন করিয়াছেন দিবা ও রাত্রিকে।"* এই মন্ত্রই বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভাণ্ডারের মূলমন্ত্র। মহিমান্বিত হজরতই ত সর্বপ্রথম সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানের এই পথ বিশ্বলোককে দেখাইলেন। জ্ঞান সাধনা সম্বন্ধে তাঁহার এই বাণী— "জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য যদি সুদূর চীন দেশ পর্য্যন্তও যাইতে হয়, যাও", যথেষ্ট সুপরিচিত।

শৈশবকাল হইতেই 'বিশ্বাসী' বলিয়া মুহম্মদের (দঃ) খ্যাতী সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শত্রুগণও নির্ভয়ে তাঁহার নিকট ধন আমানত রাখিত। হজরত কোন দিনই বিশ্বাস ভঙ্গ বা আমানতের খেয়ানত করেন নাই। এই জন্যই মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে 'আল্ আমীন' উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিল।

হজরত মাতৃ-জাতিকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তাহা অভিনব। —"বেহেশ্‌ত তোমাদের চরণ তলে অবস্থিত।" মাতৃ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ইহা অপেক্ষা কোন বলিষ্ঠ কথা আর কেহ কোন দিন উচ্চারণ করিয়াছে কি? হজরত সেই যুগের বহু প্রচলিত এবং সমাজ জীবনের অঙ্গীভূত দাস প্রথার উচ্ছেদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াগিয়াছেন।

পরধর্ম ও পরধর্মীর প্রতি অসীম উদারতা— প্রদর্শন হজরতের (দঃ) শিক্ষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম প্রচারের নীতি لا اكراه فى الدين "ধর্মে বল প্রয়োগ নাই"— কোরআনের এই মহাবাণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরধর্মী প্রতিবেশী আর মুসলমান প্রতিবেশীর সহিত আচরণে কোন ভেদ রেখা টানা অথবা পক্ষপাতিত্ব করা চলিবে না। রছুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতিবেশীকে ভুখা রাখিয়া যে নিজে পেট ভরিয়া আহার করে সে প্রকৃত মুসলমান নয়। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বপ্রকার প্রতিবেশীর জন্যই একথা বলা হইয়াছে।

সেবা ধর্মের এমন আদর্শ অন্য কোন ধর্ম প্রচারকের মধ্যে খুজিয়া পাওয়া যাইবে কি?

* و سخر لكم الشمس والقمر دائبين و سخر لكم الليل والنهار — ইব্রাহীম, ৩৩ আয়ৎ

হজরত মুহম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইছলাম প্রচারের পূর্বে আরব সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত নীচুতে। উট দুম্বার ন্যায় নারীও বাজারে বিক্রিত হইত। হজরত নারীকে এই অপমানকর অবস্থা হইতে টানিয়া তুলিয়া সম্মানের সুউচ্চ মার্গে আরোহণ করাইলেন— নারী পুরুষের সহিত সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার লাভ করিল। নারী জাতির এই মহা মর্য্যাদা মুহম্মদই (দঃ) দান করিলেন।

হজরত গণতন্ত্রের নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া যান, স্বাধীনতার মুখে নিয়ম শৃঙ্খলার বল্গা পরাইয়া দেন। আধুনিক যুগের উদ্ভট গণতন্ত্রবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। "Freedom is our birthright" ইহা ইসলামী স্বাধীনতার ব্যাখ্যা নয়। কারণ জন্মের পর— মানব সন্তানকে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য বহুবিধ অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কোন বিধি নিষেধ ও আইনকানুন না মানার নাম ইছলামী স্বাধীনতা নয়, ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা। মৃগনাভীর মধ্যে বদ্ধ মেশ্‌কের খশবুর ন্যায় ইসলামী স্বাধীনতাও সুশৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কেহ কর্ম্ম সাধনার মধ্য দিয়া জগতে উচ্চাসন অধিকার ও খ্যাতিলাভ করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্রের ন্যায় শুধু দলীয় সমর্থনের বলে আর কেবল মাত্র ভোটের জোরে অযোগ্য লোক যোগ্য লোকদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া শাসকের পবিত্র আসনগুলিকে কলঙ্কিত করিতে পারে না।

হজরত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ রূপে আমাদের সম্মুখে ভাস্বর হইয়া আছেন। ন্যায় বিচারেও তাঁহার জুড়ি মিলিবে না। তাঁহার ন্যায় বিচারের আদর্শ শুধু করুণা নয়—ন্যায়ের খাতির শাস্তি বিধানও বটে।

সর্বোপরি আমরা হজরতকে পাইয়াছি সামাজিক মানুষরূপে। সাধনার উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হইতে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। সামাজিক মেলামেশায় ও পারিবারিক সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রুর লীলাখেলায় মানুষ মুহম্মদের (দঃ) জীবন মানুষের চির আকর্ষণীয় হইয়া বিরাজ করিবে। তিনি তাঁহার সকল স্ত্রীকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহাদের সকলের সহিত পারিবারিক আনন্দে সমভাবে যোগ দিতেন।

হজরতের শিশুপ্রীতি সর্বজনবিদিত।

"শিশু এসে হাত ধরে নিজ গৃহে লয়ে যায় টানি
ভালোবাসা মমতায় আপনার সমকক্ষ জানি।"

হজরতের (দঃ) সহিত পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী ও কর্মের তুলনা করিলে হজরতের (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। বুদ্ধদেব একজন মহাপুরুষরূপে পরিচিত। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক ও বস্তু জগতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিতে এবং পার্থিব জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ—খাওয়াইতে পারেন নাই। তাই তিনি সংসার ত্যাগী হইয়াছিলেন। যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে প্রায় ঐ একই কথা খাটে। সাংসারিকতার সহিত আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় কেহই ঘটাইতে পারেন নাই। তা ছাড়া মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ণ সুযোগও কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের নবী মানুষ মুহাম্মদ (দঃ) মানবীয় জীবনের ব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মুহম্মদের (দঃ) সহিত কোন মহাপুরুষই তুলিত হইবার যোগ্য নহেন।

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শেষ নবী হজরত মুহম্মদের (দঃ) পূর্বে অন্যান্য পয়গম্বরগণ আগমন করিয়াছিলেন এক একটি যুগ ও এক একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠির জন্য। কিন্তু হজরত (দঃ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন বিশ্ব জগতের জন্য, সর্ব্বযুগের সর্ব্বলোকের জন্য সর্ব্বশেষ হাদীরূপে, সমাপ্তকারী পয়গম্বররূপে এবং সর্বোত্তম আদর্শ মানবরূপে। বস্তুতঃ প্রলয় কাল পর্যন্ত জগতের অনাগত অথিতিদের জন্য নবী মুহম্মদের (দঃ) হেদায়তের বাণী ও মানবতার আদর্শ সযত্ন সঞ্চিত ও রক্ষিত থাকিবে। ইছলামের প্রকাশ্য শত্রু ইংরাজ লেখক মুয়রও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, He was a master mind not only for his own age but of all Age. বস্তুতঃ হজরত (দঃ) অপেক্ষা মহত্তর মানব, শ্রেষ্ঠতর আদর্শ পুরুষ দুনিয়ার পৃষ্ঠে কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। এই কথার দ্বিতীয় অংশ যে বিশ্বাস না করিবে সে যুগ যুগ ধরিয়া ইহার সত্যতার প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকুক!

আল্লাহর নবী হজরত মুহম্মদ (দঃ) মাত্র ২৩ বৎসরের সঙ্কীর্ণ সময়ে মানব সমাজকে তাহাদের যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের জগদ্দল প্রস্তর-চাপ হইতে মুক্ত করিলেন এবং সাম্য, মৈত্রি ও প্রেমের বন্ধনে তাহাদিগকে এক করিয়া দিলেন। শ্রেণী-বিভক্ত ও পরস্পর বিদ্বেষ-দুষ্ট মানব বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইল। অভিশপ্ত ও দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পৃথিবীর বুকে পুনঃ শান্তির ঢেউ খেলিয়া গেল, স্বস্তির বাতাস বহিতে লাগিল, নববর্ষিত শান্তি-বারি পান করিয়া বুভুক্ষু ধরিত্রী তৃপ্ত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল: জয় মানবতার জয়, জয় মুহম্মদের (দঃ) জয়। দিকে দিকে, যুগে যুগে তাঁহার উপর পূত আশিস বাণী বর্ষিত হইতে লাগিল, আকাশের পরপারে নক্ষত্র জগতেও ইহার প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল। আজও তার রেশ চলিতেছে দিকে দিকে, দেশে দেশে।

কিন্তু আজিকার মুছলমান তাঁর পূত আদর্শ ও পবিত্র শিক্ষাকে কি স্মরণ রাখিয়াছে? তাহারা কি উহা অনুসরণের চেষ্টা করিতেছে? উহার শাশ্বত আলোকে নিজেদের হৃদয়কে কি তাহারা আলোকিত এবং নিজেদের জীবনকে কি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে?

না, আজিকার মুছলমান হজরতের আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার শিক্ষাকে বিস্মৃত হইয়াছে। পৃথিবীর লোক সাম্য, মৈত্রি ও প্রেমের শাশ্বত আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাই সর্ব্বত্র সমাজের বুকে দুর্নীতির অবাধ অনুশাসন, দিকে দিকে অশান্তির প্রজ্বলিত হুতাশন। আজ বিশ্বের বুকে মুহুর্মুহু আওয়াজ উঠিতেছে, শান্তি চাই! শান্তি চাই!! কিন্তু এই একান্ত কাম্য শান্তি কেহই আনিতে পারিতেছেননা, কোন জীবন আদর্শই এই অভীপ্সিত শান্তির সন্ধান দিতে পারিতেছেনা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শের পরিপন্থী পথে কস্মিনকালে

(১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সগীর, এম, এ।

সৈয়দ ভ্রাতাদের কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা—

সৈয়দ পক্ষীয়দের এই শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ২৯শে শাবান আগ্রায় গিয়া পৌছিল। এই সংবাদ পাইয়া সৈয়দ ভ্রাতারা একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কারণ, নিজামুল মুল্কের শক্তি হ্রাস না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, শুধু তাই নয়; দেলওয়ার আলী খানের ন্যায় একজন বিচক্ষণ—সেনাপতি নিহত ও একটী শক্তিশালী সৈন্য দল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তদুপরি হোসেন আলী খাঁর সমগ্র পরিবার পরিজন নিজামুলমুল্কের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কাও দেখাদিয়াছে।

হোসেন আলী খাঁ তাঁহার চিরাচরিত উগ্র স্বভাব ও ক্ষিপ্র মনোভাব অনুযায়ী প্রথমতঃ অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই পন্থাবলম্বনে কি কি বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা বর্ণনা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, উহার হাত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজামুলমুল্কের ক্রোধ প্রশমনের উপায় স্বরূপ তোষণ নীতি অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। তদনুযায়ী তাঁহারা আলীম আলী খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হইয়া নিজামুলমুল্ককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হন।

অন্য দিকে নিজামুলমুল্কের নিকট এই মর্ম্মে বাদশাহী ফরমান প্রেরিত হইল যে—দরবারের অনুমতি না লইয়া নিজামুলমুল্ক যে স্বীয় সুবাহ্ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছেন তাহা নিশ্চয় শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা সম্মত নয়। যাহা হউক, দাক্ষিণাত্যের গোলযোগের সংবাদ ক্রমাগতঃ দরবারে পৌছাইতে থাকায় সম্রাট খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। উহা শান্ত ও প্রশমিত করার জন্য মহামান্য সম্রাট নিজামুলমুল্ককে একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাগুলির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এর জন্য বকায়দা আনুষ্ঠানিক সনদ শীঘ্রই পৃথক ভাবে প্রেরিত হইবে। ফরমানে এই অনুরোধ জানান হয় যে, নিজামুলমুল্ক যেন অবিলম্বে বখ্‌শী-উল-মামলিক, আমীরুল উমারা সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ বাহাদুরের পরিবার-পরিজনকে তদীয় পালিত পুত্র—আলীম আলী খাঁর তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন।

এই সঙ্গে হোসেন আলী খাঁর স্বহস্ত লিখিত একখানা পত্রও প্রেরিত হইল। উহাতে লিখিত হইল যে, দেলওয়ার আলী খাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার পরিবার পরিজনকে হিন্দুস্তানে ফিরাইয়া আনা। কিন্তু দেলওয়ার আলী খাঁ সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এবং হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজামুলমুল্কের সহিত যুদ্ধে-

---

(১৭৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

শান্তি আসিবে না। এই প্রসঙ্গে বার বার মনে পড়ে পৃথিবীর অন্যতম মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শর সেই অবিস্মরণীয় কথা—

I believe that if a man like Muhammad were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring its much needed peace & happiness.

সত্যই রছুল ও মানুষ মোহাম্মদের (দঃ) সুমহান আদর্শের পুনর্জাগরণ ও তাঁহার প্রচারিত নীতির পূর্ণ রূপায়ণ দ্বারাই নিখিল বিশ্ব সুখ-মঞ্জিলে পরিণত হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া শয়তানীর চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছে; সে যুদ্ধে নিহত হওয়ায় খোদাতা'লার ন্যায়-বিচারই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং তাহাতে তিনি (হোসেন আলী খাঁ) প্রীতিলাভই করিয়াছেন। মহামান্য সম্রাট নিজামুলমুল্ককে দাক্ষিণাত্যের সুবাগুলির সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজামুল্ককে অভিনন্দন—জ্ঞাপন করিতেও ভুলিলেন না। সর্ব্বশেষে এই অনুরোধ জানান হইল যে, নিজামুলমুল্ক যেন মেহেরবানী করিয়া তদীয় পুত্র (পালিত) আলীম আলী খাঁর কর্তৃত্বাধীনে তদীয় পরিবার পরিজনকে হিন্দুস্তানে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাদের—রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত রক্ষীরও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নিজামুলমুল্ক ও আলীম আলী খাঁর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি

সৈয়দ দেলওয়ার আলী খাঁর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নিজামুলমুল্ক বুরহানপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে আলীম আলী খাঁও আওরঙ্গাবাদ হইতে বহির্গত হইয়া বুরহানপুর ও আওরঙ্গবাদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের ফারদাপুর নামক স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি দেলওয়ার আলী খাঁর পরাজয় ও শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিদের অনেকেই তাঁহাকে আওরঙ্গাবাদ বা তারও দক্ষিণবর্ত্তী আহ্‌মদ নগরে আশ্রয় লইয়া হোসেন আলী খাঁর দাক্ষিণাত্যে আগমনের অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ হওয়াকে কাপুরুষতা মনে করিয়া তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

আলীম আলী খাঁর সৈন্যদল লইয়া অগ্রগমনের সংবাদ পাইয়া নিজামুলমুল্ক তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি যেন যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্তি দিয়া পরিবার পরিজন সহ তাঁহার মাতুলদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত হিন্দুস্থান যাত্রা করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় নিজামুলমুল্ক বুরহানপুর হইতে শিবির উঠাইয়া উক্ত নগরী হইতে ১৬। ১৭ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত পূর্ণ নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আলীম আলী খাঁও উক্ত স্থান হইতে অল্প দূরে পূর্ণ নদীর অপর তীরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। কয়েকদিন এই অবস্থায় কাটিয়া যাইবার পর নিজামুলমুল্ক সসৈন্য উক্ত নদী পার হইয়া অপর তীরে গিয়া পৌছাইলেন। এই সময় ঘোর বর্ষাকাল। রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত। চলাফেরা এবং রসদপত্র সরবরাহ ও স্থানান্তরকরণ অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি উহা মারাঠাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার ভয়ও ছিল। এই সব কারণে রসদপত্র ভয়ানক দুর্মূল্য, এমন কি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে ঈদুল ফিতরের উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া নিজামুলমুল্ক বালাপুর নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে যথেষ্ট রসদসামগ্রী ও পশুদের খাদ্য সম্ভার মিলিয়া যাওয়ায় তাঁহার সৈন্যদলের লুপ্তপ্রায় মানসিক বল আবার ফিরিয়া আসিল।

আলীম আলী খাঁ তাঁহার পতাকা তলে বিরাট সৈন্যদল সমবেত করিতে সক্ষম হইলেন। এর জন্য তিনি অবশ্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; এবং বহু লোককে বড় বড় পদ দিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া রাজা শাহু ১৭। ১৮ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য দিয়াও আলীম আলী খাঁকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মারাঠা সৈন্যদলের অধিনায়ক রূপে আগমন করিয়াছিলেন বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও, সান্তাজী সিন্ধিয়া, খান্দুজী ধাবাড়িয়া, শঙ্করজী, মলহর, কানহুজী এবং আরও অনেকে। মুসলমান সেনাপতি ও অধ্যক্ষদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বখশী আশরাফ খান, গুলশনাবাদের (নাসিক) নায়েব-ফৌজদার মোহাম্মদী বেগ, খান আলম দখিনীর ভ্রাতা আমীন খান, সৈয়দ আলম বারহা প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিজামুলমুল্ক কর্তৃক সম্রাটের ফরমানপ্রাপ্তি ও উহার জওয়াবপ্রদান

ইতিমধ্যে সম্রাটের ফরমান ও হোসেন আলী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খাঁর লিখিত পত্র আসিয়া পৌঁছিল। নিজামুলমুল্ক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহাকে যথাবিধি তাজিম, সম্মান ও আড়ম্বর সহকারে গ্রহণ করিলেন। বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে উহা পঠিত ও উহার মর্ম্ম ঘোষিত হইল। শাহী ফরমানের এক প্রস্থ নকল কাজীর মোহরাঙ্কিত করিয়া আলীম আলী খাঁর নিকটও প্রেরিত হইল। উহার সহিত নিজামুলমুল্কও একখানা পত্র দিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, এক্ষণে যখন নিজামুলমুল্কই শাহী ফরমানের বদওলতে দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন আলীম আলী খাঁর পক্ষে যুদ্ধ করা শুধু নিরর্থক নয়, অপরাধজনকও বটে। সুতরাং সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়াই এক্ষণে আলীম আলী খাঁর কর্ত্তব্য। আর যদি তিনি হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চান তাহা হইলে নিজামুলমুল্ক উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষী দিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

মূলতঃ এই শাহী ফরমানের বলে নিজামুলমুল্কের আইনগত ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পূর্ব্বে তিনি আইনের চক্ষে ছিলেন একজন রাজদ্রোহী। কিন্তু এই ফরমানের বলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ওলট পালট হইয়া গেল। তিনি হইয়া গেলেন আইনতঃ নিযুক্ত গভর্ণর, সম্রাটের পক্ষাবলম্বী ও সম্রাটের ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সমর-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ব্যক্তি। আর আলীম আলী খাঁ হইয়া গেলেন রাজদ্রোহী। এই ফরমানের সংবাদ শুনিয়া স্থানীয় জননেতা ও নায়কদের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। পাছে তাঁহারা আলীম আলী খাঁর পক্ষে থাকায় রাজদ্রোহীর পর্য্যায়ভুক্ত হন, এই আশঙ্কায় অনেকে স্বতঃই নিজামুলমুল্কের বশ্যতা স্বীকারে আগাইয়া আসিলেন।

বাদশাহী ফরমানের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া উহার জওয়াবে নিজামুলমুল্ক এক সুদীর্ঘ্য পত্র লিখিলেন। মারাঠাদের অভ্যুত্থানে বিশেষ চিন্তিত হইয়া তিনি উহাদের দমনের জন্যই মালব হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন— এই কথাই তিনি উহাতে বিশেষ জোরের সহিত লিখিলেন। তিনি আরও লিখিলেন—যে আমীরুল-উমারা হোসেন আলী খাঁর পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তাই— তাঁহাকে আরও বেশী বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিষয়টী অত্যন্ত জরুরী বলিয়া এবং রাজধানী হইতে তথাকার দূরত্বের কথা চিন্তা করিয়া তিনি এর জন্য বকায়দা দরবারের অনুমতি লইবার সুযোগ পান নাই। যাহা হউক, তাঁহার আগমনে শত্রু পক্ষ ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সংসারের মায়া খেলা পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র মক্কাধামে হজ্জ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শাহান শাহ্ সম্রাট যখন তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের মত বিপদ সঙ্কুল দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সম্রাটের একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত খাদেম হিসাবে উহা গ্রহণ না করার মত স্পর্দ্ধা তাঁহার নাই।

আমীরুল-উমারা হোসেন আলী খাঁর নিকটও তিনি এক খণ্ড লম্বা চিঠি উত্তর স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। তিনি উহাতে লিখিলেন যে, আমীরুল-উমারা ও তাঁহার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব রহিয়াছে এ কথা জানা সত্ত্বেও এবং তাঁহার (নিজামুলমুল্কের) সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সৈয়দ দেলওয়ার আলী খাঁ তাঁহার উপর আক্রমণ করেন এবং উহার ফলেই দেলওয়ার খাঁর মৃত্যু ঘটে। মারাঠাদের দমন এবং আওরঙ্গাবাদে অবস্থিত আমীরুল-উমারার পরিবার পরিজন-দিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্য— অভিযানে বাধ্য হইয়াছেন। এই কথার পুনরুল্লেখ করিলেন। আল্লাহতালার অনুগ্রহে সত্য ঘটনা উদ্-ঘাটিত হওয়ার জন্য তিনি শোকরিয়া আদা করেন। সর্ব্বশেষে তিনি জানান যে, তিনি শীঘ্রই আওরঙ্গা-বাদে উপনীত হইবার আশা পোষণ করেন এবং তথায় পৌঁছিবা মাত্র আমীরুল-উমারার পরি-বারবর্গকে যথা সাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত হিন্দুস্তানে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বালাপুরের যুদ্ধ : আলীম আলী খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু—

বালাপুর নগরী হইতে ২।৩ মাইল দূরে এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উন্মুক্ত প্রান্তরে ৬ই শাওয়াল, ১১৩২ হিজরী (১০ই আগষ্ট, ১৭২০ খৃঃ) নিজামুলমুল্ক ও আলীম আলী খাঁর মধ্যে প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে আলীম খাঁ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি যে হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা—করিতেছিলেন, উহার মাহুত নিহত হয়। আর এক বার তাঁহার হস্তী হঠাৎ জলাভূমির মধ্যে পতিত হওয়ায় কর্দমে ভীষণ ভাবে আটকাইয়া যায়। বহু কষ্টে হস্তিটী ঐ স্থান হইতে উঠিয়া আসে। তথা হইতে উঠিয়া আসার পরই তাঁহার পক্ষের অন্যতম প্রধান সেনানী মুতাব্বর খাঁর মৃত দেহই আলীম আলী খাঁর প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত শরে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া হস্তিটী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। আলীম আলী খাঁর সমস্ত শরীরও শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁর দেহ হইতে অবিশ্রান্ত রক্তপাত হইতে ছিল। তখন তিনি হাওদার উপর বসিয়া শত্রুপক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হস্তী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে পারে কিন্তু আমি তাহা কখনই করিব না।" তিনবার তিনি নূতন করিয়া আক্রমণ পরিচালনা করিলেন। কিন্তু কোন বারই নিজামুলমুল্কের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহার তূণের শর নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গাত্রে যে সব শর বিদ্ধ হইয়াছিল সেইগুলি উৎপাটন করিয়া তিনি শত্রুপক্ষের উপর উহা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজামুলমুল্ক পক্ষীয় এক সেনানীর তরবারির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কয়েকটী অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থাতেও নিরুৎসাহিত না হইয়া তিনি ৪র্থ বার আক্রমণ করেন। এইবার নিজামুলমুল্কের নিক্ষিপ্ত শরে তিনি পুনরায় ভীষণভাবে আহত হন এবং ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় ইখতিয়াস খানের তরবারির আঘাতে তাহার শির ছিন্ন হইয়া যায়।

আলীম আলী খাঁর পক্ষীয় ১৭।১৮ জন প্রধান প্রধান সেনানী নিহত হয়। অগণিত সাধারণ সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। আহতদের সংখ্যা আরও বেশী। কিন্তু নিজামুলমুল্ক পক্ষে এক মাত্র—সৈয়দ সোলায়মান ছাড়া অন্য কোন প্রধান সেনানী নিহত হয় নাই। মোহাম্মদ কাসেম আওরঙ্গাবাদী বলেন যে, আলীম আলী খাঁ নিহত না হইলে নিজামুলমুল্কের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিত। আলীম আলী খাঁর অধীনস্থ সৈন্য দলের তুলনায় নিজামুলমুল্কের সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। তাহা ছাড়া নিজামুলমুল্কের পশ্চাতে মারাঠারাও ওঁত পাতিয়া বসিয়া ছিল। মারাঠা সেনানীদের মধ্যে শঙ্করজী আহত অবস্থায় বন্দী হন এবং ৬৩৪ জন মারাঠা সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়।

আলীম আলী খাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ যখন আওরঙ্গাবাদে গিয়া পৌছাইল তখন সৈয়দ বংশীয় মহিলাদের মধ্যে কি প্রকার ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা উক্ত স্থান হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে—অবস্থিত দৌলাতাবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। যদিও উক্ত দুর্গাধ্যক্ষের পদ মর্য্যাদা—হোসেন আলী খাঁ হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন তথাপি তিনি সঙ্কটকালে এই বিপন্ন মহিলা দলকে ঐ দুর্গে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

এই যুদ্ধ জয়ের পর নিজামুলমুল্কের মুকাবেলা করার মত আর কেহ তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রহিলেন না।

সম্রাট সহ হোসেন আলী খাঁর দক্ষিণা পথ অভিমুখে যাত্রা

২২শে শওয়াল (২৬শে অগাষ্ট, ১৭২০ খৃঃ) দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহীরা সৈয়দ আলীম আলী খাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ লইয়া আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিল। এই সংবাদে সৈয়দ ভ্রাতারা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। জেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ খাঁর মানসিক অবস্থা এতদূর দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি এই শোকজ্ঞাপক ও হৃদয়বিদারক পত্রখানা পাঠ করিতে পারিলেন না। পত্রবাহকের প্রমুখাৎ তিনি মোটামুটি খবর

www.ahlehadeethbd.org

জানিয়া লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহ্যিক ভাবে খুব শান্ত ও সংযত ভাব দেখাইয়া এই আঘাত সহ্য করিবার ভান করিলেন। কিন্তু শোকাবেগ দমন করিতে সক্ষম না হইয়া উভয় ভ্রাতাই দরবার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। মূলতঃ এই সংবাদে আবদুল্লাহ খাঁ অপেক্ষা হোসেন আলী খাঁই বেশী চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দৌলতাবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে তাঁহার পরিবারবর্গের আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত তিনি মোটেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিলেন না।

এই অবস্থায় ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শের পর মরামর্শ চলিল। মোহাম্মদ আমীন খাঁ চীন, নিজামুলমুল্কের স্ববংশীয় ও স্বগোত্রীয় হওয়ায় তাঁহাকে নিহত করিয়া আলীম আলী খাঁর মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ করার কথা উঠিল। কিন্তু তাহা করিতে গেলে সংখ্যা ও শক্তিতে পরাক্রমশালী মোগল পার্টি তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে এই আশঙ্কায় উহা হইতে নিরস্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্যে সৈয়দ ভ্রাতাদের এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মনে মনে খুব প্রীতি লাভ করিলেও মোহাম্মদ আমীন খাঁ সৈয়দ ভ্রাতাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রকাশ্য ভাবে নিজামুলমুল্কের অজস্র নিন্দা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, হোসেন আলী খাঁ সম্রাট সহ দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিবেন এবং উত্তর ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য আবদুল্লাহ খাঁ রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন। এই সময় হোসেন আলী খাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আবদুল্লাহ খাঁ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হোসেন আলী খাঁ জিদ করিতে লাগিলেন যে, সম্রাটের সহিত সাম্রাজ্যের ২২টী সুবার দেওয়ান বখশী ও সদরুস্‌সুদুরের সমগ্র অফিস ও কর্ম্মচারীবৃন্দ দাক্ষিণাত্যে যাইবে। আবদুল্লাহ খাঁ ইহাতে দারুণ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, হিন্দুস্তানের ৪টী সুবা যথা আকবরাবাদ (আগ্রা), আহমদাবাদ, আজমীর ও মালব এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টী সুবার সমগ্র অফিস দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের অনুগমন করিবে। তদনুযায়ী ১০ই জিলকদ তারিখে আবদুল্লাহ খাঁ সম্রাট ও তাঁহার ভ্রাতাকে যথাবিধি বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া দিল্লীর দিকে যাত্রা করিলেন।

হোসেন আলী খাঁ অন্ততঃ ১ এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের সংকল্প করেন এবং তজ্জন্য বারহা সৈয়দ ও আফগানদিগকে তদীয় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু পুরাতন ও নব সৈন্য দল মিলিয়া উহাদের সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক হইল না।

এই সৈন্যদল রণ সামগ্রী ও বহু আমীর ওমারা সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতে হইতে ৬ই — জিলহজ আগ্রা হইতে ৭৫ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত টোডাভীম নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে হোসেন আলী খাঁ ও তাঁহার তৎকালীন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আমীন খাঁ চীনের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে সদ্ভাব বজায় ছিল। মোহাম্মদ আমীন খাঁ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র কোমরউদ্দিন খাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি মীর বখশীর পরিবারবর্গকে দাক্ষিণাত্য হইতে লইয়া— আসার ব্যবস্থা করিতে চান। সুতরাং তাঁহার মতে নিজামুলমুল্কের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু হোসেন আলী খাঁ দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অবশ্য মোহাম্মদ আমীন খাঁ তাঁর অতি বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সৈয়দদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিবেন। হোসেন আলী খাঁও এই সম্ভাবিত বিপদ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে এই মোগল দলপতিকে (অর্থাৎ মোহাম্মদ আমীন খাঁকে) সঙ্গে রাখা বা পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া সমান বিপজ্জনক ছিল। তাই তিনি আমীন খাঁকে সঙ্গে রাখিয়া সদ্ব্যবহার ও মিষ্ট সম্ভাষণের দ্বারা তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। মোগল সৈন্যদের বেতনের নাম করিয়া তাঁহাকে বহু অর্থও প্রদান করা হয়। ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুলদস্তায়ে হাদীছ

কোরআন ও হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসরণ।

মোহাম্মদ ফিল্লুর রহমান আনছারী।

১। মুছলিম জননী হযরত আয়শা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অত্র বিষয়ে অর্থাৎ ইছলামের বিধি ব্যবস্থার মধ্যে নিজের তরফ হইতে নূতন কিছু আবিষ্কার করিল— যাহার কোন সূত্র বা প্রমাণ উক্ত ইছলামী ব্যবস্থার মধ্যে নাই তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যান-যোগ্য। (বুখারী ও মুছলিম)

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلعم من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - (متفق عليه)

২। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অতঃপর নিশ্চয় সর্ব্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়তের পথ হইল রছুলুল্লাহ (দঃ) এর প্রদর্শিত পথ, আর ইছলামের মধ্যে সর্বপ্রকার নবাবিষ্কৃত কার্য্যকলাপ অত্যন্ত মন্দ ও নিন্দনীয় এবং ইছলামের নামে এই রূপ নব আবিষ্কৃত বিষয় সমূহই বিদ্‌য়াৎ। (ইছলামি পরিভাষায় বিদ্‌য়াৎ ঐ সমস্ত কার্যকে বলা হইয়া থাকে যাহা ছওয়াব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় অথচ কোরআন ও ছুন্নাহর মধ্যে তাহার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই।) আর প্রত্যেক বিদ্‌য়াতই গুমরাহি ও পথভ্রষ্টতা। (মুছলিম)

(٢) وعن جابر قال قال رسول الله صلعم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمد صلعم و شر الامور محدثاتها و كل بدعة ضلالة - (مسلم)

৩। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন—হুজুর ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার সমস্ত উম্মতই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে কিন্তু যে অস্বীকার করিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কে সে অস্বীকারকারী? তিনি বলিলেন, যে আমার অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকার করিল সে স্বর্গোদ্যানের অধিকারী হইল— আর যে নাফরমানি এবং অবাধ্যতাচরণ করিল সে অস্বীকারীদলের অন্তর্ভুক্ত হইল। (বুখারী)

(٣) وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل و من ابى قال من اطاعنى دخل الجنة و من عصانى فقد ابى - (البخارى)

www.ahlehadeethbd.org

(٣) وعن جابر قال جائت ملائكة الى النبى صلى الله عليه وسلم - وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادبة وبعث داعيا فمن اجاب الداعى دخل الدار واكل من المادبة ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يا كل من المادبة فقالوا اولوها له يفقهها قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعى محمد صلعم فمن اطاع محمدا اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس - (البخارى)

৪। হযরত জাবের (রাঃ)-হইতে রেওয়ায়েত আছে, তিনি বলিয়াছেন হযরত নবীয়ে করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামের ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েকজন স্বর্গীয় দূত আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, তোমাদের এই ছাহেবের জন্য একটি উপমা আছে, সেটি তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়া দাও। উক্ত ফেরেশ্‌তা-গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, তিনিত নিদ্রামগ্ন। তদুত্তরে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, তাঁহার চক্ষু নিদ্রিত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর — ফেরেশ্‌তাগণ বলিতে লাগিলেন—ইঁহার উপমা সেই ব্যক্তির মত যে একখানা মনোরম বাড়ী প্রস্তুত করিল এবং তাহাতে নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য আদর আপ্যায়ন ও আহার বিহারের সমস্ত রকম বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া একজন দাওয়াৎকারীকে পাঠা-ইয়া দিল। যে ব্যক্তি উক্ত দাওয়াৎকারীর দাওয়াৎ কবুল করতঃ যথা সময়ে উপস্থিত হইল, সে উক্ত ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল এবং চর্ব্যচোষ্য খাদ্য ভক্ষণে পরিতৃপ্ত ও আপ্যায়িত হইল আর যে ব্যক্তি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না, সে হতভাগ্য, সে ঘরে প্রবেশও করিতে পারিল না এবং ভাগ্যে তাহার কিছুই জুটিলনা। ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে কেহ বলি-লেন, এই উদাহরণের তাৎপর্য্য ইঁহাকে বুঝাইয়া— বলুন—কেহ বলিলেন ইনি নিদ্রিত, কেহ বলিলেন, চোখ নিদ্রিত হইলেও দিল ইঁহার সদা-জাগ্রত। অতঃপর তাঁহারা উহার তাৎপর্য বর্ণনা করিলেন যে, বাড়ী হইল জান্নাত, দাওয়াৎকারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (দঃ) এর বশ্যতা স্বীকার করিল, সে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করিল আর যে তাঁহার নাফরমানী করিল সে আল্লাহর না ফরমানি করিল। মুহাম্মদ (দঃ) হইলেন মানুষের মধ্যে পার্থকাকারী—অর্থাৎ যাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিল তাহারা হইল সত্যাশ্রয়ী এবং সঠিক পথের অনু-গামী, আর যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার অনুসরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল তাহারা হইল পথ ভ্রষ্ট এবং আল্লাহর মনোনীত দীন হইতে বহু দূরে অবস্থিত। (বুখারী)

www.ahlehadeethbd.org

(৫) وعن انس قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبى صلعم يسئلون عن عبادة النبى صلعم فلما اخبروا بها كانهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبى صلعم ؟ وقد غفرالله ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم اما انا فاصلى الليل ابدا و قال الاخر انا اصوم النهار ابدا ولاافطر و قال الاخر انا اعتزل النساء فلم اتزوج ابدا فجاء النبى صلعم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا ما والله انى لاخشاكم الله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى — (متفق عليه)

৫। হযরত আনাছ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, এক সময়ে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) এর সহধর্ম্মিনী মুছলিম জননীগণের নিকটে তিন ব্যক্তি হযরতের ইবাদত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগতি লাভের জন্য আগমন করিল। যখন তাহারা রছুলুল্লাহ্ (দঃ) ইবাদত সম্বন্ধে সম্যক অবগত হইল তখন উহাকে তাহারা যেন খুব সামান্য মনে করিল। তৎপর তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, কোথায় আমরা? আমাদের তুলনা নবী (দঃ) এর সঙ্গে? যাঁহার অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন তাঁহার সহিত আমদের তুলনা? অতঃপর তাহাদের একজন বলিল, আমি হামেশা সারা রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িব, দ্বিতীয় জন বলিল আমি সমস্ত জিন্দেগী দিনে রোজা রাখিয়া কাটাইব, কখনও রোজা ভাঙ্গিব না, অপর জন বলিল আমি চির জীবন নারী সংসর্গ হইতে পৃথক থাকিব, কখনও বিবাহ করিবনা। এমন সময় রছুলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া ফরমাইলেন, তোমরাই কি সেই যাহারা এরকম এরকম উক্তি করিতেছিলে? সাবধান হও! খোদার শপথ, আমি তোমাদের চাইতে বেশী আল্লাহ্কে ভয় করি এবং তাঁহার জন্য আমি অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন আর অধিকতর পরহেযগারী করিয়া থাকি কিন্তু তথাপি আমি কখন রোজা রাখি, কখন রাখিনা, রাত্রিতে নামাযও পড়ি ঘুমাইয়াও থাকি আর আমি বিবাহও করিয়া থাকি. অতএব জানিয়া রাখ: যে ব্যক্তি আমার ছুন্নতকে ইন্কার ও অবজ্ঞা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইবে সে কখনও আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য এবং মুছলিম দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেনা। (বুখারী ও মুছলিম)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বোখারীর ইন্তেকাল

আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন,--বাসুদেবপুরী।

ইতিপূর্বে ইমাম বোখারী কর্তৃক তদানিন্তন শাসনকর্তা খালেদ বিন্ আহমদ জহলীর পুত্রগণের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার আবেদন প্রত্যাখ্যান এবং ফলে ইমামুল মোহাদ্দেছীনকে তাঁহার রোষানলে পতিত হওয়া এবং অবশেষে 'বাধ্যতামূলক ভাবে জন্মভূমি বোখারা পরিত্যাগ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার মর্মান্তিক পরিণতির কথা বিবৃত হইবে।

ইমাম ছাহেব বোখারা হইতে বহির্গত হইয়া বয়কন্দ নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ষড়যন্ত্রকারীরদল তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদের কথা রাষ্ট্র করিতে কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও প্রচারিত হইল, ইমাম ছাহেব কোরআনের রচনাগুলিকে খোদার মখলুক বা সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন। কাজেই তাঁহার আগমনের পূর্বেই বয়কন্দবাসীগণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইমাম ছাহেবের ভক্ত ও অনুরক্তগণ তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করিলেন। অপর দিকে মুফ্‌ছেদ বা দাঙ্গাসৃষ্টিকারীর দল যবনিকার অন্তরালে নিজেদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিল। ইমাম ছাহেব এইরূপ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ইতিমধ্যে সমরকন্দবাসীগণ ইমাম বোখারী ছাহেবের বয়কন্দ পৌছিবার সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে সমরকন্দে শুভপদার্পণ পূর্বক তথাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরববর্ধনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। ইমাম ছাহেব তাঁহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া সমরকন্দের নিকটবর্তী খরতঙ্গ خرتنگ নামক নিভৃত পল্লীতে তাঁহার এক নিকট-আত্মীয় গালেব বিন্ জিবরিলের গৃহে যাইয়া অতিথি স্বরূপ অবতরণ করিলেন। (১)

আবদুল কুদ্দুছ বিন্ আল্ মোখতার* বর্ণনা করিতেছেন—ইমাম ছাহেব খরতঙ্গে উপস্থিত হইবার পর এক দিবস আমি তাঁহাকে তাহাজ্জুদের নামাজান্তে প্রার্থনা করিতে শুনিলাম।

اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت

فاقبضنى اليك -

"হে অগতির গতি, খোদা! তোমার সৃষ্ট ভূখণ্ড এত বিস্তীর্ণ হওয়া স্বত্বেও আজ আমার জন্য অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে আমার টিকিবার আর স্থান নাই। অতএব হে মঙ্গলময়, আমাকে তুমি নিজ সন্নিধানে ডাকিয়া লও।" আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তাঁহার কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন এবং কিছুদিন পরই তাঁহাকে তাঁহার অনন্ত সান্নিধ্যে ডাকিয়া লইলেন।

গালেব বিন জিবরীল বলিতেছেন— ইমাম ছাহেব কিছুদিন পর্যন্ত সুস্থাবস্থায় আমার গৃহে অবস্থান করিবার পর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় সমরকন্দবাসীগণের পক্ষ হইতে উপর্যুপরি দরখাস্ত আসিতে আরম্ভ হয় এবং বিশেষ তাকীদ সহকারে সমরকন্দ উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। তিনি এই অবস্থায়ই তথায় গমন করিবার জন্য উদ্যত হন। এমন সময় জানিতে পারিলেন যে, বোখারার অগ্নিশিখা লেহিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমরকন্দকেও গ্রাস করার জন্য ধাবিত হইয়াছে এবং বয়কন্দের ন্যায় তথাকার অধিবাসীগণ দুই দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় তিনি নিরুপায় হইয়া হস্তোত্তলন পূর্বক খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

---

(১) مقدمة الفتح

www.ahlehadeethbd.org

এই মত বিরোধের পর সমরকন্দবাসীগণ সম্মিলিত ভাবে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, ইমাম ছাহেবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সর্বৈ মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুজব মাত্র তখন সকলে একমত হইয়া পরম আগ্রহে ইমাম ছাহেবকে সমরকন্দে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইমাম ছাহেব তাহাদের আগ্রহ দৃষ্টে তথায় যাইতে রাজি হইলেন এবং ছওয়ারী আনার অনুরোধ জানাইলেন। ছওয়ারী হাযির করা হইলে তিনি মুজা ও উষ্ণিষ পরিধানপূর্বক দুই ব্যক্তির স্কন্ধদেশে ভর করিয়া উহাতে আরোহণের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৫।২০ পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দাও আমার দুর্বলতা বাড়িয়া চলিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই স্থানেই বসান হইল। ইমাম ছাহেব উপরের দিকে দুই হাত তুলিয়া কাতর কণ্ঠে ও আকুল ভাষায় আল্লাহ তা'লার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন। অতঃপর তিনি শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর হইতে অবিরল ভাবে অজস্রধারায় ঘর্ম ছুটিতে লাগিল। তার পরক্ষণেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল! ইছলাম গগনের পূর্ণ শশধর ২৫৬ হিঃ সালের ঈদুল ফিৎরের রাত্রিতে ১৩ দিবস কম ৬২ বৎসর বয়সে চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল !! সহস্র সহস্র বন্ধু বান্ধব এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুরক্তদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ও অশ্রুজলে ভিজাইয়া মোহাম্মদ ইব্‌নে ইছমাইল বোখারী অনন্ত অমরধামে চিরসুন্দর, চির মনোহর শান্তি নিকেতন পানে চির বিশ্রাম লাভ লালসায় মহাপ্রস্থান করিলেন !!! (১) ان لله و ان اليه راجعون

তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার পরও অনবরত ঘর্মস্রাব প্রবাহিত হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া কাফনাবৃত করা হইল। এখন কোথায় তাঁহাকে সমধিস্থ করা হইবে তাহা লইয়া মত বিরোধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ তাঁহার মৃতদেহ সমরকন্দ লইয়া গিয়া সমাহিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ তাহার বিরোধিতা করিলেন। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর সর্বসম্মতিক্রমে মৃত্যুস্থান খরতাঙ্গ পল্লীর নিভৃত কোণে তাঁহার সমাধি রচনার কথাই স্থিরীকৃত হইল। পবিত্র ঈদুল ফিৎরের দিবস জোহরের নামজান্তে তাঁহাকে চির বিশ্রাম কক্ষে শয়ণ করাইয়া সকলে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। (১)

একজন কবি মহামতি বোখারীর জন্মমৃত্যু সন ও বয়স নির্ণয়সূচক নিম্নোক্ত দুইটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন :—

كان البخارى حافظا ومحدثا —
جمع الصحيح مكمل التحرير —
ميلاده صدق و مدة عمره
فيها حميد و انقضى فى نور —

ইমাম বোখারী হাফেয ছিলেন ও মুহাদ্দেছ ছিলেন। তিনি ছহিহ্ বোখারী সঙ্কলন করেন যাহা একটি পূর্ণাঙ্গ-গ্রন্থ। জন্ম তাঁহার ১৯৪ হিঃ, মৃত্যু ২৫৬ হিঃ, বয়স ৬২ বৎসর।

ইমাম ছাহেবকে সমাধিস্থ করার পর তাঁহার সমাধি স্থান হইতে এইরূপ মহা সৌগন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল যে, উহার তীব্র সুমিষ্ট গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। ঐতিহাসিকগণ সেই সুগন্ধিকে কস্তুরী গন্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন এই সৌরভের কথা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন দূর দূরান্তর ও দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোক উহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য উপস্থিত হইল এবং সত্যসত্যই উহা দেখিতে পাইয়া সেই সুগন্ধিযুক্ত মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ফলে সমাধিস্থলের মৃত্তিকা নিঃশেষিত হওয়ার উপক্রম হইল। এই অবস্থা দর্শনে খরতাঙ্গ পল্লীর অধিবাসীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল।

(১) تذكرة الحفاظ

(১) الفوايد الدراري - مقدمة الفتح - الطبقات الكبرى

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাদের ভয় হইল—যদি সমাধিগাত্র হইতে এইরূপে মৃত্তিকা অপসারিত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাতে এক মুষ্টি মৃত্তিকাও অবশিষ্ট থাকিবেনা। অগত্যা বাধ্য হইয়া সমাধি রক্ষার জন্য চতুর্দিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দেওয়া হইল। (১)

অররাক বলিতেছেন ইমাম ছাহেব অন্তিমকালে ওছিয়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন ছুন্নত মোতাবেক ৩ খণ্ড বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হয় এবং তন্মধ্যে কোর্তা ও উষ্ণিষ না থাকে।.....

খতিব আপন সূত্রের সহিত আবদুল ওহেদ বিন আদম তওয়াবেসীর একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন; এক দিবস আমি হযরত রছুলুল্লাহকে (দঃ) একদল সহচরের সহিত স্বপ্নযোগে দর্শন করিলাম। তিনি কোন ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় একস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি ছালাম অভিবাদনের পর আরয করিলাম, হুজুর, কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন, انتظر محمد بن اسمعيل আমি মোহাম্মদ বিন্ ইছমাঈলের অপেক্ষায় রহিয়াছি। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর আমি ইমাম বোখারীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইলাম। তখন আমি আমার স্বপ্ন তারীখ ও সময় মিলাইয়া দেখিলাম, ঠিক সেই দিবস এবং সেই সময়েই ইমাম ছাহেবের ইন্তেকাল ঘটিয়াছে।

ইয়াহুইয়া বিন জাফর বয়কন্দী বলিতেছেন, ইমাম বোখারীর মৃত্যুতে যেন বিদ্যারই মৃত্যু ঘটিল।

আল্লামা ওলিউদ্দীন ইরাকী (মেশ্‌কাতপ্রণেতা) একমাল اكمال গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী কারী মিরকাত (مرقاة شرح مشكوة) মধ্যে লিখিয়াছেন, ইমাম বোখারী কোন সন্তান রাখিয়া যান নাই। এস্থলে আল্লামা আজালুনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, যদি ইমাম ছাহেবের কোন সন্তানই না থাকিবে তাহা হইলে তাঁহার আবু আবদুল্লাহ কুনিয়াত কিরূপে ছহিহ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বয়ং বলিতেছেন যে, কুনিয়াতের জন্য সন্তান থাকিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। আরবের পুরাতন প্রথানুসারে পিতামাতা আপনাপন পুত্রকন্যাগণের শিশু অবস্থাতেই এইরূপ কুনিয়াত রাখিয়া দিতেন। ইহার বহু নজির বিদ্যমান রহিয়াছে।

আল্লামা আজালুনী ছাহেব ইমাম ছাহেবের দ্বার পরিগ্রহ সম্বন্ধেও সন্দেহ পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, যদি বাস্তবিক পক্ষে ইমাম ছাহেব পাণিগ্রহণ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উহার—উল্লেখ থাকিত।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইতিহাস ও জীবনী লেখকগণকে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেই হইবে, এমন কোন বাধাধরা নিয়ম নাই। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে এমন শত শত নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধে আদৌ কিছুই উল্লেখ নাই। সুতরাং ইমাম বোখারী বিবাহ করেন নাই, এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তবে তাঁহার কোন সন্তান ছিল না একথা ঠিক। ইমাম ছাহেব তাঁহার ঔরসজাত কোন সন্তানাদি রাখিয়া যান নাই বটে কিন্তু ইছলাম জগতে তাঁহার হাজার হাজার আধ্যাত্মিক—(روحانى) সন্তান বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কিয়ামত কাল তক্ থাকিবে।

ইমাম ছাহেবের আকস্মিক ইন্তেকালে সমসাময়িক বিদ্বজ্জনমণ্ডলী গভীর শোকপ্রকাশ করেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইয়াহুইয়া বিন জাফর বয়কন্দী বলেন, ইমাম বোখারীর মৃত্যুতে যেন স্বয়ং বিদ্যারই মৃত্যু ঘটিল।

তাঁহারা সম্বন্ধে সমসাময়িক এবং পরবর্তী—বিশিষ্ট বিদ্বানগণের কতিপয় অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইমাম আবু হাতেম রাযী বলেন :—খোরাসান মধ্যে ইমাম বোখারীর তুল্য উচ্চশ্রেণীর হাফেয—

(১) مقدمة فتح الباري

www.ahlehadeethbd.org

আর কোন ব্যক্তি হন নাই এবং তাঁহার ন্যায় বিদ্বান কোন ব্যক্তি খোরাসান হইতে ইরাক অভিমুখে আগমন করেন নাই।"

হোছাইন আজলী বলেন, আমি ইমাম বোখারী ও ইমাম মোছলেম হইতে শ্রেষ্ঠ হাফেযুল হাদীছ অপর কাহাকেও দেখি নাই। ইমাম মোছলেম সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু তবু ইমাম বোখারীর ন্যায় মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই।"

আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী ছাহেবুছ্‌ছনান বলেন, "আমি পবিত্র হারামায়ন, হেজাজ, শাম, ইরাক প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু উচ্চ শিক্ষিত ওলামাগণের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইয়াছি, কিন্তু ইমাম বোখারীর ন্যায় সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত অপর কাহাকেও প্রাপ্ত হই নাই।"

আবুহাতেম বিন মনছুর বলেন, "ইমাম বোখারী বিদ্যা ও বহুদর্শিতার জন্য খোদাতা'লার একটি মহৎ নিদর্শন স্বরূপ ছিলেন।"

আবু সোহায়ল বলেন—"আমি মিছরের ত্রিশাধিক অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিকে এ কথা—বলিতে শুনিয়াছি যে, দুনিয়ার মধ্যে আমাদের এক মাত্র কার্য্য এই যে, আমরা ইমাম বোখারীকে—স্বচক্ষে দর্শনলাভ করি এবং তাঁহার যিয়ারতে আমাদের চক্ষু জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে।"

ইমাম মোহাম্মদ বিন ইছহাক বিন খোজায়মা বলেন, "হযরত রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীছ শাস্ত্রের আলেম ইমাম বোখারী হইতে শ্রেষ্ঠ আকাশের নিম্নে আর কেই নাই।"

হাফেয মুছা বিন হাম্মাল বলেন, "যদি জগতের মুছলমানগণ একত্রিভূত হইয়া ইমাম বোখারীর ন্যায় একজন লোক দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও কখনও সমর্থ হইবে না।"

পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে হাফেয ইব্নে হযর ইমামুল মোহাদ্দেছীন সম্বন্ধে বলেন, "ইমাম বোখারীর প্রশংসা কীর্তন করিতে যাইয়া যদি পরবর্তীগণের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে কাগজ শেষ হইয়া যাইবে এবং আয়ু নিঃশেষিত হইবে তবু উহা শেষ হইবে না। ইহা গভীর সমুদ্র বিশেষ…।"

আল্লামা আয়নী বলিতেছেন—"ইমাম বোখারী ছাহেব বিখ্যাত হাদীছ কণ্ঠস্থকারী ও হাদীছ সংরক্ষক ছিলেন। হাদীছের দোষগুণ নির্ণয়কারী, বহুদর্শী ও খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইমাম ছিলেন এবং মুছলমানগণের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ওলামাগণ তাঁহার সম্মান ও ফযিলতের অকুণ্ঠ গুণগান করিয়া গিয়াছেন।"

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ("রদ্দুল মোহ্‌তার শরাহ দোর্‌রে মোখতার" প্রণেতা) লিখিতেছেন, "ইমাম বোখারী হযরত নবীয়ে করিমের (দঃ) মোজেজা সমূহের একটি মোজেজা স্বরূপ ছিলেন এই জন্য যে, হযরতের (দঃ) উম্মতের মধ্যে এমন একজন অদ্বিতীয় ও অনুপম ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার অস্তিত্ব দুনিয়ায় এক অতি মহান নেয়ামত রূপে পরিগণিত। তিনি হাদীছ শাস্ত্রে আমিরুল মোমেনিন, ছুলতানুল মোহাদ্দেছীন, ইমাম ও মুজতাহেদ ছিলেন এবং সমালোচক ও বহুদর্শী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং যোগ্যতা ও গৌরবমণ্ডিত পদমর্যাদা সম্বন্ধে পৃথিবীর সম্ভ্রান্ত বিদ্বানগণ সকলেই একমত হইয়াছেন। *

* عقود اللئالى فى مسند العوالى - مطبوعة مصر

www.ahlehadeethbd.org

আহ্বান

কবি শেখর জহির-বিন-কুদ্দুস।

আল্লাহো আকবর, — আল্লাহো আকবর,
আল্লাহো আকবর,— আল্লাহো আকবর॥
সাক্ষী আমি আল্লাহ ছাড়া নাই প্রভু আর,
আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নাহি পূজিবার।
প্রেমময় খোদা তিনি, প্রেম দিয়ে আপনার,
সৃজিলেন নররূপে প্রতিভূকে দুনিয়ার।
খেলাফতে আসমানী মুসলিম অধিকার,
প্রাণ ভরে বল তাই,— আল্লাহো আকবর।
শেষ নবী আহমদ আল্লাহর খাস দান,
দুনিয়ায় ইছলামে করিলেন প্রাণবান।
সাক্ষী আমি চিরজীবি নবীজির ওহি-এলহাম,
ডাক তাই আল্লাহকে মুসলিম ছোবে-সাম।
ফিরে এস পিছে ফেলে বন্ধন লালসার,
অবহেলি দুনিয়াকে আল্লাহকে ডাকিবার।
শাসনের বেড়াজাল, দুনিয়ার বাদশাই ;
ক্ষণিকের প্রলোভনে শান্তি কখন নাই।
জীবনের প্রয়োজন দুনিয়ায় নহে শেষ,
আল্লাহর দরবারে ফিরে যাবে অবশেষ।
এক তিনি লা'শারীক, ডাক তারে আরবার
ওই শোন তকবির,— "আল্লাহো আকবর।"

সোওয়ার

— কে, এম, আবদুর রহিম

আমার এ ঘোড়া পথে চলে আজ কাফেলার আগে আগে,
যে-পথ একদা গড়েছে রসুল আমাদের পুরোভাগে।
যে পথে চলেছে আবুবকর আর ওমরের প্রিয় ঘোড়া ;
(সেই খুর-ভার চিহ্ন এঁকেছে জমিনের বুক জোড়া।)
যে পথের বুক ধন্য করেছে হায়দরী দুলদুল ;
সেই পথ ধ'রে আমার এই ঘোড়া চলিয়াছে মশ্‌গুল।
জেরুযালেম আর দামেস্ক-পথ সমুখে পেতেছে বুক ;
আমার কাফেলা রাহাদারী আজি যাত্রাতে উৎসুক।
মদিনার বাগে ফুল তুলিয়াছে মুমিনের যেই হাত,
আমার কাফেলা তারি ইশারাতে করেছে দৃষ্টিপাত।
রাহাদারী এই কাফেলা আমার মঞ্জিলে মঞ্জিলে
কালামুল্লাহর বাণী দিয়ে যায় দীপ্ত দরাজ দিলে।
যে-সব রাহার নক্সা এঁকেছে রসুলের অঙ্গুলী,
সেই রাহা ধরি' আমরা সোওয়ার উল্লাসে ছুটে চলি।

---

www.ahlehadeethbd.org

তওহীদ এর মর্ম্মবাণী

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

[আমাদের শিক্ষিত সমাজে দীন ইছলাম এর মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। ইছলামে আমল বা কার্য্যের চেয়ে আকীদা বা সুদৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ আকীদা-ভ্রষ্ট হইলে মোছলমানের কোন সৎ কাজ এর মূল্য নাই। একদিন যেমন প্রাচীন গ্রীক-সংস্কৃতি আরবী ভাষায় অনুদিত — হওয়ার ফলে স্বাধীন চিন্তার নামে মো'তাজেলা ও অন্যান্য সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া ইছলামের শাশ্বত শিক্ষা গুলির বিকৃতি এবং মোছলেম সমাজ-দেহে ভাঙনের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও তেমনি ইউরোপীয় এবং হিন্দু চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসারের ফলে মোছলেম শিক্ষিত সমাজে বিক্ষিপ্ত চিন্তার প্রভাবাধীন এক দল স্বাধীন মতাবলম্বী মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষ ভয়াবহ কথা এই যে, এই দলই বর্ত্তমানে পাক বাংলার মস্তিষ্ক স্বরূপ সাহিত্য, রাজনীতি এবং জীবনের অন্যান্য উচ্চস্তর অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে যেমন দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তেমন ভাবেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন এলোমোলো ভাবে পরিচালিত হইতেছে, একটি সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিতেছেনা। মো'তাজেলাবাদ এবং অন্যান্য বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে দীন ইছলামের অমর শিক্ষাগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অমর মনীষী এমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং এমাম শাফেয়ী (রঃ) "ফেক্‌হে আকবর" * নামক অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় অবলম্বন করিয়া "তওহীদ এর মর্ম্মবাণী" লিখিত হইতেছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা থাকিলে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। পাক বাংলার ইছলামী মূল মতবাদগুলির সম্বন্ধে সুষ্ঠু মানসিকতা বা আকীদা গঠনে যদি ইহা সহায়ক বিবেচিত হয়, তবে এ দীন লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে। এ সম্বন্ধে সুধীজনের মতামত আহ্বান করিতেছি।]

* ইমাম শাফেয়ীর 'ফেক্‌হে আকবর' নামক কোন গ্রন্থের নাম আমরা অবগত নই— সম্পাদক, তর্জুমানুল হাদীছ।

মা'রেফাত বা আল্লাহকে জানা।

প্রত্যেক বোধজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহকে জানা ও চেনা অথবা জানা-চেনার জন্য চেষ্টা করা ফরজ বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে চিনিবার অর্থ এই যে, তাঁহার ছেফাত বা গুণাবলীর কোন কথা অজানা না থাকা। এই প্রকার জ্ঞান অমূলক ধারণা, অন্ধ বিশ্বাস অথবা অন্ধ অনুকরণ দ্বারা লাভ করা যায়না। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, فاعلم انه لا اله الا الله "অবগত হও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই।" এখানে আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে তাকিদ দিয়াছেন।

সৃষ্ট জীব মানুষ যে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা দুই প্রকার। প্রথম,—স্বাভাবিক এবং দ্বিতীয়, অর্জ্জনীয়। স্বাভাবিক জ্ঞান উহাকে বলে যাহা কেহ জানিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক, আপনা আপনিই উহা জানা হইয়া যাইবে। যেমন কেহ চুপি চুপি আসিয়া কোন ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। এ অবস্থায় স্পৃষ্ট ব্যক্তির পঞ্চ ইন্দ্রিয় যদি সুস্থ থাকে, তবে সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, আপনা আপনিই তাহার ইহা বোধগম্য হইবে যে, কেহ তাহার পৃষ্ঠ দেশ স্পর্শ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল জ্ঞান সম্বন্ধে ঐ একই কথা। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যদি চোখ খুলিয়া রাখে, তবে তার চোখের সামনে যাহাই পড়ুক, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বত্বেও সে তাহা দেখিতে পাইবে।

অর্জ্জনীয় জ্ঞান ওই গুলি যাহা বিনা ইচ্ছা ও চেষ্টায় লাভ করা যায় না এবং যাহাতে চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা অতীব প্রয়োজনীয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তকলিফ বা শরীয়ত এর দায়িত্ব পালনের কষ্ট

তানযীল বা কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক যে বিষয়সমূহ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি **আদেশ** এবং কতকগুলি **নিষেধ** রহিয়াছে এবং সেগুলি অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হইবে, এরূপ উল্লেখ আছে। এই গুলিকে **তকলিফ**— বলে। তকলিফপ্রাপ্ত ব্যক্তির যাবতীয় কার্য্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। এ গুলি পাঁচ প্রকার ;— ওয়াজেব, মাহযুর, মছনুন, মাকরুহ এবং মোবাহ। ওয়াজেব এবং ফরজ সমানার্থক। যে কাজ না করিলে মানুষ শাস্তি পাইবে, তাহাই ওয়াজেব। যে কাজ করিলে মানুষ শাস্তি পাইবে, তাহা মাহযুর। যে কাজ পরিত্যাগ করিলে ছওয়াব আছে, সম্পন্ন করিলে আজাব নাই, তাহা মাহযুর। যে কাজ করিলে ছওয়াব আছে, না করিলে শাস্তি নাই, তাহাকে মছনুন বলে। যে কাজ করিলেও ছওয়াব নাই, না করিলেও গোনাহ নাই, তাহা মোবাহ। প্রত্যেক তকলিফপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সুদৃঢ় ভাবে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর কাজের সম্বন্ধে যে আদেশ নিষেধের বাণী তাহা দয়াল প্রভু আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বের কষ্ট। সুতরাং ওয়াজেবগুলি অবশ্য পালনীয় এবং মাহযুর গুলি অবশ্য বর্জ্জনীয়—এই প্রকার সুদৃঢ়-বিশ্বাস এবং মানসিক গঠনই ইছলামী শরিয়ত এর মূল ভিত্তি। কাহারও আকীদা শরীয়ত এর উদ্দেশ্যের বিপরীত হইলে সে ব্যক্তি শাস্তি লাভের যোগ্য হইবেই।

মা'রেফাত অপরিহার্য্য হইবার শর্ত্ত

আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় জানা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ফরজ যদি তার মধ্যে তিনটী শর্ত্ত পাওয়া যায়। প্রথম, তার মধ্যে যদি এতখানি বোধ-শক্তি এবং প্রজ্ঞা বর্ত্তমান থাকে যার দরুন তাহাকে "হে ঈমানদারগণ, হে মানবগণ," এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তার মধ্যে এতটুকু বুদ্ধি থাকা উচিত যার ফলে সে সম্ভব ও অসম্ভব এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে এবং কোন কাজ দেখিয়া তার ফলাফল বিচার করিতে পারে। যেমন একখানা ঘর দেখিয়া সে এ সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে, ঘর খানির একজন নির্ম্মাতা আছে। দ্বিতীয়, সে যদি বালেগ বা বয়োপ্রাপ্ত হয়। বয়োপ্রাপ্তি দুই প্রকারে সূচিত হইতে পারে। বয়সের হিসাবে পনর বৎসর হইলেই লোকে সাধারণতঃ বালেগ হয়। যৌবন প্রাপ্তির হিসাবে যদি পনর বৎসরের পূর্ব্বেই স্বপ্নদোষ ইত্যাদি কোন কারণে বীর্য্যপাত হয়, তবে তাহাকেও বালেগ ধরিতে হইবে। মেয়েদের সম্বন্ধেও একই কথা। তৃতীয়, শ্রবণ-শক্তি অর্থাৎ আল্লাহর যে হুকুমের তকলিফ তাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহা সে ব্যক্তি শুনিতে পায়। যেমন لاتقربو الزنا "তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও— যাইওনা," এস্থলে ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইতেও মানুষকে বাধা দেওয়া হইয়াছে,— এ হুকুমটী যেন সে শুনিতে পায়। *

এই তিনটী শর্ত্তের মধ্যে একটীও যদি কাহারও মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি শরীয়ত এর তকলিফ প্রযোজ্য নহে। কারণ আল্লাহ পাক বলিয়াছেন,— وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "যতদিন আমি রছুল না পাঠাই, ততদিন আমি কাহাকেও আজাব দেই না।" সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট রছুল আগমনের সংবাদই পৌছায় নাই, অথবা রছুল কী বলিয়াছেন, কিংবা রছুল কাহাকে বলে, কিংবা আল্লাহ বা আল্লাহর হুকুম কী, এতটুকু বোধ-শক্তি যাহার নাই, এমন ব্যক্তির উপর আজাব কীরূপে সম্ভব? হাদিছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—

رفع القلم عن ثلاثة - عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه -

"তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য হিসাব নিকাশ নাই।

* পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন বোধজ্ঞান-সম্পন্ন ও বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট রছুলের (দঃ) আগমন সংবাদ পৌছুক কিম্বা না পৌছুক তাহাকে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান বলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁহার ওয়াহ্দানিয়তের আকিদা রাখিতেই হইবে। না রাখিলে তজ্জন্য তাহাকে আল্লাহর নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইতে হইবে। —তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১। শিশু যতদিন বয়োপ্রাপ্ত না হয়। ২। পাগল যতক্ষণ সুস্থ না হয় এবং ৩। নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হয়।"

দর্শন ও প্রমাণ গ্রহণ

আল্লাহ পাকের মা'রেফাত লাভের উদ্দেশ্য প্রত্যেক তকলিফপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি যে যে বিষয় হাছেল করা ফরজ, তন্মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি দর্শন এবং তন্মধ্য হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা অন্যতম। দৃষ্ট পদার্থ সমূহের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের পর তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা করার নাম দর্শন। এই জন্যই ধর্ম্মের ব্যাপারে চিন্তা ও অনুধ্যান ওয়াজেব। দর্শন ও চিন্তাশক্তি ব্যতীত মানুষ আল্লাহর মা'রেফাত লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং যতদিন মা'রেফাত এর অনুভূতি হৃদয়ে উদ্দীপিত না হয়, ততদিন মানুষের ঈমানও পূর্ণ হয় না। মানুষের দর্শন-শক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধনের জন্য তাকিদ দিয়া স্বয়ং আল্লাহ পাক বলিয়াছেন— انظروا الى ثمره اذا اثمر— "গাছে যখন ফলধরে, তোমরা তার দিকে চাহিয়া দেখ এবং সে সম্বন্ধে চিন্তাকর।" প্রত্যেকটী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ পাক বলিয়াছেন— فاعتبروا يا اولى الابصار "হে চক্ষুষ্মান লোকগণ, তোমরা চিন্তা কর।" তিনি আরও বলিয়াছেন,— انظروا ماذا فى السموات والارض "আকাশ সমূহে এবং জমিনে যা কিছু আছে, তৎপ্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর।" এই জন্যই দর্শন-শক্তির অনুশীলনকে ওয়াজেব বলা হইয়াছে। কারণ এবাদত করিতে নিয়ত করা অপরিহার্য্য। নিয়ত না থাকিলে এবাদত পণ্ডশ্রম মাত্র। আবার নির্দ্দিষ্ট মা'বুদের এবাদত করিবার সঙ্কল্পকেই নিয়ত বলে। যতক্ষণ মা'বুদ এর পরিচয় লাভই হইল না ততক্ষণ এবাদত এর ইচ্ছা পোষণ বা সঙ্কল্প গ্রহণ অথবা চেষ্টা করা অসম্ভব। দর্শন ও প্রমাণ গ্রহণের শক্তি ব্যতীত মা'রেফাত বা আল্লাহর পরিচয় লাভ অসম্ভব। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে সর্ব্ব প্রথম অর্জ্জনীয় বিষয় হইতেছে: দর্শন ও চিন্তা করিবার শক্তি।

বিশ্ব

আল্লাহ ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদয় এর সমষ্টিগত নাম বিশ্ব। যেমন—আরশ, কুরছি, আছমান, জমিন, প্রাণী-কুল, জড়-জগত, ইত্যাদি, এ সমস্তই নব সৃষ্ট, অর্থাৎ এ গুলির কোনটীই প্রথমে ছিল না, পরে সৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্য এ গুলিকে হাদেছ বলে। এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, বিশ্ব এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় এবং একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্ত্তন লাভ করিতেছে।

বিশ্বের একই রূপ ও অবস্থা কোনদিনই ছিলনা, এখনও নাই। যথা, মানুষ কখনও সুস্থ, কখনও পীড়িত, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী। অথবা আল্লাহ্ পাকের আরশ এর কথা চিন্তা করুন। উহা এক সময় পানির উপর ছিল, এখন ফেরেশতাগণের স্কন্ধে রহিয়াছে। এক সময় উহা ছিলনা, পরে হইয়াছে, আবার থাকিবে কিনা, তাহাও জানিবার উপায় নাই। * এই ভাবে সকল বিষয় সম্বন্ধেই চিন্তা করা যাইতে পারে। সুতরাং পৃথক ভাবে অথবা সমষ্টিগত ভাবে, দূরবর্ত্তী অথবা নিকটবর্ত্তী যাহাই হাদেছ বা নব-সৃষ্ট তাহাই পরিবর্ত্তনের অধীন। যাহা পরিবর্ত্তনের অধীন, তাহার পক্ষে অন্য কোন পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর উপাস্য হইবার দাবী করিবার অধিকার নাই। এরূপ পর্য্যবেক্ষণ জনিত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলেই হজরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আকাশের নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যকে দেখিয়া উহাদিগকে "রব্‌বীয়াৎ" অর্থাৎ প্রতিপালক-উপাস্য হইবার অধিকার দান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা।

প্রত্যেকটী হাদেছ বা নব-সৃষ্ট স্বত্তার জন্য একজন সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই থাকিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য একজন কর্ত্তা থাকিবেই। যেমন একখানা পুস্তকের একজন লেখক অথবা একখানা ঘরের

* আরশ আল্লাহ পাকের সিংহাসন। সিংহাসন শব্দটী সার্ব্বভৌম ক্ষমতা, অধিকার এবং শক্তির প্রতীক। বিশ্ব-সৃজনের পূর্ব্বে যখন সমস্তই পানি ছিল, আল্লাহ পাকের authority তখন পানির উপরে পরিব্যাপ্ত ছিল। সৃজনের পর এখন বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটী বস্তুর উপরেই তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা বিরাজিত। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

জন্য একজন নির্মাতা অবশ্যই থাকিবে। লেখক ব্যতীত পুস্তক হওয়া, নির্মাতা ব্যতীত ঘর হওয়া অথবা শিল্পী ব্যতীত শিল্প সৃষ্ট হওয়া যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি ভাবেই এই নব-সৃষ্ট বিশ্বের জন্য একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন। বস্তুতঃ যে সকল জ্ঞান-পাপী কাফের আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া তিনি কোরআন মজিদে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

ام خلقوا من غير شيئ ام هم الخالقون -

"তাহারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীতই পয়দা হইয়াছে অথবা তাহারা নিজেই নিজের স্রষ্টা?" সুতরাং জানা গেল যে বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য একজন খালেক বা সৃষ্টিকর্ত্তা নিশ্চয়ই আছেন। কে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা? সে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ এবং তিনিই এই বিশ্ব সমূহ পয়দা করিয়া ইহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে লইতেছেন। কারণ অন্য সৃষ্টবস্তুর তুলনায় মানুষ পূর্ণতম জ্ঞান এবং প্রবলতম শক্তির অধিকারী হইয়াও অন্য নিরপেক্ষ সৃজন ক্ষমতার অধিকারী নহে। সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমানগণ একত্রিত হইয়াও একটী মানুষের শ্রবণ-শক্তি অথবা দর্শন-শক্তি সৃষ্টি করিতে পারেনা। কোন মানুষের দৃষ্টি-শক্তি অথবা শ্রবণ-শক্তি যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে স্বাভাবিক চক্ষু, কর্ণ অথবা অন্য কোন অঙ্গ কেহই সৃজন করিতে পারেনা। সুতরাং মানুষের এমন ক্ষমতা কখনই নাই যে সামান্য এক বিন্দু বীর্য্য হইতে এরূপ সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব পূর্ণ দেহধারী মানুষরূপে নিজেই নিজকে সৃষ্টি করিতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন :—

افرئيتم ما تمنون - ا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون -

"বলত, যে বীর্য্য তোমরা স্ত্রীর জরায়ুতে পাত কর, তোমরা তাহা হইতে মানুষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?"

এই আয়াত দ্বারা ইহাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, সন্তান-সন্ততির জন্ম দান মাতাপিতার ক্ষমতাভুক্ত ব্যাপার নহে। কারণ কত লোক সন্তান কামনা করিয়াও পায় না। আবার অনেকে অধিক সংখ্যক সন্তান লাভ হেতু জন্ম নিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াও বাধা দিতে সক্ষম হয়না। তদ্রূপ মাতৃগর্ভস্থ শিশুর চেহারা এবং গঠনও মানুষের আয়ত্বাধীন ব্যাপার নহে উহা সম্পূর্ণরূপেই আল্লাহ পাকের আয়ত্বাধীন। কারণ তিনি বলিয়াছেন :—

هوالذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء -

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে রূপদান করেন— যে ভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, সেই ভাবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—

ذلكم الله ربكم خالق كل شيئ فاعبدوه - و هو على كل شيئ وكيل -

"তিনিই তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহ। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি। সুতরাং তাহারই উপাসনা কর। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর কর্ম্মনিয়ন্তা।"

বিশ্ব স্রষ্টা।

বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ পাক অনাদি (قديم) এবং চিরস্থায়ী (ازلى) অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্বের আদি নাই, তাঁহার অস্তিত্বের যদি আদি অবস্থা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়, তবে মানিতে হয় যে, সেই আদি অবস্থার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন না, পরে হইয়াছেন। যদি এমন হয়, তবে তিনি হাদেছ বা নব-সৃষ্ট। যদি তিনি নব-সৃষ্ট হন, তবে তাঁহারও একজন স্রষ্টা আছে যিনি তাঁহাকে পয়দা করিয়াছেন। সুতরাং স্রষ্টা নিজে নব-সৃষ্ট হওয়ার দরুণ যদি অন্য একজন স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হন, তবে ক্রমাগত অন্তহীন ভাবে আসল স্রষ্টার অনুসন্ধান চলিবে, কোন দিন তাঁহার সন্ধান মিলিবে না।

অতএব স্রষ্টার জন্য অনাদি এবং চিরস্থায়ী হওয়া অবশ্য দরকার যার জন্য অন্য কোন খালেক এর— প্রয়োজন হয়না, তিনিই বিশ্ব-স্রষ্টা। হুয়াল আউয়ালো, ওয়াল আখেরো— তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ।

www.ahlehadeethbd.org

তিনি একক

আল্লাহ এক। * শুধু সংখ্যার হিসাবে তিনি এক নহেন। তাঁহার কোন শরীক নাই, এই হিসাবেও তিনি এক। তাঁহার স্বরূপ সকল প্রকার অংশের কল্পনা হইতে মুক্ত, কোন প্রকার গরজ তাঁহার নাই। কেহই তাঁহার সম-মর্য্যাদা ভুক্ত নাই, এই অর্থে তিনি এক। তাঁহার একত্বের পরিচয় তিনি এই ভাবে দিয়াছেন—

قل هو الله احد ـ الله الصمد ـ لم يلد و لم يولد ـ و لم يكن له كفوا احد ـ

"হে নবী, আপনি বলুন, আল্লাহ এক। আল্লাহ অভাব শূন্য। তিনি কাহাকেও জন্মদান করেন নাই। তাঁহাকেও কেহ জন্মদান করে নাই। কেহই তাঁহার সমকক্ষ নাই।" তাঁহার ব্যক্তিত্ববাচক গুণ যথা—শক্তি, জীবন, জ্ঞান, বচন, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা এবং তাঁহার কর্ম্মবাচক গুণ যথা সৃষ্টি করা, আহার দান করা, উৎপত্তি করা, সম্পন্ন করা—ইত্যাদি সকল গুণই তন্মধ্যে চিরস্থায়ী ভাবে বিরাজিত আছে এবং চির দিনই বিরাজিত থাকিবে। তিনি একক, তাঁহার কেহ দ্বিতীয় নাই। একত্ব আল্লাহর একটী গুণ। কল্পনায় অথবা বাস্তব মূল্য নিরূপণে আল্লাহর কোন অংশ নির্দ্ধারণ করা চলিতেই পারেনা। তাঁহার স্বত্বা এবং গুণাবলী সমস্তই তুলনাহীন। নব সৃষ্ট কোন বস্তুই তাঁহার জাত অথবা ছেফাত এর সাথে তুলিত হইতে অথবা তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেনা। তিনি সম্পূর্ণরূপেই একক এবং অদ্বিতীয়। কারণ কোন ক্রিয়ার জন্য একজন কর্ত্তা থাকাই—জরুরী। একাধিক কর্ত্তা থাকিলে সংখ্যাধিক্যের দরুণ গোলযোগ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। যদি বলা যায়—একটী ক্রিয়ার দুইজন কর্ত্তাও থাকিতে পারে, তবে বলা চলে তিনজন কেন থাকিবেনা? তিন জন থাকিলে চারিজন কেন থাকিবেনা? এই রূপ সংখ্যার ঝগড়া কেয়ামত পর্য্যন্ত চলিবে, তথাপি সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবেনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে—বিশ্ব স্রষ্টা একজন ব্যতীত অধিক হইতে পারেন না। এই জন্য আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ـ

"আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া আরও কেহ উপাস্য থাকিত, তবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া উহারা ধ্বংস হইয়া যাইত।" কোরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইতেছে—যদি দুই বা ততোধিক আল্লাহ থাকিতেন, তবে আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যস্থ যাবতীয়—প্রাণী জগত কিছুই সৃষ্ট হইতে পারিত না, হইলেও একাধিক পরিচালক এর ইচ্ছা-দ্বন্দ্বে সমস্ত ধ্বংস হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে এই বিপুল বিশ্বের অটুট নিয়ম এবং ত্রুটীহীন পরিচালনের প্রতি চাহিয়া নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বের মর্ম্ম কেন্দ্রে একটী মাত্র শক্তি (Only Eternal Principle) কাজ করিয়া চলিয়াছে। তিনি সম্পূর্ণরূপেই একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ। এই মহা সত্য বাণী বজ্র গম্ভীর সুরে কোরআন পাকে ধ্বনিত হইয়াছে—

انما الهكم اله واحد ـ

"তোমাদের উপাস্য মাত্র এক অল্লাহ।"

উপমাহীন।

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ কোন সৃষ্ট জীব বা বস্তুর সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন। কারণ দুইটী বস্তুর মধ্যে তুলনা করিতে হইলে উভয়ের গুণ এবং—বৈশিষ্ট্য (صفات) একরূপ হইতে হইবে যদিও উভয়ের স্বত্বা (ذات) পৃথক হয়। একজনের বিশেষণ সম্বন্ধে যাহা সত্য হইবে, অপরজনের জন্যও তাহাই হইতে হইবে যাহাতে একজন অপর জনের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। সুতরাং আল্লাহ যদি কোন সৃষ্ট বস্তুর সদৃশ হন, তবে তাঁহার মধ্যেও সৃষ্টবস্তুর ধ্বংসশীল গুণাবলী আরোপিত হইবে অথবা তাঁহার

---

* এ স্থলে সংখ্যার দিক দিয়া তাঁহার একত্ব আলোচিত হয় নাই। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি একজন আল্লাহ এবং তাঁহার পর আরও একজন আল্লাহ আছেন। বরং মোল্লা আলী কারী হানাফী কর্তৃক ফেক্‌হে আকবরের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার কথিত হইয়াছে—
قل هو الله احد اى متواحد فى ذاته متفرد بصفاته
অর্থাৎ তিনি যাতের দিক দিয়া অদ্বিতীয়—শুধু গুণের দিক দিয়া নয় এবং গুণের দিক দিয়া তিনি অনুপম।—১৬ পৃষ্ঠা, সম্পাদক তর্জুমান।

www.ahlehadeethbd.org

সহিত তুলিত নব-সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার চিরস্থায়ী অবিনাশী গুণাবলীতে গুণান্বিত হইবে। এ দুইটাই—অসম্ভব কথা। সুতরাং কেহই অথবা কিছুই আল্লাহর মত নহে, তিনিও কাহারও অথবা কিছুরই মত নহেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

ليس كمثله شيئ -

"কোন বস্তুই তাহার মত নহে।"

আল্লাহর শরীর নাই। * কারণ শরীর কতকগুলি অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। শক্তি ও গুণের হিসাবে এ গুলির তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। তিনি হইতেছেন একক। সুতরাং যার অংশের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন হওয়া সম্ভব, অথবা যে বস্তুর টুকরা বা অংশ থাকে, তাহা কখনও একক হইতে পারেনা। অতএব আল্লাহ পাকের কোন লোককল্প শরীর থাকাও সম্ভব নহে।

তিনি কোন উপাদান নহেন। কারণ উপাদান অস্থায়ী, চিরস্থায়ী নহে। পক্ষান্তরে আল্লাহ হইতেছেন – চিরস্থায়ী ও সদা বিরাজমান। (دائم الوجود) তিনি বলিয়াছেন—

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام -

"যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সমস্তই ধ্বংস হইবে, কেবল তোমার প্রতিপালক প্রভু যিনি মহা-গৌরব ও সম্মানের অধিকারী তিনিই শুধু অবশিষ্ট থাকিবেন।" (কোরআন)

আল্লাহ পাক কোন বস্তুর সারভাগ (جوهر)ও নহেন। কারণ কোন বস্তুর সূক্ষ্মতম কণাকে উহার সারভাগ বলে যাহা হইতে বস্তুর উদ্ভব হয়। আল্লাহ হইতে কোন জড় বস্তুর উদ্ভব হওয়া অসম্ভব, কারণ প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন বস্তুই * নহেন। বস্তু মাত্রেরই গতি, স্থৈর্য্য, রং, স্বাদ এবং অন্যান্য গুণরাজি থাকা স্বাভাবিক। বস্তুর সারভাগ এ সকল গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেনা। এ সমস্ত গুণই নব-সৃষ্ট এবং পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মী। আল্লাহ ইহা হইতে চির-পবিত্র। অতএব তিনি কোন বস্তুর মূল সারভাগও নহেন। —ক্রমশঃ

* কেক্‌হে আকবর গ্রন্থে ইমাম আযম (রহঃ) এর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে,— و لله سبحانه يد و وجه و نفس ولا يقال ان يده قدرته او نعمته لان فيه ابطال الصفت وهو قول اهل القدر والاعتزال - অর্থাৎ— মহিমান্বিত আল্লাহর হস্ত, বদন ও স্বত্তা রহিয়াছে। একথা বলা চলিবে না যে, কোরআনে কথিত আল্লাহর হস্তের তাৎপর্য তাঁহার মহিমা বা অনুকম্পা কারণ এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় এবং এইরূপে তাঁহাকে নির্গুণ প্রতিপন্ন করা কাদ্‌রিয়া ও মু'তাযেলাদের মযহব। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আল্লাহর হস্ত, পদ, বদন ইত্যাদি তুলনাহীন, অনুপম—তর্জুমান।

* আল্লাহ আমাদের জ্ঞান ও অনুধাবণের অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন। —তর্জুমান।

www.ahlehadeethbd.org

মুছল্লা চতুষ্টয়ের ইতিহাস

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী

"ফিরকা বন্দীর উত্থান" শীর্ষক নিবন্ধে কাযী শওকানীর উক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, ছুলতান ফর্জ বিনে বর্কুক কর্তৃক কা'বা-শরীফে সর্বপ্রথম চারি মযহবের জন্য চারিটী মুছল্লা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইমাম শওকানীর এই উক্তি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়না। প্রকৃত পক্ষে চারি মুছল্লা সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় ভাবে নিরূপণ করা সহজ-সাধ্য নয়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম ইবনো আব্দে-রাব্বাহ (২৪৫—৩২৭) তদীয় গ্রন্থ ইক্‌দুল ফরীদে কা'বা-গৃহ ও মছজিদে-হারামের সমুদয় স্থানের কথা বিশদ ভাবে আলোচনা করিলেও চারি মুছল্লার—কোনই উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয় চতুর্থ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত চারি মুছল্লার অস্তিত্ব ছিলনা। সর্বপ্রথম ইবনেজুবায়র উন্দুলুছী (৫৪০—৬১৪) তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে চারি মুছল্লার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনেজুবায়র ৫৮৮ হিজরীতে হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিতেছেন :—

"হরম শরীফে চারিজন ছুন্নী ইমাম নিযুক্ত আছেন, পঞ্চম ইমাম শিয়া, মযহবের যয়দী সম্প্রদায়-ভুক্ত। মক্কার শরীফগণ যয়দী মযহব পালন—করিয়া থাকেন। তাঁহারা আজানে মুওয়ায্‌যিনের "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার পর "হাইয়া আলা খায়েরিল আমল" অতিরিক্ত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সহিত মিলিয়া তাঁহারা জুমার নমায পড়েননা বরং উহার পরিবর্তে চারি রাকৃআত যোহর পড়িয়া থাকেন এবং মগরিবের নমায অন্য চারি ইমামের নমায শেষ হইলে পাঠ করেন। প্রথম ছুন্নী ইমাম শাফেয়ী মযহব অবলম্বী, তিনি 'মুকামে ইব্‌রাহীমে'র পিছনে দাঁড়াইয়া নমায পড়াইয়া থাকেন। তারপর মালেকী ইমাম, তিনি 'রুক্‌নে ইয়ামানী'কে সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়ান। হানাফী ইমাম কা'বা গৃহের ছাতের নালী (মিযাব) কে সম্মুখে রাখিয়া হতীমের নীচে নমায পড়াইয়া থাকেন। তাঁহার মুছল্লার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্মিত আছে। হাম্বলী ইমাম মালেকী ইমামের সঙ্গে একই সময়ে পৃথক জামা' আতে নমায পড়াইয়া থাকেন, তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান 'কৃষ্ণ প্রস্তর' ও রুক্‌নে ইয়ামানীর মধ্য ভাগে——তারীখ ইমারাতুল মসজিদিল হারাম, ২২৫ পৃঃ। সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক ইব্‌নে বতুতাও (৭০৩—৭৭৯) তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে চারি মযহবের ইমামগণের পৃথক পৃথক জামা'আতে উল্লিখিত চারি স্থানে দাঁড়াইয়া নমায পড়াইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—১ম খণ্ড, ১১৭ পৃঃ। ইব্‌নে জুবায়র ও ইবনে বতুতার বর্ণনা সূত্রে জানা যাইতেছে যে, ছুলতান ফর্জ বিনে বর্কুকের বহুপূর্বেই মক্কা শরীফে এক ও অখণ্ড জামা'আতে নমায আদা করার সনাতন রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং মযহবপন্থীগণ ৫৪০ হিজরীর পূর্বেই আপনাপন দলের জন্য পৃথক পৃথক জামাআতের স্থান নির্ধারিত করিয়া লইয়াছিলেন অবশ্য হানাফী মুছল্লার গৃহ ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তীযুগেও কা'বা শরীফে বিদ্যমান ছিল——তারীখ ইমারাতুল মসজিদিল হারাম ২২৬—২২৮ পৃঃ। ফর্জ বিনে বর্কুকের রাজত্ব কালে চারি মুছল্লার জন্য পৃথক পৃথক গৃহ পুনর্নির্মিত হয় মাত্র। হানাফী মুছল্লার গৃহ ৮০৮ হিজরীতে সম্পন্ন হইয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

হরম শরীফে মুছলমানগণের নমাযের জামা'আত পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হইবার প্রতিবাদ কল্পে মযহব চতুষ্টয়ের সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবী—ফকীহগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ বিনে আহমদ তকীউদ্দীন ফাছী (মৃঃ ৮৩২ হিঃ) তাঁহার 'শিফাউল গরম' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

৫৫০ হিজরীতে ইমাম আবুল কাছেম আবদুর রহমান ইবনুস ছুবাব মালেকী হরম শরীফে বিভিন্ন জামা'আতে পৃথক পৃথক ইমামের পিছনে নমায অসিদ্ধ বলিয়া ফত্ওয়া দেন। ৫৫১ হিজরীতে যে সকল খ্যাতনামা বিদ্বান হজ্জ পালন করিতে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বাগদাদের নিজামিয়া ইউনীভার্সিটীর রেক্টর আল্লামা আবুন্নজীব ইউছফ—দামেশ্কী, আল্লামা জা'দাতুল আত্তারী ও আল্লামা মুহম্মদ বিনে আবি জাফর তায়ী শাফেয়ী দলের মধ্য হইতে, হানাফী দল হইতে আল্লামা শরীফ গজনবী ও মালেকী দল হইতে ইমাম উমর মক্দেছী প্রভৃতি ইবনুস ছুবারের ফত্ওয়া সমর্থন করিয়াছিলেন—তারীখ ইমারাতুল মসজিদিল হারাম, ২৩০ পৃঃ। ফাছী ইহাও লিখিয়াছেন যে, ছুলতান ফর্জ বিনে বর্কুকের সময় শায়খুল ইছলাম ছিরাজুদ্দীন বুলকেনী (৭২৪—৮০৫) ও তদীয় পুত্র আল্লামা জামালুদ্দীন বুলকেনী (৭৬৩—৮২৪) মুছল্লার ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ও যে ব্যক্তি উহা নির্মাণ করিবার ফত্ওয়া দিয়াছিল তাহাকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন— ঐ ২২৮ পৃঃ। হানাফী বিদ্বানগণের মধ্যে আল্লামা ইব্নো আবেদীন দামেশ্কী (১১৯৮—১২৫২) ও মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১০১৪) ও হিন্দ উপমহাদেশে হানাফী আলেমগণের মধ্যে ইমাম ইব্নুল হুমামের ছাত্র আল্লামা শায়খ রহমতুল্লাহ বিনে কাযী আবদুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ৯৭৮ হিঃ) ছুলতান ফর্জ বিনে বর্কুকের কার্যের এবং জামা'আত পৃথক পৃথক করার প্রতিবাদ কল্পে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিভিন্ন দলের মুছলমানগণের পরস্পরের পিছনে নমাযের সুসিদ্ধতা এবং জামা'আত পৃথক পৃথক করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে এই দীন লেখকও এক বিরাট পুস্তক রচনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় এই অমূল্য গ্রন্থখানা যে প্রকাশ লাভ করিতে পারিবে তাহার ভরসা খুব অল্প কিন্তু সকল অবস্থাতেই আমাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইছলামী সমাজ ব্যবস্থার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সুবর্ণ যুগের মুছলমানগণ গৌরবমণ্ডিত জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন, মুছলমানরূপে টিকিয়া থাকিতে হইলে অদ্যকার এই নাস্তিকতার ছয়লাবের ভিতরেও সেই শর্‌য়ী জীবন যাপন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই এবং ইছলামী সমাজ জীবনের বুন্‌য়াদ আমাদের নমাযের জামা'আতগুলির ভিতরেই স্থাপিত হইয়াছিল সুতরাং জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে নমাযের জামা'আতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য কর্তব্য। ওয়াল্লাহুলমুছ্তাআন।

www.ahlehadeethbd.org

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী

মুসলমানদের পৃথক ধর্ম ও জাতীয়তা, আকিদা ও আচরণ, তমদ্দুন ও সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য প্রভৃতির সংরক্ষণ অথবা সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ লাভের আকাঙ্খায় ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও ইছলামী সমাজ জীবন কায়েম করার মহৎ উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের দাবী উত্থিত এবং উহার জন্য পাক-ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তুমুল আন্দোলন পরিচালিত ও জানমাল অকাতরে বিসর্জিত হয়। পাকিস্তান হাছেলের পরও সরকারের পরিচালক ও বেসরকারী নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে বহুবার বহুভাবে কোরআন হাদীছের ভিত্তিতে পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়। উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবে (Objective Resolution) এই নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয় এবং দীর্ঘদিনের মহড়া ও সাব-কমিটী সমূহের আলোচনা বৈঠকের পর যে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহাতেও কমবেশী এই নীতির অনুসরণ করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দেশের খাদ্য সংকট, পারিপার্শ্বিক দেশের সহিত বিরোধ, প্রদেশে প্রদেশে মন-কষাকষি ও পারস্পরিক মতবৈষম্য এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আর কতকটা খাওয়াজা নাজিমুদ্দীনের দীর্ঘসূত্রতার দরুণ নাজিম মন্ত্রীসভা শাসনতন্ত্র বিরচনার কাজে পিছাইয়া পড়িতে বাধ্য হন। বিগত এপ্রিল মাসে আকস্মিক ভাবে পুরাতন মন্ত্রীসভার অপসারণ এবং পাশ্চাত্যানুরাগী তরুণ মিঃ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে "প্রগতিপন্থী" নূতন মন্ত্রী সভার নির্বাচনের ফলে ভাবী শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহ ও দ্বিধার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। রাষ্ট্রের সর্ব প্রধান মুখপাত্রের ভাষণ এবং মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্যের উক্তি ও আচরণে জনগণের মনে একটা কুয়াসার ধূম্রজাল সৃষ্টি হইয়াছে। শীঘ্র পাকিস্তানকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Republic) রূপে ঘোষণা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য নূতন শাসন ব্যবস্থা কায়েমের কথায় এই সন্দেহের ধূম্রজাল ও কুয়াসার ভাব আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

মুছলিম লীগ এ সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন বোধ করিতেছে না। ইছলামী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাঁহারা সত্যকার ভাবে আগ্রহান্বিত তন্মধ্যে পাঞ্জাবের কর্মতৎপর আলেমবৃন্দ আজ সরকারী মেহমানখানায় অনিশ্চিত কালের জন্য আবদ্ধ! সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইছলামী শাসনের জন্য বলিষ্ঠ ও ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের আলেম সমাজ এবং ইছলামের খাঁটি খাদেম বৃন্দের উপর। পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু হইতেই এজন্য প্রেস ও প্ল্যাটফরমের মারফত—পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও সভা সমিতির সাহায্যে বিরামহীন দাবী জানাইয়া আসিয়াছে। বিগত ১৭ই জুলাই মোতাবেক ১লা শ্রাবণ জমঈয়তের ওয়ার্কিং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কমিটী ও অর্গনাইজিং কমিটীর এক যুক্ত সভার গৃহীত প্রস্তাবে নূতন করিয়া পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব অনুসারে কোরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কার্যে অগ্রসর না হইয়া প্রজাতন্ত্রী লৌকিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে উহা কখনই বরদাশ্‌ত করা হইবে না। কর্তৃপক্ষের নিকট তারবার্তায় প্রস্তাবের মর্ম সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য ইছলামী প্রতিষ্ঠানগুলিও নেযামে ইছলামের দাবী জোরদার করিয়া তুলিয়াছেন। তবু আজ দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, পরিস্থিতির মোকাবেলায় জনসাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ দান ও প্রেরণা সঞ্চার এবং জাগরণ চাঞ্চল্য আনয়ন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের প্রয়োজন ছিল তাহা আজও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

আজ জনগণের মনে নূতন করিয়া এবং বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, একটি স্বাধীন লৌকিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের আগমন ঘটে নাই। আদর্শ ভিত্তিক একটি দৃষ্টান্তমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল পাকিস্তান দাবীর একমাত্র উদ্দেশ্য। কমুউনিজমের অভিশাপ আজ উহার—সর্বধ্বংসী বন্যা স্রোতে সমস্ত দুনিয়াকে প্লাবিত করার জন্য যেরূপ দুর্দম গতিতে আগাইয়া আসিতেছে উহা হইতে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইলে পাশ্চাত্য মার্কা প্রজাতন্ত্রী লৌকিক রাষ্ট্র কোনই কাজে আসিবে না। ধ্বংসের এই দুর্বার বেগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতাই উহার নাই। ইছলাম এবং একমাত্র ইছলামী শাসন ব্যবস্থাই এই সর্ববিধ্বংসী ছয়লাবের প্রতিরোধের জন্য একটি সুবৃহৎ শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ বাঁধ। একমাত্র ইছলাম ও ইছলামী সমাজ ব্যবস্থাই দেশের বুকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে অভেদ নীতির প্রবর্তন দ্বারা সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন এবং বিশ্বের প্রতি প্রান্তে প্রকৃত শান্তির পয়গাম বহন ও কল্যাণের বীজ ছড়াইতে সক্ষম।

অমর কবি আল্লামা ইকবাল এই বাণীই তাঁহার কাব্যে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও আলোচনায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কায়েদে আযম উহারই রূপায়ণে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। কায়েদে মিল্লৎ ঐ একই কারণে দেহের তাজা রক্ত ঢালিয়াছেন, আল্লামা শাব্বীর আহমদ এই জন্যই জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন, আল্লামা আবদুল্লাহেল বাকী উহারই জন্য ব্যক্তিগত শান্তিকে নিজের জন্য হারাম করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ মাছুম শিশু, অবলা নারী এবং নিরপরাধ পুরুষ এই জন্যই প্রাণ দিয়াছেন অথবা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পথের নিঃস্ব ভিখারী সাজিয়াছেন।

লৌকিক রাষ্ট্র ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনের ভক্তবৃন্দের খোশখেয়াল চরিতার্থ করার জন্য ইছলামের খাঁটি খাদেম ও পাকিস্তানের অকৃত্রিম সেবকবৃন্দ যদি আজ এই প্রয়োজন ও সঙ্গীন মুহূর্তে নীরব, নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকেন, যদি তাঁহারা মিলিত প্রচেষ্টায় নিঃস্বার্থভাবে সকল ভয় ও ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারেন, ইছলামকে প্রতিষ্ঠিত করার যে মহা সুযোগ দীর্ঘদিন পর সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যদি তাঁহারা হেলায় হারাইয়া দেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুরাগীদের হীন ষড়যন্ত্রই সাফল্যমণ্ডিত হইবে আর বহু বিঘোষিত ও দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত আদর্শ ইছলামী রাষ্ট্রবিধান ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সব আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে এবং পাকিস্তানে ইছলামের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সমস্তই শূন্য মার্গে ঝুলিতে থাকিবে। ইছলামের ভবিষ্যৎ সন্তানবৃন্দ আমাদের অবহেলা জনিত এই অপরাধ কস্মিনকালে ক্ষমা করিতে পারিবেনা।

তাই আজ আকুল কণ্ঠে দল-মত-মযহব—নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর আলেম ও ইছলামী ভাবাপন্ন ব্যক্তিবৃন্দের খেদমতে এই আরয জ্ঞাপন করিতেছি, সর্বপ্রকার বিরোধ ও মতবৈষম্যের তুচ্ছ অভিমান দেল হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুছিয়া ফেলিয়া মিলিত কণ্ঠে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলুন :— "অবিলম্বে কোরআন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীছের ভিত্তিতে ইছলামী শাসন ব্যবস্থা চাই, পাশ্চাত্য মার্কা প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্র অন্তরবর্তী কালের জন্যও আমরা বরদাশ্‌ত করিব না।" দিকে দিকে কোটি কণ্ঠে এই দাবী পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হউক! ইছলামের শত্রুদলের হৃদয় ভীত, সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠুক!!

পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক বিপর্যয়

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের—আর্থিক দুরবস্থা চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। কৃষক এই দেশের মেরুদণ্ড। তারপরই পেশাগত শ্রেণী হিসাবে বস্ত্রশিল্পী ও মৎস্যজীবীদের নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই তিন শ্রেণীই আজ মরণের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু স্থানে দুর্ভিক্ষ আসিয়া গিয়াছে, অনেক স্থানে উহা প্রত্যাসন্ন, কোন কোন স্থান হইতে অনাহার জনিত মৃত্যুর ভয়াবহ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। কৃষকের ঘরে ধান নাই, পাটের পয়সা নাই, সুতরাং কাপড় বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থও নাই আর তাঁতি ও জেলেদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল সুতার সরবরাহও নাই। উক্ত তিন শ্রেণীর এই অভাব ও আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব অন্যান্য শ্রেণীগুলির উপর পতিত হইতে বাধ্য। তাই আজ দেশের চতুর্দিকেই হাহাকার, ব্যবসায় বাণিজ্য, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এবং অন্যান্য শিক্ষা ও কৃষ্টিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ সমস্তই বিপর্যয়ের—সম্মুখীন! খাদ্য সঙ্কট, সুতার সরবরাহ ও পাটের মূল্য হ্রাসই উপরোক্ত তিন শ্রেণীর তথা সমগ্র অধিবাসীদের বর্তমান দুর্দশার মূলীভূত কারণ।

খাদ্য সঙ্কট

প্রথম খাদ্যের কথাই ধরা যাউক। দেশ বিভাগের পর হইতেই দেখা যাইতেছে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্যের দিক দিয়া ঘাটতি ইলাকা। পশ্চিম পাকিস্তান উদ্বৃত্ত ইলাকা বলিয়া সগর্বে ঘোষিত হইত আর সত্য সত্যই সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের বাড়তি গমে পূর্ববঙ্গের খাদ্যভাব বেশ মিটিয়া যাইত, অধিকন্তু অন্য দেশের দুর্দিনে খাদ্য সাহায্য হস্তে লইয়া আগাইয়া যাওয়ার মত ঔদার্য প্রদর্শন করিতেও পাকিস্তান সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই উদ্বৃত্ত ইলাকাই আজ দারুণ খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি অথবা অল্প বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারত কর্তৃক খালের পানির অন্যায় অবরোধ ইহার মুখ্য কারণ রূপে প্রচারিত হইলেও আমাদের সরকারের আত্মশ্লাঘা, অবহেলা ও অদূরদর্শিতাও যে ইহার জন্য অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দায়ে পড়িয়া ও বাধ্য হইয়া আমাদের সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ আখড়া আমেরিকার দুয়ারে ধর্ণা দিয়া ভিক্ষার ঝুলি ভর্তি করিয়া দেশবাসীর জীবন রক্ষার ব্যবস্থা ও অভাব দূরিকরণের চেষ্টা করিতে হইয়াছে! পশ্চিম পাকিস্তানের এই খাদ্য সঙ্কটের দরুণ পূর্বপাকিস্তানকে একদিকে তথা হইতে উহার ঘাটতি খাদ্যের পরিপূরণের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে অন্যদিকে একের পর এক প্রকৃতিক দুর্যোগ ও ঝড় ঝঞ্ঝার তাণ্ডব নৃত্য এই প্রদেশের স্বাভাবিক খাদ্যউৎপাদন বহুল পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। পূর্বপাকিস্তানের শস্যভাণ্ডার স্বয়ং খুলনা ও বাকেরগঞ্জের কৃষককুল দুর্ভিক্ষের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করিয়া এবং বহু জীবনাহুতি প্রদান করিয়া কোনমতে অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিয়াছে। বিভিন্ন ইলাকায় ঝড় ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবাত্যার রেশ মুছিতে না মুছিতেই আবার বন্যার ধ্বংসলীলা শুরু হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বিস্তৃত ইলাকায় পার্বত্য বন্যা গোমতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ও কর্ণফুলি প্রভৃতি প্লাবিত করার ফলে উচ্ছ্বসিত জলরাশি জনসাধারণকে দুর্গতির ফেনিল বিষ পান করাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্তি আউশ, আমন ও রোপা ধান সমূহের বিনাশ সাধন করিয়া ভবিষ্যত দুর্গতির যে পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে তাহার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। সরকার দ্রুত গতিতে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা নেহায়েত অকিঞ্চৎকর। পূর্ব বাংলার ঘাটতি বাজেট হইতে অধিক কিছু করা সম্ভব নয় ভাবিয়া নুরুল আমীন সরকার কেন্দ্রের নিকট ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য

www.ahlehadeethbd.org

চাহিয়াছেন। পূর্ব বাঙলার অন্যান্য ইলাকার ধান চাউলের অবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নহে। অনাহার ও অর্ধাহারে বহু স্থানে বহু লোক দিন কাটাইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টন গম সাহায্য সমস্তই পশ্চিম পাকিস্তানে বিতরণ করিবেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলী উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থের অংশ বিশেষ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন কিন্তু উহার পরিমাণ জানা যায় নাই। তারপর এই অর্থ কেবল মাত্র দেশের উন্নয়নমূলক কাজেই ব্যয়িত হইবে, উহার এক কানা কড়িও খাদ্য সাহায্য বাবত পাওয়া যাইবেনা। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান খাদ্য সমস্যা এবং আগামী শীত মওছুমে আমন ধান উঠার পূর্ব পর্যন্ত আশঙ্কিত খাদ্য সঙ্কটের মুকাবেলা সরকার কি ভাবে করিবেন, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছেনা। এসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য ও গবর্ণমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ ওয়াকেফহাল হইতে চায়।—গবর্ণমেণ্ট অবহিত হইবেন কি?

আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি প্রদেশের ধান্য চাষ স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকার খাদ্য ও কৃষি গবেষণা পরিষদ স্থাপন করিয়াছেন,—অধিক খাদ্য ফলাও কমিটী গঠন করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারায় ব্যয়বহুল পরিকল্পনা প্রস্তুত করাইয়া কাগজে নক্সা আঁকিয়া আর অঙ্ক কষিয়া সরকার ভবিষ্যৎ উৎপাদনের সঠিক তথ্য খবরের কাগজে ফলাও করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং নিজস্ব রেডিও মারফত উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্বর্ণপ্রসূ পরিকল্পনা কবে হইতে বাস্তব ডিম্ব প্রসব করিতে শুরু করিবে এবং কবে জনগণ সত্য সত্যই উহা দ্বারা উপকৃত হইবে তাহার কোন কার্যকরী নিদর্শন আজ পর্যন্তও পাওয়া গেলনা।

সুতা সমস্যা।

খাদ্যের পরই আসে সুতার সমস্যা। এই সমস্যা বর্তমানে একটা সঙ্কট জনক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরবরাহের অভাবে সাক্ষাৎভাবে বস্ত্রশিল্পী ও মৎস্যজীবীগণ নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়া রহিয়াছে। দায়িত্বশীল মহলের মতে সুতার আমদানী হ্রাস ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণই এই সঙ্কটের জন্য দায়ী। তন্তুবায় সমিতির জনৈক মুখপাত্রের হিসাবে সমগ্র প্রদেশের হস্তচালিত তাঁতের জন্য প্রতিমাসে বিশ হাজার গাঁইট সুতার প্রয়োজন, সে স্থলে মাত্র ৬ শত গাঁইট নাকি আপাততঃ বরাদ্দ করা হইয়াছে! (আজাদ, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৬০)। আর সরকারী মৎস্য বিভাগের হিসাব মতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জেলেদের জন্য বার্ষিক ৩১,৪০ বেইল সুতার প্রয়োজন (Anual Report of the Directorate of Fisheries for 1948-49) সরকার জেলেদের এই প্রয়োজনের শতকরা কতভাগ মিটাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা আমরা সঠিকভাবে অবগত না হইলেও উহা যে মোটেই বেশী হইবে না তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে বস্ত্রশিল্পী ও মৎস্যজীবী উভয় সম্প্রদায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ও মৎস্য ব্যবসায়ে লিপ্ত অগণিত ব্যক্তিবৃন্দ ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল পোষ্যদের জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। সুতার অভাবে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ও সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে এবং বস্ত্র-মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বহু ঊর্ধে চলিয়া গিয়াছে। এই সুতার অভাবেই জেলেদের জাল প্রস্তুত ও মেরামত ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকায় মৎস্য ধরার কাজও ব্যাহত হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মৎস্য মূল্যও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্যভোজী বাঙালী তাহাদের প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় মৎস্য আহার হইতে বঞ্চিত হইয়া পুষ্টির অভাবে ভুগিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? সরকারের বর্তমান বাণিজ্য ও আমদানী নীতি এবং নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থাই এই সুতা সঙ্কট এবং বস্ত্রশিল্পী ও মৎস্যজীবীদের দুর্দশার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী বলিয়া অনেক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি মনে করিতেছেন। আমাদের 'জনপ্রিয়' সরকার বৈদেশিক মুদ্রার অভাবজনিত অজুহাতে দেশের দুইটি বৃহৎ শ্রেণীর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল—সুতার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন কিন্তু বড়লোকদের ব'বুগিরি ও প্রসাধনের বিলাস দ্রব্য এবং আমোদ ফুর্তির উপকরণ সরবরাহ সেই অনুপাতে কমাইয়াছেন কি? দেশের দুঃস্থ জনসমাজের জীবনের মূল্য যদি সরকারের নিকট কিছু মাত্রও থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের জীবন রক্ষা এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ উহার বৃহত্তম অংশ যে কোন উপায়ে আমদানি করা এবং ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতিপথে উহার বিলিব্যবস্থা ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন বিবেচিত না হইলে সুষ্ঠু বিতরণ নীতির সাহায্যে যাহাতে উহা প্রকৃত হকদারদের নিকট পৌঁছে ত্বরিতগতিতে তাহার ব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত আশুকর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

খাদ্য উৎপাদন, পাট বিক্রয় ও সুতা সরবরাহ সমস্যা আমাদের বস্তুগত জীবনের বাঁচা মরার—সমস্যা। উহার আশু প্রতিকার ও স্থায়ী সমাধানের উপর কোটি কোটি লোকের জীবন রক্ষা, জীবিকা নির্বাহ ও আব্রু ঢাকার প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। মোহাম্মদ আলী সরকার আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র হইতে ১০ লক্ষ টন গম সাহায্য এবং কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আরও কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দেশের এক অংশের একটি আশু অভাব মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের বিপদে বিদেশের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদান নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য এবং আমরা উহার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেও বাধ্য। কিন্তু এই ভাবে ভিক্ষার দান গ্রহণ করা একটি 'স্বাধীন' ও 'সার্বভৌম' রাষ্ট্রের সম্মানের পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ কথা নয়। এই সাহায্যের আড়ালে শক্তিশালী দাতা তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া লওয়ার সুযোগ খুঁজিতে পারেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। এই ধারণা অমূলক হইতে পারে কিন্তু তবু আমাদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা যাহাতে কোন ফাঁকেই ক্ষুন্ন হওয়ার সুযোগ না পায় সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আর স্মরণ রাখা আবশ্যক বার বার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া অপরের দ্বারে যেন আমাদের ধর্ণা দেওয়ার প্রয়োজন না ঘটে। আল্লাহর মরযিতে পাকিস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে রিক্ত নহে। উহার কৃষি, বনজ, মৎস্য ও পশু সম্পদ বহু দেশের ঈর্ষার বস্তু। পাকিস্তানের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞও বার বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রয়োজন এই সম্ভাবনা গুলিকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানর ব্যবস্থা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংসের হাত হইতে কৃষি সম্পদগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করা, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাস্তব পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক সাহায্য গ্রহণ করা এবং দেশকে ক্রমশঃ শিল্পায়িত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও মেরুদণ্ড-দৃঢ় দেশ গড়িয়া তুলিবার কাজ আন্তরিকতা, সাহস ও নিষ্ঠার সহিত চালাইয়া যাওয়া। শুধু ফাইল বন্দী পরিকল্পনা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে কাজই এখন আমাদের আশু প্রয়োজন। জড়তা ও শম্বুকগতির পরিবর্তে তেজময় জীবন স্পন্দন, কর্মচঞ্চল তৎপরতা এবং সাহসদৃপ্ত পদক্ষেপই একান্ত ভাবে কাম্য।

মওলানা ছাহেবের সংবাদ

তর্জুমান-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের স্বাস্থ্য এখনও স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসে নাই। অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত না হইলেও ডাক্তারগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি পবিত্র রামাযানে—ছেয়ামব্রত পালন এবং তারাবীহর জামা'তে যোগদান করেন। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার পাবনায় ঈদের জামা'ত পরিচালনার পর উক্ত দিবসেই রঙ্গপুর জিলার মহিমাগঞ্জ ইলাকার আহলে জামাতের জরুরী তারবার্তার তাকীদে রওয়ানা হইয়া পরবর্তী দিবস—গুলিয়ার ঈদের মাঠে অনুমান প্রায় দশসহস্র লোকের বিরাট সমাবেশে ঈদের নামায পরিচালনা ও খোৎবা প্রদান করেন।

অতঃপর উক্ত ইলাকায় ও গাইবাঁধা অঞ্চলে পক্ষাধিককাল জমঈয়তের তবলীগ কার্য পরিচালনার পর ১৮ই আষাঢ় পাবনা প্রত্যাবর্তন করেন। ছফরি হালতে একদিবস প্রবল বেদনায় আক্রান্ত হন। বর্তমানে তাঁহার চোখের পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায়—লেখাপড়ার কার্য ইচ্ছানুরূপ চালাইতে পারিতেছেন না। এই অবস্থাতেও কর্তব্যের খাতিরে তর্জুমানুল হাদীছের জন্য কতিপয় লিখা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পাবনায় আহলে হাদীছ জামে মছজিদে এখন তিনি নিয়মিতভাবে জুমআর খোৎবা প্রদান করিতেছেন এবং বিগত ১০ই জুলাই হইতে সাপ্তাহিক তফছীর ক্লাসও পুনরায় শুরু করিয়া দিয়াছেন। ঢাকার—চিকিৎসকের নির্দেশ মোতাবেক এখনও তাঁহার—ইন্‌জেকশন ও ব্যয়বহুল অন্যান্য ওষধিক চিকিৎসা পুরাপুরি চলিতেছে। পূর্ণ রোগমুক্তির জন্য তিনি আপনাদের সকলের আন্তরিক দোওয়া কামনা করেন।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তান কোন পথে ?

(১৫৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

রাষ্ট্র কি চীয, তাহা অবগত নই" ইত্যাদি বুলি আওড়াইয়া ইছলাম-বিরোধীদের নিকট হইতে শস্তা বাহবা লইবার অপচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন. ইছলাম ও তাহার জীবনদর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদের পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতা কতটুকু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদের ত্যাগ ও দানের পরিমাণ কতটা, আমাদের তাহা জানানাই, কিন্তু এরূপ দায়িত্বহীন উক্তি, পরিবেশন করিয়া তাঁহারা পাকিস্তানের চিত্রকর ও শিল্পী এবং উহার নাগরিক বৃন্দের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেননা কি? সমগ্র জাতির আশা ও আকাংখাকে পদদলিত করিয়া যাহারা পাকিস্তানে বিলাতি রিপাব্লিক আমদানী করার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, যাঁহারা পাকিস্তানকে বৈদেশিকদের ঋণজালে কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া দিয়াছেন, যাঁহারা পাকিস্তানের ডিফেন্সকে ভারতের সহিত যুক্ত করার মত অর্বাচীন প্রস্তাব করিতেও দ্বিধা বোধ করেননা, পাকিস্তানের জনগণের মনে তাঁহাদের প্রতি আস্থা ও সন্তোষ বিরাজ করিবে, এ দুরাশা তাঁহারা পোষণ করেন কেমন করিয়া?

পাকিস্তানের কোন নাগরিক পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রবর্তন করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি—করিতে পারেন, অথবা এই প্রস্তাবকে বানচাল করিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারেন, এরূপ কথা ধারণা করাও কষ্টকর! কারণ ইছলামী সংবিধান পরিত্যক্ত হইলে পাকিস্তান একদিকে যেমন তার বিশিষ্ট রূপ হারাইয়া ফেলিবে, পৃথিবীতে ইছলামের পুর্ণপ্রতিষ্ঠার সমুদয় স্বপ্ন যেরূপ বিফল হইয়া যাইবে, এই ভয়াবহ প্রমাদ সংঘটিত হইবার সুযোগ দান করিলে অন্যদিকে সেইরূপ পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র, — সার্বভৌমত্ব ও আযাদীও বিপন্ন হইবে। একথা কাহারো অবিদিত নাই যে, মতবাদের দিকদিয়া আজ পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি দুইটী ঈশ্বরহীন ব্লকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, প্রথমটী সমূহবাদী, অন্যটী গণতন্ত্রবাদী। গণতান্ত্রিকদলের নেতৃত্ব করিতেছেন — অ্যাংলো-আমেরিকান সমাজ আর সমূহবাদীদের নেতা হইতেছেন—সোভিয়েট রাশিয়া। পৃথিবীর ঈশ্বরহীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে উল্লিখিত ব্লক দুইটীর মধ্যে যে কোন একটীর প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সমূহবাদ ও গণতন্ত্রবাদ তথা পুঁজিবাদ রূপী সর্প ও ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ইছলামী জীবন দর্শনের প্রতিষ্ঠা, কারণ ইছলাম শ্রেণীসংগ্রাম বা গণদেবতার উপাসক নয়! ইছলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যেমন গণদেবতার হাতে নাই তেমনি কোন শ্রেণী বা দলের খোদাবন্দীও ইছলামী রাষ্ট্র স্বীকার করেনা। — ডিক্টেটরশিপের বালাইও এ রাষ্ট্রের মেযাজে নাই। পাকিস্তানের পরিচালকরা আত্মবঞ্চনার মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সত্যসত্যই যদি কম্যুনিজ্‌ম বা ক্যাপিটালিজ্‌মকে নূতন ইছলামের নামে পাকিস্তানে— আমদানি করিয়া বসেন আর জনসাধারণ সময় — থাকিতে হুশিয়ার হইয়া পুরাতন ইছলামের প্রতি বিদ্বিষ্ট দলের ষড়যন্ত্র যদি ব্যর্থ করিয়া দিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে পাকিস্তানের পক্ষে লা কাদ্দাল্লাহ হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে বিলীন অথবা অ্যংলো— আমেরিকান উপনিবেশে পর্যবসিত হওয়া ছাড়া — তৃতীয় পন্থা নাই। পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতাদের আসন দৈবাৎ যাহাদের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাঁহাদের "মদ্যশ্রদ্ধার" জন্য বিলাতী কূটনৈতিকরা ধন্য ধন্য করিতে ব্যস্ত, ভারতের সহিত ভাংগা পিরীত ঝালাইবার জন্য তাঁহারা অতিশয় বেশামাল হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ দীর্ঘ বিরহের যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া দেশবিভাগকে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যরূপে অভিহিত করিতেও সংকোচ বোধ করিতেছন না। লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া অভিসারের যে গান তাঁহারা গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া এই প্রশ্নই আজ মনে জাগিতেছে যে, সংগীতের এ সুর কোন্ রাধার শ্যামের বাঁশি হইতে নিসৃত হইতেছে?

ইংলণ্ডের রাজার প্রতিনিধি মোল্লাইজ্‌মের উপর খুব চটা, কিন্তু দুর্ভাগ্যেরবশতঃ উহার ব্যাখ্যা শুনাইবার মত সৎসাহস তাঁহার ভিতর নাই! মোল্লা-

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব-পরিক্রমা

আলী নেহেরু বৈঠক—

দীর্ঘদিন হইতে পাকিস্তান ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠকের প্রস্তুতি চলিতেছিল তাহা বিগত ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু পাক প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলীর সহিত পারস্পরিক আলোচনায় যে সব বিরোধের মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে কাশ্মীর, খালের পানি, বাস্তুত্যাগী ও ট্রাস্ট সম্পত্তি, ধর্মস্থান সমূহ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কুচবিহার ও ত্রিপুরারাজ্যের সমস্যাবলী এবং পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রভৃতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী আলোচনা শীঘ্রই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। মীমাংসার প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও আলোচনা অকপট মনে ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে চালান হইয়াছে এবং মীমাংসার পথে সন্তোষজনক অগ্রগতি হইয়াছে বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু করাচীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন, "পাকিস্তানীদের মধ্যে ভারতের প্রতি যেরূপ সৌহার্দের ভাব লক্ষ করিতেছি গত ৫ বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ আর দেখা যায় নাই। .....শান্তিপূর্ণভাবে সবগুলি বিরোধ মিটাইয়া ফেলার জন্য আমরা আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিতেছি।" মিঃ নেহেরু উভয় দেশের ভৌগলিক ঐক্যের প্রতি বিশেষ জোর দিয়া বলেন, "প্রতিবেশী দেশের ভৌগলিক সম্পর্কের কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। এই দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাস এবং আরও বহু বিষয়ের যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার ফলে একদিন এই দুইটি দেশ যে পরস্পর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" উভয় দেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক যতটুকু রহিয়াছে তজ্জন্য সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কাম্য এবং বিরোধ মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারে অকপট প্রচেষ্টা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয় কিন্তু বৈসাদৃশ্য ও পার্থক্যের যে অটল পাহাড়ের জন্য দুইটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি অপরিহার্য হইয়া উঠে, পারস্পরিক সমঝোতার অতি আগ্রহে আমাদের উদারনৈতিক রাষ্ট্রকর্ণধারগণ ক্ষণিকের জন্যও যদি তাহা ভুলিয়া যান তাহা হইলে উহা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করিয়া দিবে।

মুছলিম লীগ সভাপতি বনাম প্রধান মন্ত্রী—

বিগত ১৭ই এপ্রিল প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে আলহজ্ব খাজা নাজিমুদ্দীন ছাহেব আকস্মিকভাবে অপসারিত হওয়ার পর তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুগণ তাঁহাকে লীগ সভাপতির পদ হইতেও বরখাস্ত করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের জন্য গোপন — ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে এবং উহার নেতৃত্ব প্রদান

(২০২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ইজ্‌মের দোহাই দিয়াই পাকিস্তানে শর্‌য়ীশাসনের বহুবিশ্রুত অংগীকারকে পণ্ড করার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা দেশের উচ্চ রাজপুরুষদের মুখ হইতে বিদ্বেষাত্মক ও সংহতি বিরোধী উক্তি শুনিলে দুঃখিত হই। প্রমাণ ও যৌক্তিকতার মুকাবিলায় গালাগালিতে কোন পৌরুষ নাই। তথাপি আমরা— কথা খাটো করার জন্য পাকিস্তানের মথ্‌হুমদের খিদ্‌মতে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আরয করিতেছি যে, মোল্লাদের ইছ্‌লামের পরিবর্তে তাঁহারা দয়া করিয়া হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) ইছ্‌লামকে এই রাষ্ট্রে বলবৎ করিলেই পাকিস্তানের জনমণ্ডলী ধন্য হইবে এবং ইছ্‌লামী-রাষ্ট্রের অধিনায়কদের আনুগত্যকে দীন ও দুনিয়ার মুক্তির সহায়ক বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

করেন স্বয়ং লীগ সেক্রেটারী চৌধুরী ছালাহুদ্দীন। যাহাহোক নানাকারণে এই ষড়যন্ত্র সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক লীগের ওয়ার্কিং কমিটীর মনোনীত সদস্যবৃন্দের নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সঙ্কট সৃষ্টি হয়। লীগ সভাপতির অপরাধ : তিনি প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে (লণ্ডনে রাণীর রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগদানরত) এবং তাঁহার সহিত বিনা পরামর্শে ওয়ার্কিং কমিটীর— মনোনয়ন প্রদান করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে কমিটীতে গ্রহণ করেন নাই। এই ব্যাপারে লীগের ছোট বড় বহুনেতা খাজা ছাহেবের তীব্র নিন্দা— করিয়া প্রধান মন্ত্রীর দরদী বন্ধু সাজিবার চেষ্টা করেন। খাজা ছাহেবের একান্ত অনুগ্রহে ক্ষমতার আসনে সমাসীন দুই দুইজন প্রাদেশিক প্রধান— মন্ত্রীও তাঁহাকে এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও লীগ সরকারের মধ্যে— ভুলবুঝাবুঝির ও বিরোধ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা ও— সামঞ্জস্য রক্ষার যোগ সূত্রটিকে স্বেচ্ছায় কাটিয়া দিয়া জাতীয় স্বার্থের সমূহ ক্ষতি সাধন করিয়াছেন।

এই অবস্থায় খাজা ছাহেবের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা থাকে, ১ম সরকারী দলের সঙ্গে যে কোন সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের মোকাবেলা করার জন্য স্বদলবলে কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, দ্বিতীয় পদত্যাগ করিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়ান। খাজা ছাহেব — বিরোধ এড়াইবার আগ্রহে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুরাতন অনুচরবৃন্দের প্রকাশ্য আচরণের বিরক্তিতে শেষোক্ত পথটিই বাছিয়া লন এবং লীগ সভাপতিত্ব ও পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলী মুছলিম লীগের— তত্ত্বাবধানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বপদে পৃথক লোকের অধিষ্ঠানকে সমীচীন বলিয়া পূর্বে ঘোষণা করিলেও তাঁহার বংশবদ অনুচরবৃন্দ ও অনুগ্রহ ভিখারীদের অতিরিক্ত আগ্রহে উহা গ্রহণে রাযি হইয়াছেন। তাঁহার নির্বাচন এখন সুনিশ্চিত ও অবধারিত।

প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে খাজা নাজিমুদ্দীনের বরখাস্তের পর তাঁহার সভাপতিত্বে লীগকে সরকারী আওতার বাহিরে স্বাধীনভাবে পুনর্গঠিত ও উহার হৃত মর্যাদার পুনরুদ্ধারের যে মহাসুযোগ সমাগত হইয় ছিল, সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্ধ নেতৃবৃন্দের কারসাজিতে তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া গেল। শাসন কর্তৃত্ব ও লীগ নেতৃত্বের যে ডবল মুকুট পরিধান করিয়া অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিভাসম্পন্ন নেতা মরহুম কায়েদে মিল্লৎ ও জাতির একনিষ্ঠ খাদেম খাজা নাজিমুদ্দীন লীগের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হন, নবীন প্রধানমন্ত্রী সেই ডবল মুকুটের বোঝা মাথায় লইয়া ভাসমান লীগ প্রতিষ্ঠানকে তীরে ভিড়াইতে সক্ষম হইবেন, না উহাকে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিবেন তাহা আলেমুল গায়েবই অবগত আছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত ১লা জুলাই হইতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে অনার্স ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস শুরু হইবে। রাজশাহী বিভাগের সমস্ত জিলাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলাকাধীন হইবে। আশা করা যায় এই বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর বাঙলার দীর্ঘদিন হইতে অনুভূত উচ্চ শিক্ষার অভাব দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবে। ডাঃ আই এইচ জুবেরী ও জনাব ওছমান গনি যথাক্রমে ভাইস-চ্যান্সলার ও রেজিষ্টরার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এভারেষ্ট বিজয়

দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনা ও বিরামহীন পরিশ্রমের পর অপরাজেয় মানব হিমালয়ের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট চূড়ায় বিজয় পতাকা উড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। তেনজিং না হিলারী কে এই দুরতিক্রম্য শিখরে প্রথম পদক্ষেপের গৌরব অর্জন করিয়াছে তাহা লইয়া কোন কোন মহলে বিতর্ক শুরু হইলেও উভয় অভিযাত্রী এবং দলের নেতা হ্যাণ্ট অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির উপর মানুষের এই বিজয়-সাফল্যের জন্য তাই বিশ্বের সর্বপ্রান্ত হইতে ইঁহারা অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা প্রাপ্ত হইতেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোরিয়ার যুদ্ধাবসান

বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম ও দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর অবশেষে ৩ বৎসরের রক্তক্ষয়ী ও সভ্যতা-বিধ্বংসী কোরিয়া সংগ্রাম সমাপ্ত হইল। বিগত ২৭শে জুলাই কম্যুনিষ্ট ও জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধিদ্বয় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া দীর্ঘদিনের দুঃখ রাত্রির অবসান ঘটান। এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত ২৩।২৪ লক্ষ লোক হতাহত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পরিবারে ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে, কোটি কোটি মানব-সন্তান নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে, অসংখ্য নগর ও জনপদ বিধ্বস্ত, সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট এবং অসংখ্য নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং ইহার পরোক্ষ প্রভাবে দুনিয়ার প্রতিটি মানব নানাভাবে কমবেশী ভুগিয়াছে অথচ যুদ্ধ দ্বারা কোন পক্ষই বিন্দুমাত্র লাভবান হয় নাই। বরং আন্তর্জাতিক সমস্যা আরও জটিল ও গ্রন্থিময় হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের দ্বারা মানুষের কোন সমস্যারই যে সমাধান হয় না 'সুসভ্য' মানুষ কবে তাহা উপলব্ধি করিবে?

রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

যুক্তি ও ন্যায় বিচারের আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়া এবং বিশ্বের বহুদেশের মনীষী ও নাগরিকবৃন্দের অনুরোধ এবং মাতা পুত্রের প্রাণভিক্ষার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সুসভ্য আমেরিকা সরকার রাশিয়াকে গোপনে আণবিক তথ্য সরবরাহের অভিযোগে বিখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানি জুলিয়স ও এথেল — রোজেনবার্গ দম্পতিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে উপবেশন করাইয়া নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়ায় বিগত ১৯শে জুন মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিয়াছে।

সভ্যতার নমুনা

আমেরিকার কংগ্রেসের রি-পাবলিকান সদস্যা মিসেস বেল্টনের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ, বৃটেনে সত্তর হাজার, জাপানে একলক্ষ এবং জার্মানে পঞ্চাশ হাজার আমেরিকান জারজ সন্তান রহিয়াছে।

প্রজাতন্ত্রী মিছর

বিগত ১৯শে জুন সরকারীভাবে মিছরে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল মোহাম্মদ নজিব বরিত হইয়াছেন। রাজতন্ত্র ইছলামী শাসন ধারার বিরোধী। উহার অবসান ঘটাইয়া এখন মিছর যদি সত্যকার ইছলামী শাসন প্রবর্তনের দিকে পা বাড়ায় তাহা হইলে সমস্ত মুছলিম জাহান উহাকে অভিনন্দন জানাইবে। মিছর পাশ্চাত্যমার্কা গণতন্ত্র না ইছলামী সংবিধানকে রাজ্য শাসনের মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ করে তাহা দেখিবার জন্য মুছলিম জগৎ অধীর আগ্রহে লক্ষ করিতে থাকিবে।

অ্যাংলো-মিছর বিরোধ অবসানের সুস্পষ্ট লক্ষণ আজও দৃষ্টিগোচর হইতেছেনা। মিটমাট প্রচেষ্টায় ভারত ও পাকপ্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের দৌত্যকার্যের সাফল্য সম্বন্ধে মিঃ মোহাম্মদ আলী যথেষ্ট আশাবাদ প্রকাশ করিলেও এ বিষয়ে মিছরের প্রতিক্রিয়া মোটেই সন্তোষজনক নহে। সুয়েজ ইলাকার উপর মিছরের সার্বভৌমত্ব, উহার ডিফেন্সের পূর্ণ দায়িত্ব এবং — বিদেশী সমর বিশেষজ্ঞদের উপর মিছরের পূর্ণ কর্তৃত্বের ন্যায়সঙ্গত দাবী যুক্তরাষ্ট্র মানিয়া লওয়ায় মিছরে কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু বৃটেন কর্তৃক স্পষ্টভাবে ও বাস্তবাকারে উহা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন উত্তেজনামূলক ঘটনার ফুৎকারে অ্যাংলো-মিছর বিরোধের বারুদাগার প্রজ্বলিত — হুতাশনে পরিণত হইতে পারে।

পূর্ব জার্মানীর শ্রমিক বিদ্রোহ

সোভিয়েট 'শ্রমিক' শাসিত পূর্ব জার্মানীর স্বর্গরাজ্যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর বেয়াড়া জার্মান শ্রমিকবৃন্দ জীবনযাত্রার অসহনীয় নিয়মমানে অতিষ্ট হইয়া সম্প্রতি এক রক্তক্ষয়ী ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া শাসকবৃন্দকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। অতঃপর সোভিয়েট শাসকগণ বেপরোয়া গুলি চালাইয়া, — বিশিষ্ট অপরাধীদের ফাঁসি দিয়া, অগণিত জার্মান-বন্দীদ্বারা জেল সমূহ ভর্তি করিয়া এবং নানাভাবে অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাইয়া দুর্ধর্ষ জার্মান জাতিকে পিষ্ট করিতে থাকে। বহুলোক পশ্চিম জার্মানীতে পলায়ন করে। পশ্চিম বার্লিনের ৫ লক্ষ নাগরিক প্রতিহিংসার দাবীতে রাস্তায় জমায়েত হয় এবং এককোটি আশিলক্ষ জার্মানকে কম্যুনিষ্ট কব্জা হইতে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রাপ্তি স্বীকার

[এখন হইতে ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে তর্জুমানের পৃষ্ঠায় জমঈয়তের জন্য প্রদত্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। বর্তমান সংখ্যায় পাবনা যিলা হইতে আদায়ী টাকার প্রাপ্তি স্বীকার শুরু করা হইল]

আদায় মাঃ হযরত মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব

চাঁদা দাতার নাম ও ঠিকানা	ফিৎরা (জামাআত পক্ষে)	যাকাত (নিজস্ব)
১। জনাব আহমদ আলী মিঞা রাঘবপুর	—	৩০০
২। আলহজ্জ আছিরুদ্দীন ছাহেব রাঘবপুর	৫০	২০০
৩। ,, কেয়ামুদ্দীন ,, রাঘবপুর	—	১২
৪। জনাব তোরাব আলী সরদার ,, শিবরামপুর	৪০	৩৫
৫। ,, মনছুরুর রহমান ,, রাঘবপুর	—	৪০
৬। ,, আলহজ্জ আলেফুদ্দীন ,, রাঘবপুর	—	৫
৭। ,, ,, আবুসিদ্দীক ,, পাবনা বাজার	—	২৫
৮। ,, মোঃ শামছুদ্দীন মিঞা ,, রাঘবপুর	—	২৫
৯। ,, মুন্সি তোরাব আলী ,, রাঘবপুর	—	৫
১০। ,, আলহজ্জ বেলায়েত আলী ,, রাঘবপুর	—	২৫
১১। ,, ,, আবদুছ ছুবহান ,, আটুয়া	২০	—
১২। ,, মৌঃ সেকান্দর আলী ,, মোখতার, পাবনা টাউন	৩৷৷০ (নিজস্ব)	
১৩। ,, ইউছুফ আলী মালিথা ,, ছাতিনিয়া	৮	—
১৪। ,, মোঃ আবেদ আলী ,, কুলুনিয়া	২	—
১৫। ,, মুন্সি মোহাম্মদ আলী ,, কুলুনিয়া	৭	—

আদায় মারফত মোহাম্মদ আবদুর রহমান (বি, এ, বি-টি)

	ফিৎরা (জামাআত পক্ষে)	যাকাৎ (নিজস্ব)
১৬। জনাব ইজ্জির রহমান জোয়ার্দার ছাহেব, কুঠিবাড়ী	১০	—
১৭। ,, জাবেদ আলি মিস্ত্রী ছাহেব কৃষ্ণপুর	১২	—
১৮। ,, মৌঃ হাকিম আবুল বশার ছাহেব, শালগাড়িয়া নিজস্ব	৫	—
১৯। ,, মুন্সি ইছমাইল মালিথা ছাহেব, চরকুলুনিয়া	১৫	—
২০। ,, হুছেন আলি প্রামানিক ছাহেব মুকুন্দপুর	—	২৫
২১। ,, বেলায়েত হুছেন বিশ্বাস ,, পুরাণকুঠিবাড়ী	৪৫	—
২২। ,, ফকির প্রামানিক ,, পুরাণকুঠিবাড়ী	১৫	—
২৩। ,, ভরসুল্লা মুছল্লী ,, কাটেঙ্গা-কাছিকাটা	১৫	—
২৪। ,, মৌঃ ফয়েজুদ্দিন ,, পাবলিসিটি অফিস, পাবনা	—	১৸০
২৫। ,, নাছের প্রামানিক ছাহেব খয়েরসুতি	১৫	—
২৬। ,, আনছার আলি প্রামানিক ,, গয়েশপুর	৫	—
২৭। ,, বেলায়েত আলি প্রামানিক ,, টুকরারচর	১৬	—
২৮। ,, মুন্সি বয়াতুল্লাহ আহমদ ,, সাতলাঠি—ধুকুরিয়াবেরা	৩৫	—
২৯। ,, মুন্সি মো; কফিলুদ্দীন খাঁ ,, ব্রজনাথপুর	১২	—

(ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য)

www.ahlehadeethbd.org

কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক

১।	কলেমায় তৈয়েবা	মূল্য ১৷৷০	৬।	নূতন আদর্শ দীনিয়াত	মূল্য ১।০
২।	ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র	„ ১৲	৭।	নামাজ শিক্ষা	„ ৷৷০
৩।	পাকিস্তানের শাসন সংবিধান	„ ২।০	৮।	ঈদে কোরবান	„ ৵০
৪।	গোর যিয়ারত	„ ৷৵০	৯।	যওউল লামে (উর্দ্দুতে, মছজিদ সম্পর্কিত মছলা সম্বলিত)	„ ১৲
৫।	ছিয়ামে রামাযান	„ ৷০			

তর্জুমানুল হাদীছের পুরাতন সেট

	চামড়ার বাধাই	কাপড়ের বাঁধাই
১ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত : সডাক মূল্য	৯৲	৮৲
২য় বর্ষ— „ „ „ „	৯৲	৮৲
৩য় বর্ষ —১ম „ „ „	১০৲	৯৲

(প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে তফছীর শুরু হইয়াছে)

প্রাপ্তস্থান :— আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
পোঃ ও জিলা পাবনা, পূর্ব পাকিস্তান।

জরুরী এ'লান

আর্থিক দুরবস্থার কারণে আমাদের যে সব সহৃদয় গ্রাহক তর্জুমানের বার্ষিক চাঁদা দিতে পারেন নাই অথবা নূতন গ্রাহক হইবার ইচ্ছাকে যাঁহারা পূরণ করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদের জন্য তর্জুমান কর্তৃপক্ষ ষান্মাসিক হারে **তিন টাকা ছাব্বি আনা** করিয়া চাঁদা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশাকরি গ্রাহকগণ এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক নিজেরা উপকৃত হইবেন এবং তর্জুমানকে সহায়তা করিবেন।

ম্যানেজার— তর্জুমানুল হাদীছ

— হিমালয় —

আপনি কি আজিও হিমালয় তৈল ব্যবহার করেন নাই? না করিয়া থাকিলে সত্বরেই ব্যবহার করিতে চেষ্টা করুন। উপকারিতায় ও সুগন্ধে ইহাই একমাত্র নির্ভর যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ তৈল। একবার পরীক্ষা করুন। দেশের পয়সা দেশেই রাখুন। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়। রেজিষ্টার্ড নং ১৭।

সেখ নূর মহম্মদ, আটিয়া, পাবনা (ই, পি,)।

Printed & Published by M, A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Assam Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org

স্বাধীন ও শক্তিমান পাকিস্তানী জাতি গড়ে উঠুক—

প্রত্যেকটি পাকিস্তানী এ কামনা পোষণ করেন। জাতির এই মহান খেদমতে এড্‌রুক লেবরেটরীর দুইটি বিশিষ্ট অবদান—

কুইনোভিনা

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর সমূলে বিনাশ করে, পাথরের মত শক্ত প্লীহা দূর করে এবং শরীরে নূতন রক্ত সঞ্চার করিয়া শরীর সবল ক'রে তুলে। জ্বর বিনাশক ঔষধ ও টনিক হিসাবে যাবতীয় বিদেশী ঔষধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দেশবাসী সকল শ্রেণীর জনগণের নিকট সমাদৃত হয়েছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মূল্যবান উপাদান মিশিয়ে কত উৎকৃষ্ট মহৌষধ তৈরী হতে পারে, একবার ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। আপনার ও আপনার পরিজনের রোগ বিনাশ এবং দেশ সেবা দুইই হবে।

সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড

(প্লেন ও ফোডিন সহ)

সর্দি, কাশি, অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ও ব্রঙ্কাইটিস সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী তুল্য মহৌষধ। যাঁহারা নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দান করিয়া বেড়ান ইহা তাঁহাদের চির-সাথী, কারণ ইহা ব্যবহারে গলার ভগ্ন স্বর ফিরিয়া আসে। শিশুদের সর্দ্দি, কাশি এবং হুপিং কফের প্রতিষেধক। যাঁহারা ফুস্‌ফুসের পীড়ায় অনবরত কষ্ট পান তাঁহারা ইহা ব্যবহারে আশাতীত ফল পাবেন।

এড্‌রুক লেবরেটরী, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org